মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্য।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।

শ্রীনবীনকৃষ্ণ লাহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত
ও তৎকর্ত্তৃক।

কলিকাতা—১১নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, পুরাণাবলী কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

বৈদান্ত প্রেস্,—৫৬ নং বিডন ষ্ট্রীট।
শ্রীনীলাম্বর বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৯৩ সাল।

সূচীপত্র।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্য

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয়শব্দ উচ্চারণ করিবে ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী দেবী শঙ্করের নিকট কহিলেন, হে মহাপ্রভো! অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রদেশে যে সকল প্রধান পদ অর্থাৎ অধিষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুর স্থানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রীকৃষ্ণের যদপেক্ষা প্রিয়তম ও মনোরম স্থান আর নাই, এক্ষণে আমি তাহার বিষয়ই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; আপনি তাহাই বর্ণন করুন ॥ ২। ৩ ॥

মহেশ্বর উত্তর করিলেন, দেবী! গুহ্য অপেক্ষা গুহ্যতর হৃদ্য পরমানন্দকারণ নিতান্ত অতদ্ভুত রহস্যের রহস্যস্বরূপ পরাৎপর দুর্লভের পরমদুর্লভ পরমমোহন সর্ব্বশক্তিময় সর্ব্বস্থলে গোপিত বিষ্ণুভক্তগণের স্থানের ঊর্দ্ধাধিষ্ঠিত বিষ্ণুর অত্যন্ত বল্লভ ব্রহ্মাণ্ডের উপরে সংস্থিত বৃন্দাবন নামে এক নিত্য ধাম আছে। ৪। ৫। ৬। ভূতলে উক্ত বৃন্দাবনধামই কেবল পূর্ণব্রহ্মের সমস্ত সুখৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ অব্যয় ও আনন্দময়; বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি বৈষ্ণবধাম বৃন্দাবনের অংশেরও অংশ স্বরূপ। ৭। গোলোকের সমস্ত বিভুতিই গোকুলে বিদ্যমান আছে। বৈকুণ্ঠাদির ঐশ্বর্য্য দ্বারকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু বৃন্দাবন ধাম পরব্রহ্মের সমস্ত পরমৈশ্বর্য্যের নিত্য আকরস্বরূপ। এই হেতু ত্রৈলোক্যের মধ্যে পৃথিবীকেই ধন্য বলা যায়। ৮।৯। মথুরানামক ধাম ও বিষ্ণুর একান্ত প্রিয়; ইহাকে বিষ্ণুর স্বস্থান ও মাথুরমণ্ডল বলা যায়। ১০। উক্ত মাথুরমণ্ডল নিগূঢ় ও পরম স্থান এবং সহস্রদল কমলের আকারে পুরীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। ১১। তথায় বিষ্ণুচক্রে পরিভ্রাম্যমাণ অদ্ভুত বৈষ্ণব ধাম স্ফুরিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত সহস্রদল কমলের কর্ণিকা অর্থাৎ বীজকোষ ও তাহার পত্র বিস্তারাদি বর্ণনা কালেই সমস্ত গূঢ় বৈষ্ণব রহস্য স্ফুটীকৃত হইবে ॥ ১২ ॥

বৃন্দাবনধাম দ্বাদশটী প্রধান অরণ্যে পরিশোভিত; তাহাদিগের বিষয় ক্রমশঃ কথিত হইতেছে।—ভদ্রশ্রী,(চন্দন) লোহ, (অগুরু) ভাণ্ডীর, (বট) মহাতাল, খদীর, তাল, বকুল, আনন্দবর্দ্ধক কুমুদ, কাম্য, মহাবন, গোকুল ও রম্য মধুবন এই দ্বাদশটী বনের সংখ্যা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যমুনার পশ্চিম কূলে সাতটী ও পূর্ব্ব কূলে পাঁচটী উত্তম বন গুহ্যভাবে আছে,—উক্ত হইয়া থাকে। ১৩। ১৪। ১৫। ভদ্রশ্রী প্রভৃতি পাঁচটী বন পূর্ব্বতীরে ও তালাদি সাতটী বন পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই দ্বাদশটী ব্যতিরেকে অন্য যে সকল বন আছে, তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার্থ উপবন কহে। ১৬। কদম্ব, খণ্ডিক, নন্দবন, নন্দীশ্বর, নন্দনানন্দখণ্ড, পালাশ, অশোক, কেতক, সুগন্ধি, মাদন, কৈল, অমৃত, ভোজনস্থল, সুখপ্রসাদন, বৎসহরণ, শেষশায়ন, শ্যামপূঃ, দধিগ্রাম, চক্রভানুপুর, সঙ্কেতবিপদ, বালক্রীড়, ধূসর, কেমুক্রম, শরবন, উশীর অর্থাৎ বেনাবন, উৎসুক, নন্দন,

মধূক, (অর্থাৎ মহুয়াবন) কুন্দবন ও মন্দারবনএই ত্রিংশৎ-সংখ্যক বন অভিহিত হইয়াছে ; ইহাদিগকে উপবন কহে। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। পূর্ব্বে যে দ্বাদশটী বনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই গুলিই সর্ব্বপ্রধান ও উত্তম। উহার উত্তর সীমায় চতুর্থ বন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২১। এই স্থলে নানাবিধ লীলা ও রসক্রীড়া হইয়াছে। এইটীকে সুবিস্তৃত রহস্যক্রম বলা যায়। ২২। ইহা মহাপদ গোকুলনামক সহস্রদল কমল সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। কর্ণিকাই এই মহৎ পদের জ্যোতিঃপ্রকাশিকা। ইহাকে গোবিন্দের উত্তম স্থান কহে। ২৩। উক্ত সহস্রদল কমলের উপরে মণিমণ্ডপমণ্ডিত স্বর্ণপীঠে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ বিরাজিত হইয়া থাকেন। সেই সেই স্থলে ক্রমে দিক্ বিদিকে মহাকমলের দল কথিত হয়। ২৪। দক্ষিণে উত্তম অপেক্ষা উত্তম পরম গুহ্য মকুল নামে দল আছে। সেই দলে নিগম এবং আগমে ও অপ্রকাশিত এক মহাপীঠ বিরাজিত আছে। ২৫। যোগীন্দ্রগণও এই দলের দর্শনাদি প্রাপ্ত হন না এবং উহা গোকুলের সর্ব্বস্বার সদৃশ। দ্বিতীয় আগ্নেয় দল, উহার দুইটী রহস্য আছে। ২৬। উক্ত দলের অভ্যন্তরে নিকুঞ্জকুটীরের ন্যায় দুইটী কুটীর অধিষ্ঠিত আছে। পূর্ব্ব সীমাস্থ তৃতীয় দলটী ও প্রধান পদরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২৭। গঙ্গাদি তীর্থসমূহের সংস্পর্শ বশতঃ উহার শতগুণ মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঈশান কোণে চতুর্থ দল শোভা পাইতেছে ; ইহা একটী বাঞ্ছাসিদ্ধিকর সিদ্ধ পীঠ। ২৮। কোন একটী নূতন অর্থাৎ যুবতী অথচ অনন্যোপভুক্তা গোপবালা উক্ত সিদ্ধ পীঠে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে পতি কামনা করিলে

তাহাই সিদ্ধ হয়। শ্রীগোবিন্দ এই দলে অধিষ্ঠিত হইয়াই গোপীগণের বস্ত্রালঙ্কার হরণরূপ মহালীলা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ২৯। উত্তর সীমায় সর্ব্বোত্তম পঞ্চম দল বিরাজিত। এই দলেই দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হইয়াছিল এবং ইহা কর্ণিকাসদৃশ। ৩০। বায়ু কোণে ষষ্ঠ দল, তাহাতেই কালীহ্রদ বিদ্যমান আছে। এই দল উত্তম হইতেও উত্তম এবং প্রধান পদরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৩১। পশ্চিম প্রান্তে সর্ব্বোত্তম দলসমূহের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ সপ্তম দল শোভমান আছে। এই দলে যজ্ঞপত্নীগণ ঈপ্সিত বর লাভ করেন। ৩২। এই দলেই অঘাসুরের বধ, দেবদর্শন ও ব্রহ্মমোহন লীলা সমাহিত হয়, এই নিমিত্ত ইহা কমলযোনির নিতান্ত প্রিয়। ৩৩। নৈঋর্ত কোণে অষ্টম দল দীপ্তি পাইতেছে; প্রভু এই দলে ব্যোমাসুর নিপাতন, শঙ্খচূড়নামক দৈত্যের বিনাশ সাধন ও অন্যান্য নানাবিধ কেলি করিয়াছিলেন॥ ৩৪॥

শুনিয়াছি, বৃন্দারণ্যে অন্তর্গত এইরূপ অষ্টদল কমল বর্ণিত হইয়াছে। কালিন্দী নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত শ্রীবৃন্দাবনধাম ধন্য॥ ৩৫॥

এই ধামে গোপীশ্বরসংজ্ঞক শিবলিঙ্গই অধিষ্ঠাতা দেবরূপে অভিলক্ষিত হইয়া থাকেন। তাহার বহির্দ্দেশে শ্রীযুক্ত ষোড়শদল পদ্ম অভিহিত হয়॥ ৩৬॥

দক্ষিণাদি ক্রমে সমস্ত দিকের দলের বিষয়ই কথিত হইয়াছে। উক্ত ষোড়শদল কমল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহৎ পদ নিতান্ত বিরল এবং উহা অতিশয় জ্যোতির্ম্ময়॥ ৩৭॥

কথিত কমলের প্রথম দল শ্রেষ্ঠ এবং উহার মাহাত্ম্য কর্ণিকারই তুল্য। ঐ দলে মধুবন বিরাজিত, তাহাতেই

সর্ব্ব কারণের কারণভূত চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। অধিকন্তু উহাতে সুপ্রসিদ্ধ মুনিশ্রেষ্ঠ সনাতন অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

তৎপরে দ্বিতীয় দল শ্রীগোবিন্দের সামান্য কিঞ্চিৎ লীলারসের স্থান বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এইস্থলেই খদীর বন নামে দল উক্ত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এই দলের মাহাত্ম্য কর্ণিকাসদৃশ। ইহার অন্তঃপাতী নিত্যানন্দরসান্বিত পরম রমণীয় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে যে কর্ণিকা বিরাজিত আছে, তন্মধ্যস্থিত লীলারস-গহ্বরে মহালীলা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই রসগহ্বরে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনের পতি হইয়া থাকেন। ৪১। ৪২। অধিক কি বলিব, এখানে কৃষ্ণ গোবিন্দতা (গোপালকতা, পৃথ্বীপালত্ব বা স্বর্গপ্রাপকতা) আশ্রয় করেন। অতঃপর তৃতীয় দল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ৪৩। অনন্তর চতুর্থ দল, ইহা প্রধান অদ্ভুত রসের স্থলরূপে আখ্যাত হইয়াছে। স্বয়ং গোবর্দ্ধনধারী হরিই ইহার পতি। ৪৪। এই স্থলেই পূর্ণানন্দরসময় কদম্বখণ্ডী নামে স্নিগ্ধ হৃদ্য প্রিয় ও রমণীয় দল অভিহিত হইয়াছে। ৪৫। তদনন্তর নন্দীশ্বরসংজ্ঞক রমণীয় দল, ইহাতেই নন্দালয় অবস্থিত। এতৎপার্শ্বে কর্ণিকা-সদৃশ-মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট পঞ্চম দলকথিত হয়। ৪৬। এই দলের অধিষ্ঠাতৃদেব গোপাল ও ধেনুপাল। অতঃপর ষষ্ঠ দল, ইহাতে নন্দবন শোভা পাইতেছে। ৪৭। সপ্তম বহুলারণ্য অর্থাৎ এলাবন নামে রম্য দল প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। তৎপরে তালবননামক অষ্টম দল, তথায় ধেনুবধ, (বৎসাসুরের বিনাশ) সংসাধিত হইয়াছে। ৪৮।

নবম কুমুদারণ্য নামে খ্যাত সুশোভন দল উক্ত হইয়াছে। দশম সকলের কারণভূত কাম্যারণ্য নামে হৃদয়গ্রাহী দল বিরাজিত আছে। ৪৯। এই দলে ব্রহ্মপ্রসাদন ও বিষ্ণুবৃন্দ প্রদর্শিত হইয়াছিল। অপিচ ইহা কৃষ্ণের ক্রীড়ারসের স্থল ও প্রধান দলরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৫০। একাদশ সংখ্যক দলটী ভক্তের প্রতি অনুগ্রহপ্রবণ এবং উহা নানারসের আধারভূত ও অন্ধের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির নির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তির সোপানস্বরূপ। ৫১। পরম রমণীয় মনোহর ভাণ্ডীর বনই দ্বাদশ দল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই দলে আরূঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদির সহিত রসক্রীড়া করিয়া ছিলেন। ৫২। অতঃপর ভদ্রবননামক শ্রেষ্ঠ ত্রয়োদশ দল বিদ্যমান আছে। অনন্তর চতুর্দ্দশ দল, ইহা একটী সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদস্থান। ৫৩। এই দলে পরমরুচির প্রসিদ্ধ সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের হেতুভূত শ্রীবন বিরাজমান আছে। অধিকন্তু ইহা শ্রীকৃষ্ণের লীলারসে পরিব্যাপ্ত এবং শ্রী, কীর্ত্তি ও কান্তির পরিবর্দ্ধক ॥ ৫৪ ॥

লোহবনকেই শ্রেষ্ঠ পঞ্চদশ দল বলা যায়। তদনন্তর কর্ণিকা-সমমাহাত্ম্য ষোড়শ দল কথিত হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

ঐ দলে নিতান্ত গুহ্য মনোহর মহাবন বিরাজিত। সেই স্থলে বৎসরক্ষক গোপশিশুগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রভুর বাল্যলীলা সমাহিত হইয়াছিল। ৫৬। অপিচ তথায় পূতনাদির বধ ও যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন সংসাধিত হয়। পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক বালগোপালই উক্তদলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৫৭। প্রেমানন্দরসের সাগরসদৃশ এই বালগোপাল দামোদর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত কমলের আর

একটী সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম দল আছে। ৫৮। শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াই উহার কিঞ্জল্ক, উহাকে বিহারদল কহে। উক্ত দল বা তদীয় কিঞ্জল্কে প্রধানতঃ সিদ্ধগণই অধ্যুষিত আছে, এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে মহাপ্রভো! আমি বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য ও পরম অদ্ভুত রহস্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনি তাহাই আখ্যান করুন ॥ ৬০ ॥

ঈশ্বর উত্তর করিলেন, হে দেবি! আমি তোমার নিকট প্রিয়তম গুহ্য অপেক্ষা গুহ্যতম উত্তম রহস্যনিচয়ের রহস্য-স্বরূপ দুর্লভ দ্রব্যব্যূহের মধ্যে দুর্লভ ত্রৈলোক্যগোপিত দেবাগ্রণীগণের সুপূজিত ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিত দেবতা ও সিদ্ধ সমূহের সেবিত যোগীন্দ্র মুনিন্দ্র প্রভৃতির ধ্যানবিষয়ীভুত অপ্সরোগন্ধর্ব্বগণের নিত্য সঙ্গীতরসাশ্রিত পূর্ণানন্দ রসান্বিত পরম রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনধামের বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বর্ণন করিয়াছি। এই বৃন্দাবনের ভুমি চিন্তামণি ও সলিল অমৃত রসপূর্ণ। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪।

অত্রত্য বৃক্ষগণ কামধেনুবৃন্দ-সেবিত কল্পদ্রুম, রমণী লক্ষ্মী ও পুরুষ অংশাবিভুত বিষ্ণু। ৬৫। এই স্থলে সকলের মুর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ কৈশোর বয়স চিরবিরাজিত। বৃন্দাবনধামে সামান্য গতিই নাট্য, কথই গান এবং লোক মাত্রেরই নিরন্তর সহাস্য বদন। ৬৬। শুদ্ধসত্ব বৈষ্ণবগণ প্রেমগদ্গদ হইয়া এই পরম ধামের বন আশ্রয় করিয়া আছেন। সমগ্র বৃন্দাবন ধামই স্ফূর্ত্তিমৎ ব্রহ্মমুর্ত্তিতে তন্ময় ও পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্ন হইয়া আছে। ৬৭। কোটি কোটি ভৃঙ্গাদি মধুপানে মত্ত হইয়া কল কুজন করত ঐ স্থানের

মনোহরতা সম্পাদন করিতেছে। তথায় কপোত ও শুক নিকর সঙ্গীতনিরত এবং অলিকুল উন্মত্ত। ৬৮। ময়ূরগণ নৃত্য করত সানন্দে কান্তার সহিত বিবিধ বিলাস সম্ভোগ করিতেছে। নানাবর্ণ কুসুমের পরাগে এই স্থান পরিপূর্ণ। ৬৯। উহার সুস্নিগ্ধ সৌরভ আঘ্রাণ করত ত্রিজগৎ মুগ্ধ হইয়া থাকে। মন্দার মারুতসহকারে ঋতুরাজ বসন্ত সর্ব্বদা এই পরম পদের সেবা করেন। ৭০। এখানে নিত্যইপূর্ণ চন্দ্রের অভ্যুদয় হয় এবং দিবাকর মন্দ মন্দ অংশু প্রকাশ করেন। অত্রত্য কোন ব্যক্তিই দুঃখ ও সুখের বিচ্ছেদ ভোগ করে না; (কোন কোন মতে বৃন্দাবন বাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়ত্ব নিবন্ধন দুঃখ, সুখ ও বিচ্ছেদ এই তিনেরই অভাব হয় বা তদ্বিষয়ে কোন প্রকার অনুভূতিই থাকে না।) জরা ও মরণের নামই নাই। ৭১। কাহারও ক্রোধ, মৎসরতা ও অহঙ্কার নাই, সকলেই অভিন্নহৃদয়। পূর্ণ আনন্দরূপ অমৃতরসে পূর্ণ প্রেমসুখের প্রবাহ নিরন্তর বাহিত হইতেছে। ৭২। এই শ্রীবৃন্দাবন পূর্ণ প্রেমস্বরূপ গুণাতীত পরম ধাম। অত্রত্য বৃক্ষাদি ও পুলকিত হইয়া প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। ৭৩। অতএব চেতনাযুক্ত বিষ্ণুভক্তগণের কথায় আর প্রয়োজন নাই; কারণ, অচেতনের এইরূপ ঈশ্বরপ্রেম বর্ণনা করিয়া চেতনের সম্বন্ধে বর্ণনীয় বাক্যেরই অভাব হইতেছে। শ্রীগোবিন্দের পাদরজঃস্পর্শে বৃন্দাবন পৃথ্বীতলে নিত্যধাম হইয়াছে। ৭৪। বৃন্দারণ্যই সহস্রদল কমলের বরাটক অর্থাৎ বীজকোষস্বরূপ। এই শ্রীবৃন্দাবনের স্পর্শ মাত্রেই পৃথিবী ত্রিভুবনে ধন্যা হইয়াছেন। ৭৫। বৃন্দাবনস্থ সমস্ত বস্তুই গুহ্য অপেক্ষা গুহ্যতম, রমণীয় ও পবিত্র। ইহা অক্ষর (অর্থাৎ অবিনশ্বর) অব্যয়

নিত্য আনন্দস্বরূপ শ্রীগোবিন্দের স্থান। ৭৬। এই স্থান গোবিন্দের দেহ হইতেও অভিন্ন ও পূর্ণব্রহ্মসুখের আশ্রয় স্বরূপ। এই স্থান স্পর্শ করিলেই মুক্তি হয়, অতএব ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে ॥ ৭৭ ॥

দেবি! তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই বন হৃদয়স্থ কর। সেই রূপ বৃন্দাবনবিহারে কৈশোর (অর্থাৎ দশোত্তর পঞ্চদশ বর্ষাবধি)-বিগ্রহ [৭৮] এবং অন্যান্য স্থান ও বন বিহারে বাল্য, পোগণ্ড (অর্থাৎ পঞ্চোত্তর দশ বর্ষাবধি) ও যৌবন এই ত্রিবিধ বয়োরূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়মন্দিরে ধ্যান করিবে। যমুনানদী এই বৃন্দারণ্যের (বা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে) মকরন্দ অর্থাৎ পুষ্পমধুস্বরূপ; এই যামুন প্রদেশ কর্ণিকার দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। ৭৯। এই স্থান নানাবিধ প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম কারুকার্য্যে বিশোভিত, কালিন্দীর সলিলসৌরভে এই স্থলের জীবমাত্রেরই মন মোহিত হয়। পবনহিল্লোলে সৌরভ বাহিত হইয়া যমুনার জলে মিশ্রিত হওয়াতে উহা মকরন্দ-(পুষ্পরস)-লক্ষ্মীর নিলয়স্বরূপ হইয়াছে। ৮০। আহা! পদ্ম, উৎপল প্রভৃতি নানাবর্ণের কুসুমে কালিন্দী-সলিল কেমন সমুজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়াছে। চক্রবাকাদি বিহগগণের মনোহর কলস্বনে উহার কি অপূর্ব্ব শোভাই সম্পাদিত হইয়াছে। ৮১। বিশেষতঃ তরঙ্গমালা উত্থিত হওয়াতে উহা আরও মনোহর হইয়াছে। যমুনারতটদ্বয় পরম রমণীয়; উহা বিশুদ্ধ কাঞ্চনে নির্ম্মিত। ৮২। এই কালিন্দী-তট একবার মাত্র স্পর্শ করিলে গাঙ্গতীর স্পর্শের কোটিগুণ ফল লব্ধ হয়। কর্ণিকা স্পর্শে তটের কোটিগুণ ফল উৎপন্ন হয়; কারণ, এই কর্ণিকায় স্বয়ং শ্রীহরি ক্রীড়ায় নিরত

থাকেন। ৮৩। কালিন্দী, কর্ণিকা ও শ্রীকৃষ্ণে কোন বিভি-ন্নতা নাই, এক বিগ্রহ বলিয়াই জানিবে ॥ ৮৪ ॥

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন, দয়াময়! গোবিন্দের কিরূপ সুন্দরাকৃতিবিশিষ্ট আশ্চর্য্য বয়স, আমি তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি,—বর্ণন করুন ॥ ৮৫ ॥

মহেশ্বর বলিলেন, মঞ্জু মন্দারদ্রুমশোভিত, উক্ত বৃক্ষের যোজনোন্নত ও প্রশস্তশাখাপল্লবে মণ্ডিত, মহানন্দরসাশ্রিত, প্রবাল, (বৃক্ষপত্র) কুসুম ও গন্ধ সমন্বিত, অতএব অলিকুল-সেবিত সিদ্ধপীঠ রমনীয় মধ্যবৃন্দাবনে মহৎ পুষ্ট ও মহা-জ্যোতির্ম্ময় উত্তম গোবিন্দস্থান আছে। এই পরমপদ সাতটী আবরণ বিশিষ্ট; শ্রুতিনিচয় নিরন্তর এই স্থানের অনুসন্ধান করিয়াও নির্ণয় করিতে অক্ষম। ৮৬।৮৭।৮৮। তথায় মণি-মণ্ডপমণ্ডিত এক বিশুদ্ধ হৈম পীঠ বিরাজিত; তন্মধ্যে একটী মনোহর ভবন, উক্ত ভবনের অভ্যন্তরে একখানি সমুজ্জ্বল যোগপীঠ স্থাপিত আছে।৮৯। এই পীঠখানি অষ্টকোণ বি-শিষ্ট এবং নানাবিধ রত্নের প্রভায় নিতান্ত মনোহর। তদুপরি দেদীপ্যমান হেমমাণিক্যনির্ম্মিত এক সিংহাসন স্থাপিত আছে। ৯০। উক্ত সিংহাসনের উপরে কর্ণিকাধারে সুখের আশ্রয়স্বরূপ এক অষ্টদলকমল বিরাজিত। এইস্থান শ্রীগো-বিন্দের নিতান্ত প্রিয়; ইহার মহিমা বর্ণন করা যায় না।৯১।

পূর্ব্বোক্ত পদ্মাসনে অধিষ্ঠিত গোপীগণসেবিত ব্রজোচিত দিব্যবয়োরূপধারী কৃষ্ণ বৃন্দাবনেশ্বর ব্রজরাজ বিস্তৃতৈশ্বর্য্য ব্রজনারীপ্রিয় কৈশোর অতিক্রমপূর্ব্বক যৌবনমুখে প্রবিষ্ট অতএব আশ্চর্য্যবিগ্রহ অনাদি অথচ সকলের আদিভূত নন্দগোপনন্দন শ্রুতিমৃগ্য (অর্থাৎ বেদনিচয়ের ও অনু-

সম্বন্ধেয়) অজ (অর্থাৎ যাহার জন্ম নাই) নিত্য (অর্থাৎ সনাতন, বা অবিনশ্বর) বল্লবীগণমনোহর পরমরূপ ও পরম জ্যোতিঃস্বরূপ দ্বিভুজ গোকুলেশ্বর গোপীনন্দন নিগুর্ণৈককারণ সুনীলরত্নবৎ স্বচ্ছ ও শ্যাম কিরণে মনোহর নবীন নীরদশ্রেণীর ন্যায় সুস্নিগ্ধমোহনসুন্দর প্রফুল্ল ইন্দীবরসদৃশকান্তি নিতান্ত সুখস্পর্শ দলিতঅঞ্জনপুঞ্জবৎ সুচিক্কণ শ্যামমোহন সুস্নিগ্ধ নীল কুটিল (অর্থাৎ কোঁকড়ান) ও নিতান্ত সুগন্ধি কুন্তলবান্ শ্রীমান্ গোবিন্দকে হৃদয়ে ধ্যান করিবে। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। অপিচ তদীয় অঙ্গবিশেষের (অর্থাৎ মস্তকের) দক্ষিণ ভাগে মনোহর শ্যাম চূড়া শোভিত হইয়া থাকে। উক্ত চূড়া নানাবর্ণের সমুজ্জ্বল এবং প্রভাময় শিখণ্ডীপুচ্ছপত্রে মণ্ডিত। আহা! তাহাতে আবারমঞ্জুমন্দারকুসুমস্তবক আশ্রয়লাভ করাতে প্রভুর কি চারুভুষাই সম্পাদিত হইয়াছে! কোন স্থানে কেকীগণের পুচ্ছদলনির্ম্মিত মুকুটই ব্রজনাথের ভূষণপদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্থল বিশেষে কখনও মণি মাণিক্য রচিত কিরীটও ধারণ করেন। প্রভুর বদন লোল (অর্থাৎ চঞ্চলগতি) অলকাবলী দ্বারা আবৃত হইয়া কোটি শশীর সদৃশ শোভা পাইয়া থাকে। ভালস্থ কস্তুরীতিলক হইতে গোরচনাদির মনোহর কান্তি নির্গত হয়। তদীয় লোচনযুগল নীল ইন্দীবর দলের ন্যায় সুস্নিগ্ধ ও সুদীর্ঘ। ভ্রূলতা, শ্লেষহাস্যাদি ব্যাপারে নিত্য করত নিরন্তর সাচী [অর্থাৎ বক্র] ভাবে অবস্থিত। নাসিকা উন্নত ও সুচারু, উহার সৌন্দর্য্যদর্শনে লোকের মন অপহৃত হয়। প্রভুর নাসাগ্রে ধৃত গজমুক্তার কিরণে ত্রিভুবন মুগ্ধ হয়। সিন্দুরসন্নিভ অরুণসুন্দর নন্দনন্দ-

নের সুস্নিগ্ধ অধোরষ্ঠযুগল কাহারই না মন হরণ করে? মকরাকৃতি স্বর্ণকুণ্ডল হইতে নানাবর্ণের প্রভা নির্গত হইয়া কি শোভাই বিস্তার করে! বাসুদেবের দন্তরূপ মুকুরে কুণ্ডলরশ্মি প্রতিভাত হইয়া অশেষ কান্তির বিকাশ হইয়া থাকে। তদীয় কর্ণস্থ উৎপল ও মন্দার কুসুম যেন মকর-কুণ্ডলেরও অলঙ্কারস্বরূপ হয়। প্রভুর মনোহর বক্রগ্রীবায় যেন ত্রৈলোক্যের সৌন্দর্য্যরাশিএকত্রিত হইয়াছে। দেদীপ্যমান মণিমাণিক্যজালে কম্বুকণ্ঠ বিভূষিত হইয়াছে। উরঃ-স্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভ শোভিত, এবং মুক্তাহারে অনন্ত কান্তি প্রস্ফুরিত হইয়াছে। সমুজ্জ্বল দিব্য মাণিক্য-খচিত মনোহর কাঞ্চনে ভূষিত তদীয় করে কঙ্কণ ও কেয়ূর বিরাজিত। কটিতটে কিঙ্কিণী ভূষণ এবং মঞ্জুলমঞ্জীর অর্থাৎ নুপুরের সৌন্দর্য্যে লক্ষ্মীরনিবাসভূমিস্বরূপ তদীয় অঙ্ঘ্রিযুগল অধিকতর কান্তিমান্ হইয়াছে। কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী ও চন্দনাদিদ্বারা দেহের মনোহর বিলাস সম্পাদিত হইয়াছে। গোরোচনাদি মিশ্রে মোহনরূপে অঙ্গরাগ সমাহিত হইয়াছে। পৃষ্ঠদেশে নয়নতর্পণ পীতধটী(অর্থাৎ ধড়া)বিরাজিত,পাদাগ্র-পর্য্যন্ত তাহার অঞ্চল দোদুল্যমান। গভীর নাভিকমল, তৎপার্শ্বে জাত রোমরাজি, উপরিভাগে মাল্য অবনমিত। সুগোল জানুযুগল, মনোহর পাদপদ্ম; করপদতল ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও অম্ভোজচিহ্নে লাঞ্ছিত। তদীয় নখগত ইন্দুকিরণ-শ্রেণীই পূর্ণ ব্রহ্মের প্রধান কারণভুত। কেহ কেহ বলেন, তাহাতেই অর্দ্ধাংশই অব্যয় চিদ্রূপ ব্রহ্ম। ৯৮। ৯৯। ১০০। ১০১। ১০২। ১০৩। ১০৪। ১০৫। ১০৬। ১০৭। ১০৮। ১০৯। ১১০। ১১১। ১১২।

মনীষিগণ মহাবিষ্ণুকে তদীয়অংশাংশরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রধান যোগীন্দ্রগণ সেই চিদ্রূপ ব্রহ্মকে বক্ষ্যমান আকারে হৃদয়ে ধ্যান করেন। ১১৩। যথা,—ত্রিভঙ্গ, যাব-তীয় ললিত সৃষ্টির সারনির্ম্মিত, বক্রগ্রীব, অনন্ত কোটিকন্দর্প অপেক্ষাকৃত সুন্দর, বামস্কন্ধে স্পৃষ্ট শোভনদন্ত ও দন্ত-পংক্তির উপরে স্বর্ণকুণ্ডলের কিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে বিরাজিতমুখকান্তি, সাপাঙ্গদৃষ্টি, সহাস্যবদন, কোটিমন্মথ সুন্দর, (এইস্থলে সরলভাবে দ্বিরুক্ততা দোষ সংঘটিত হই-য়াছে) কুঞ্চিত অধরে বিন্যস্ত বংশীর মনোহর কলস্বনে ত্রিভুবনমোহনকারী ও সুখার্ণবে মজ্জনকারী বাসুদেবই যোগীশ্বরনিকরের হৃদয়ের অমূল্য নিধি॥ ১১৪ ॥ ১১৫॥১১৬।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন,বৃন্দাবনেরশ্বর কৃষ্ণ পরম কারণনিত্য নির্গুণৈককারণ ও গোবিন্দাখ্য মহৎ পদস্বরূপ।১১৭। দেব দেবপতে! তাঁহার রহস্যের সুন্দর মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে;অতএব প্রভো! আপনিই তাহা বর্ণন করুন॥ ১১৮॥

ভূতনাথ উত্তর করিলেন, দেবি! যাঁহার চরণনখচন্দ্র কিরণের (বা জ্যোৎস্নার) মহিমারই অন্ত নাই, অতএব তদীয় মাহাত্ম্য যাবৎ বর্ণন করিতে পারি, তাবৎ কাল অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।১১৯। অশেষ গুণত্রয়ের (সত্ত্ব রজ তমঃ) সমবায়ে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন। চন্দ্রদেব তদীয় কলার কোটি কোটি অংশের কোটি কোটি অংশভূত। ১২০। সূর্য্যগ্রহগণ উক্ত চন্দ্রের প্রকাশক কোটি অংশ রশ্মি সম্পন্ন। পরমামোদজ্ঞানময় পরমাত্মস্বরূপ পরমানন্দরসামৃত-ময় তদীয় শ্যাম দেহের কিরণেই নির্গুণৈককারণ সমুদ্ভূত

হইয়াছে তদীয় অংশের কোটি কোটি অংশভূত জীবগণও তদীয় কিরণাত্মক। ১২১। ১২২। তদীয় পাদপঙ্কজযুগলের নখচন্দ্রগত মণিপ্রভাকেই মণীষিগণ পূর্ণব্রহ্মের ও বেদ-দুর্গম (অর্থাৎ শ্রুতিতেও অপ্রকাশিত) কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। ১২৩। প্রভু যে রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মাকেও মোহিত করিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ণ নহে; তাহা তদীয় অংশসৌরভের অনন্তকোটি অংশমাত্র। তদীয় পাদাদি অঙ্গে স্পৃষ্ট পুষ্পচন্দন প্রভৃতির নানাবিধ সৌরভ হইতেই উহার উৎপত্তি। ১২৪। শ্রীকৃষ্ণবল্লভা রাধিকাই তাহার প্রিয়া আদ্যা প্রকৃতি। দুর্গাদি ত্রিগুণাত্মিকা সমস্ত দেবীই উক্ত আদ্যা প্রকৃতির কলার কোটি কোট্যংশ স্বরূপ। ১২৫। পূর্ব্ব কথিত পরম পুরুষের পাদরেণুস্পর্শে কোটি বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১২৬॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীপার্ব্বতী দেবী প্রশ্ন করিলেন প্রভো! এই শ্রীগোবিন্দের আবরণ ও পারিষদগণের নাম কি? কৃপাময়! আমার ইহা শ্রবণে নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে, অতএব এই বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করুন॥ ১॥

ঈশ্বর কহিলেন, পূর্ব্বোক্তপ্রকার লাবণ্যবিশিষ্ট দিব্য-ভূষণ ও মাল্যাম্বরধারী ত্রিভঙ্গ মঞ্জু সুস্নিগ্ধ গোপীগণনয়ন-তারকাস্বরূপ শ্রীগোবিন্দ রাধার সহিত রত্নসিংহাসনে অধি-ষ্ঠিত আছেন। তাহার বহির্ভাগে স্বর্ণসিংহাসনাবৃত যোগপীঠ বিরাজিত। ২। ৩। তাহাতে প্রত্যঙ্গবেগাসক্ত ললিতা প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রিয়া প্রধান অষ্টপ্রকৃতি অবস্থান করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রীরাধিকাই মূল প্রকৃতি। ৪। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ললিতা দেবী, বায়ুকোণাবচ্ছেদে শ্যামলা, উত্তরে শ্রীমতীধন্যা, ঈশান কোণে শ্রীহরিপ্রিয়া, পূর্ব্বেবিশাখা, অগ্নিকোণে শৈব্যা, দক্ষিণে পদ্মা ও নৈঋতকোণে ভদ্রা নামে কৃষ্ণসহচরী শোভা পাইতেছেন। ৫। ৬। অগ্রভাগে সহস্র সহস্র গোপকন্যা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহারা বিশুদ্ধকাঞ্চনপুঞ্জসদৃশকান্তি সুপ্রসন্না সুলোচনা কোটিকন্দর্পতুল্যলাবণ্যা কিশোরবয়স্কা দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিতা নাসাগ্রে ধৃতগজমৌক্তিকা বিচিত্রবেশাভরণা চারু-চঞ্চললোচনা হৃদয়ে সদা কৃষ্ণরূপধ্যানপরা ও তদীয়া-লিঙ্গনসমুৎসুকা শ্যামরূপ অমৃতরসে মগ্না শ্রীকৃষ্ণের ভাবে উন্মত্তা ও নেত্রোৎপলপূজিত শ্রীকৃষ্ণ চরণকমলেঅর্পিতচিত্তা। ৭। ৮। ৯। ১০। অনন্তর দক্ষিণ পার্শ্বে জগন্মোহনরূপিণী একান্তঃকরণে কৃষ্ণলালসা নানাবিধ পঞ্চস্বরালাপে (অর্থাৎ সঙ্গীতে) ত্রিভুবন মোহনকারিণী প্রেমবিহ্বলা হইয়া শ্রীগো-বিন্দের নিগূঢ় রহস্যগানে তৎপরা সহস্র সহস্র অযুত অযুত পরিমাণে শ্রুতিকন্যাগণ বিরাজিত আছেন। ১১। ১২। বামভাগে দিব্যাবেশরসময়ী নানাবৈদগ্ধ্য (অর্থাৎ সরস বাক্যচাতুর্য্য, গতিবিলাসাদি)-নিপুণা দিব্য অশেষ

বেশবিশিষ্ট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আশ্চর্য্যলাবণ্যবতী অপাঙ্গদৃষ্টিমনোহরা নির্লজ্জা (অর্থাৎশ্রীকৃষ্ণের সহবাসে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হওয়াতে অপগতঅবিদ্যাকৃতমোহা অতএব পরিত্যক্তলজ্জা) উৎসুকা তদ্ভাবমগ্নমানসা সস্মিতবক্রদৃষ্টি অসংখ্য দেব কন্যা শোভা পাইতেছেন। ১৩। ১৪। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পারিষদাবৃত মন্দির বহির্দ্দেশে সমানবেশ সমবয়স্ক সমানবলপৌরুষ সমান গুণ সমকর্ম্মা সমানাভরণ সমশ্রী সমস্বরে সঙ্গীত ও বেণুবাদনে তৎপর কৃষ্ণসহচরনিকর অবস্থিতি করিতেছেন। ১৫। ১৬। পশ্চিম দ্বারে শ্রীদামা, উত্তরে সুদামা, [১৭] পূর্ব্বে বসুদামা ও দক্ষিণে কিঙ্কিণী-তদ্বাহ্যে সুবর্ণমন্দিরাবৃত স্বর্ণবেদীর অন্তরস্থ কাঞ্চনাভরণভূষিত এক হেমপীঠ সুশোভিত। তদুপরি প্রভূ, স্তোককৃষ্ণ, অংশুভদ্র প্রভৃতি অযুতাযুত গোপালগণ। ১৮। ১৯। ও লক্ষসংখ্যক পয়ঃস্রাবী গোবৃন্দে সমাবৃত হইয়া লীলা করিতেছেন। উক্ত গোপালবর্গ প্রভুর সমান বয়োবেশ আকৃতি ও স্বরবিশিষ্ট এবং তাহারই ন্যায় শৃঙ্গ, বীণা, বেত্র ও বেণু ধারণ করত তদীয় গুণ ধ্যানযোগে রসবিহ্বল হইয়া গান করিতেছে। বিচিত্ররূপ কৃষ্ণসহচরগণ প্রভুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সদা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। উক্ত গোপকিশোরগণের সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূরিত এবং তাঁহারা যোগাভ্যাস না করিয়াও যোগীন্দ্রগণের ন্যায় প্রভুর ভাবে বিস্মিত। ২০। ২১। তাহার বাহ্যদেশে কোটি সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল সুবর্ণময় প্রাচীর;। ২২।। তাহারচারিদিকে মঞ্জু সৌরভ মোহিত মহোদ্যান। পশ্চিমমুখে লক্ষ্মানিলয় পারিজাত দ্রুমশ্রেণী বিরাজিত। ২৩। উহার অধোদেশে

স্বর্ণমন্দিরবেষ্টিত একখানিস্বর্ণপীঠ সংস্থাপিত আছে;তন্মধ্যে মণিমাণিক্যমণ্ডিত একখানি উজ্জ্বল সিংহাসন অবস্থিত ।২৪। তাহার উপরিভাগে অধ্যাসিত পরমানন্দস্বরূপ ত্রিগুণাতীত চিদ্রূপ সর্ব্বকারণের কারণভূত ইন্দ্রনীল-(নীলরত্ন অর্থাৎ মরকত মণি)-সদৃশ ঘনশ্যাম নীলকুঞ্চিত কুন্তল কমলদলবৎ বিশালনেত্র মকরাকৃতি কুণ্ডলধারী চতুর্ভুজে যথাক্রমে পদ্ম, চক্র,অসি, গদা ও শঙ্খাদি আয়ুধধৃত আদ্যন্তরহিত সনাতন প্রধানপুরুষোত্তম জ্যোতিঃস্বরূপ মহাবিক্রম পুরাণপুরুষ বনমালী পীতাম্বরধর স্নিগ্ধদিব্যভূষণভূষিত দিব্য অনুলেপন-(অর্থাৎ চন্দনাদি) বিশিষ্ট অঙ্গরাগ সম্পাদনে মনোহর কান্তি জগৎপ্রভু বাসুদেবকে ধ্যান করিবে । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ । রুক্মিণী, সত্যভামা, নাগ্নজিত্যা সুলক্ষণা, [২৯] মিত্রবিন্দা,সুনন্দা, জাম্বুবতী ও সুশীলা এই অষ্ট প্রিয়া মহিষী বাসুদেবকে বেষ্টন করিয়া থাকেন । ৩০ । উদ্ধব প্রভৃতি পারিষদবর্গও পরমভক্ত বৃষ্ণিগণও এইস্থলে প্রভুর সেবায় নিরত আছেন। তদুত্তরে হরিচন্দন ক্রমান্বিত মহোদ্যান শোভিত। ৩১ । তাহার নিম্নভাগে মণিমণ্ডপ মণ্ডিত হেমপীঠ বিরাজিত। তন্মধ্যে সিংহাসনের দ্বারা সমুজ্জ্বল সুবর্ণ রচিতদল ; ॥ ৩২ ॥ তাহাতে ঈশ্বর প্রিয় অনন্তরূপী সমানগুণরূপবান। বিশুদ্ধ স্ফটিকপ্রভ রক্তকমলদললোচন নীলপট্টধর স্নিগ্ধ দিব্যভূষণ বস্ত্রমাল্যালঙ্কৃত সদা মধুপানে আসক্ত মত্ততানিবন্ধন আঘূর্ণিত নেত্র হলায়ুধ দেব সংকর্ষণ রেবতীর সহিত অধিষ্ঠিত আছেন। ৩৩ । । ৩৪ । প্রাচীরের দক্ষিণভাগে মনোহর উদ্যান মধ্যস্থলে । ৩৫ । সন্তানবৃক্ষ মূলে পরম মোহন মন্দির বিরাজিত,

তন্মধ্যে মণিমাণিক্য খচিত দিব্য সিংহাসন শোভা পাইতেছে ।৩৬। তদুপরি ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য সমূহের সাররসান্বিত কৃষ্ণাঞ্জনপুঞ্জকান্তি অরবিন্দদলেক্ষণ দিব্যবেশভুষাভুষিত দিব্য গন্ধানুলেপনে বিলিপ্তাঙ্গ জগন্মোহন অশেষ সৌন্দর্য্যে অপরূপ কলেবর প্রদ্যুম্ন (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তনয় মদন) দেব পত্নী রতির সহিত সঙ্গত হইয়া সুখে অবস্থান করিতেছেন ।৩৭।৩৮। পূর্ব্ব উদ্যানে কল্পদ্রুমসমাশ্রিত মহারণ্য শোভা পাইতেছে ; ।৩৯। তাহার অধোদেশে স্বর্ণমণ্ডপে মণ্ডিত মহাপীঠ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তদভ্যন্তরে সমুজ্জ্বল দিব্য সিংহাসন অধিষ্ঠাপিত আছে।৪০। উক্ত সিংহাসনে পরমানন্দময় ঘনশ্যাম সুস্নিগ্ধকান্তি নীলকুন্তল নীলোৎপলদলের ন্যায় স্নিগ্ধ চারু ও চঞ্চল লোচন শোভিত উন্নত বক্র সুন্দর ভ্রূলতা রাজিত সুকপোল সুনাসিক (অর্থাৎ সুন্দর নাসিকা বিশিষ্ট) সুগ্রীব (অর্থাৎ শোভন গ্রীবাবান্) সুন্দরোরস্ক মনোহর অপেক্ষা মনোহর (বা মনোহরেরও মনোহর কিরীটধারীকুণ্ডলালঙ্কৃত কণ্ঠভূষাবিভূষিত মনোহর নুপুর মাধুরীচ্ছটায় অপূর্ব্ব সুষমাবিশোভিত প্রিয় সেবকারাধ্য সঙ্গীতপ্রিয় পূর্ণব্রহ্মরসানন্দময়শুদ্ধসত্বস্বরূপ জগৎপতি শ্রীমান্ অনিরুদ্ধ (প্রদ্যুম্ন পুত্র) ঊষাদেবীর সহিত বিরাজমান আছেন।৪১।৪২।৪৩।৪৪। তাঁহার উদ্দেশে অন্তরীক্ষে সমস্ত ঈশ্বর অর্থাৎ অনিমাদি ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট মহাত্মগণেরও ঈশ্বর (অর্থাৎ প্রভু) স্বরূপ।৪৫। স্বয়ং অনাদি কিন্তু সকলের আদিভূত চিদ্রূপ চিদানন্দপর প্রভু (অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিময়) ত্রিগুণাতীত অব্যক্ত নিত্য অক্ষর (অর্থাৎ ক্ষয়বিহীন) অব্যয় নবীননীরদকান্তির ন্যায় মধুর সুন্দর শ্যাম বিগ্রহ নীল কুঞ্চিত

সুস্নিগ্ধকেশপাশে নিতান্ত সুন্দর অরবিন্দদলের ন্যায় স্নিগ্ধ সুদীর্ঘ চারু নেত্রবিশিষ্ট কিরীট কুণ্ডল প্রভায় ত্রিভুবনমোহন চতুর্ভুজে ধৃত চক্র,পদ্ম,গদা ও শঙ্খ শোভায় বিভাসিত কঙ্কণ অঙ্গদ,কেয়ূর,কিঙ্কিণী ও মঞ্জুল নূপুরে বিভূষিত শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণিধারী শোভাময় বনমালালঙ্কৃত মনোহর মুক্তা ফলের মহাহারে প্রদীপ্তবক্ষঃস্থল হেমাম্বর- (হেমের ন্যায় পীতবর্ণ অথবা সুবর্ণ তন্তু অর্থাৎ জরীদ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্র) ধর গরুড়বাহন লক্ষ্মী ও সরস্বতী কর্ত্তৃক আশ্রিতোভয় পার্শ্ব পূর্ণ ব্রহ্ম সুখৈশ্চর্য্য বিশিষ্ট অনন্ত মাধুর্য্য রসান্বিত মুনীন্দ্রগণ স্তূয়মান প্রিয় পারিষদে আবৃত সর্ব্বকারণভূত বিশ্বপতি- যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিবে।৪৬। ৪৭। ৪৮।৪৯ ৫০। ৫১। ৫২। আধার তাহার নিম্নভাগে পাতাল প্রদেশে শক্তির অধিষ্ঠান। ৫৩। তথায় মণিমণ্ডপের মধ্যে উজ্জ্বল মণিময় সিংহাসন বিরাজিত। তদুপরি প্রভুর রূপধ্যানতৎ- পর শ্রীযুক্ত অনন্ত দেবকে হৃদয়পটে চিত্রিত করিয়া চিন্তা করিবে। ৫৪। সেই স্থলের অভ্যন্তরেই স্ফটিকাদি নির্ম্মিত উন্নত মনোহর প্রাচীর চতুর্দ্দিকে তাহারপ্রতিভা বিকীর্ণহইয়া কি উজ্জ্বল শোভাই হইয়াছে। ৫৫। তত্রত্য পুষ্পসৌরভে ত্রিজগৎ মুগ্ধীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর পুরোভাগে বিধি, সুরেন্দ্র ও শঙ্করাদি সমস্ত দেবগণ। ৫৬। স্ব স্ব ভুষণ ও বাহন সমন্বিত হইয়া মনোহর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করত অপেক্ষা করিতেছেন। ত্রিভুবনই যেন উৎসুক হইয়া তদীয় চরণে যথেপ্সিত বর প্রার্থনা করি- তেছে। ৫৭। দক্ষিণ পার্শ্বে শুদ্ধসত্ত্বান্বিতাত্মা [অর্থাৎ যাঁহার আত্মায় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে রজঃ ও তমো-

গুণের লেশ মাত্র নাই] মুনিবৃন্দ ভক্তি পরায়ণ হইয়া কেবল বিষ্ণুভক্তিরূপ সাধনেই [অর্থাৎ ভক্তিমার্গ আশ্রয় পূর্ব্বক] ধর্ম্ম কামনা করিতেছেন। ৫৮। পশ্চাদ্-ভাগে মহাত্মা সনক প্রভৃতি আত্মারাম [অর্থাৎ যাঁহারা কেবল অন্তরাত্মায় অনন্ত সুখে ক্রীড়া করত শান্তি সম্ভোগ করেন এবং বাহ্য জ্ঞান হইতে বিরত হইয়াছেন] চিদ্রূপ [অর্থাৎ জ্ঞানময়] তদীয় মূর্ত্তিতেই স্ফূর্ত্তিমান্ যোগীন্দ্রবৃন্দ হৃদয়ে নারায়ণবিষ্ণুধ্যানপরায়ণ ও নাসিকাগ্রে ন্যস্তলোচন হইয়া হৃদয়, বুদ্ধি ও কায় সহকারে প্রভুর প্রতি অহৈতুক [অর্থাৎ অকারণ,—কোন ভবিষ্য ফল কামনা না করিয়া] ভক্তি করিয়া থাকেন। ৫৯। ৬০। বাম অংশে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষঃ,বিদ্যাধরাদি ও সস্ত্রীক অপ্সরোবর্গ নিত্য সঙ্গীত বিধান করে॥ ৬১॥

কৃষ্ণলালসাপর হইয়া সকলে তদীয় চরণ ভজনাপূর্ব্বক নিজ নিজ মনোগত সিদ্ধি প্রার্থনা করিতেছেন। তাহার অগ্রভাগে প্রহ্লাদ, নারদ, কুমার [অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষীয়] শুক প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ও জনকাদি জীবন্মুক্ত মহাত্মনিচয় অন্তরীক্ষে সুখাসনে আসীন হইয়া ভাবগদ্‌গদ সততস্ফূর্ত্তির পর পুলকিত কলেবর সুবিকাশিত প্রেমসমাকুল ও রহস্যা-মৃতসংসিক্তভাবে যুগ্মাক্ষর [অর্থাৎ দুইটী অক্ষরে গঠিত] বিষ্ণু মন্ত্র জপ করিতেছেন॥ ৬২॥ ৬৩॥ ৬৪॥

উক্ত মন্ত্র সমস্ত মন্ত্রের চুড়ামণিস্বরূপ ও সকল মন্ত্রের একেকারণভূত। বিষ্ণুমন্ত্রই সর্ব্বদেবতার মন্ত্র নিচয়ের জীবন। ৬৫। আবার সমস্ত বিষ্ণুমন্ত্রের মধ্যে কৃষ্ণমন্ত্রই কারণ। কৃষ্ণমন্ত্র সমূহের মধ্যে কৈশোরই মন্ত্রহেতু।৬৬। কৈশোরমন্ত্র

সমূহের মধ্যে চূড়ামণি মন্ত্রই হেতুভূত। পূর্ণ প্রেমসুখাবেগ পরিচালিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ভক্ত সাধকগণ উল্লিখিত মন্ত্র হৃদয়ে জপ করেন। ৬৭। এইরূপে জপে সিদ্ধ হইয়া তাঁহারা কোনরূপ ভোগাদি কামনা করেন না, কেবল প্রভুর পাদ-পদ্মে নিশ্চল প্রেমসাধনই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। তাহার বাহ্যদেশে স্ফটিকাদি রচিত উচ্চ প্রাচীর বেষ্টনে মনোহর। ৬৮। চতুর্দ্দিকে সমুজ্জ্বল শ্বেতরক্তাদি কুঙ্কুমে শোভিত লোকপাবন পরমপদ আছে॥ ৬৯॥

উক্ত শ্রেষ্ঠ স্থানের উত্তর দ্বারে কিরীটকুণ্ডল ভূষণে বিভাসিত শঙ্খচক্রকমলায়ুধ গৌরবর্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণু দ্বারপাল রূপে অধিষ্ঠিত আছেন॥ ৭০॥

কিরীটকুণ্ডলাদিশোভিত বনমালালঙ্কৃত গৌরবর্ণ বিষ্ণুই পূর্ব্বদ্বারের দ্বাররক্ষক রূপেই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন॥ ৭১॥

পশ্চিম দ্বারে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণু দ্বাররক্ষী নিযুক্ত আছেন॥ ৭২॥

কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ব্বাহু শঙ্খ চক্রাদিভূষিত ঘোররূপী শ্রীবিষ্ণুই দক্ষিণ দ্বারের রক্ষক। এইরূপে চারিদ্বারের দ্বারপালরূপে শ্রীবিষ্ণুকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করিবে॥ ৭৩॥

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন,ভগবন্ সর্ব্বভূতপতে সর্ব্বাত্মন্ বিশ্ব বিধাত করুণাময় দেবদেব মহাদেব !। ১। আমি ইতিপূর্ব্বেই আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি; কিন্তু প্রভো! অদ্য পুনরায় মৎপ্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিতে হইতেছে। আপনি ত্রৈলোক্যমোহন মন্ত্রও আখ্যান করিয়াছে। ২। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই মহামোহন মূর্ত্তি দেব শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের কোন্ পুন্য বিশেষে তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। আপনি তাহাই বিশদরূপে বিবৃত করুন॥ ৩॥

মহাদেব বলিলেন,—একদা মুনিপ্রবর নারদ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া বীণা বাদন করত নন্দগোকুলে প্রস্থান করিলেন॥ ৪॥

মহাযোগী দেবর্ষি তথায় গিয়া নন্দের আলয়ে বাল্য কালোচিত নৃত্যপরায়ণ যোগেশ্বর বিভু অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিময় অচ্যুতদেবকে দর্শন করিলেন। ৫। দেখিলেন, প্রভু তথায় সুকোমল বসনে আস্তীর্ণ সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কের উপরে শয়ান আছেন এবং গোপকন্যাগণ অনিমেষ লোচনেও সানন্দে তাঁহাকে নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন।৬। প্রভুর অঙ্গ অতীব সুকুমার, আহা! তদীয় দৃষ্টির মাধুর্য্য সুন্দর অপেক্ষাও সুন্দর; নীল অথচ কুটিলকুণ্ডলাবলী ইতস্ততঃ বিত্রস্ত।৭।প্রভুর ঈষৎ-হাস্য দর্শন করিলে বোধহয়, যেন একটী ভ্রমরের উদরাধো-ভাগেপুষ্পমুকুল বিরাজিত; তদীয় প্রভায় সমগ্র ভুবনোদর

প্রতিভাসিত হইতেছে।৮। কিন্তু নারদ প্রভুর দিগম্বর অবলোকন করিয়া নিতান্ত হর্ষিত হইলেন। অনন্তর তিনি গোপতি-নন্দকে সম্ভাষণ করিয়া নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের, জীবন অপেক্ষাও দুর্লভ বক্ষ্যমাণরূপ প্রভুর প্রিয় মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

নারদ কহিলেন,ইহ সংসারে এই শিশুর অতুল প্রভাব কেহই জানেন না। শঙ্কর বিধি প্রভৃতিও এই বালকে শাশ্বতী (অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ যাহার কোন কালে বিচ্ছেদ বা নাশ নাই) রতি কামনা করেন। ১১। এই শিশুর চরিত সকলেরই হর্ষপ্রদ; মাদৃশ ব্যক্তিবর্গ তাহা সানন্দে গান শ্রবণ ও অভিনন্দন করিয়া থাকেন। ১২। তোমার এই অচিন্ত্য প্রভাব বিশিষ্ট সুতে যাহারা স্নিগ্ধ মানস হইবেন, তাঁহাদিগের ভববাধা থাকিবে না ॥ ১৩ ॥

হে সাধুপ্রবর! ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত ভোগাশা ও গৃহকর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার পরিহার পূর্ব্বক একান্তভাবে এই বালকে প্রীতি আচরণ কর। ১৪। এইরূপ কহিয়া, মুনিপুঙ্গব নারদ নন্দভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নন্দ বিষ্ণুবুদ্ধিতে তাঁহাকে অর্চনা করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক বিদায় দিলেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর উক্ত মহাভাগবত ভগবানে নিতান্ত ভক্তি পরায়ণ মুনি চিন্তা করিলেন যে, ইহার পত্নী ভগবতী, রমাদেবী বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া গোপিকারূপ ধারণ করত শার্ঙ্গধন্বার ক্রীড়ার্থ অবশ্য অবতীর্ণা হইবেন, সন্দেহ নাই। ১৬। ১৭। অদ্য আমি ব্রজবাসিগণের গৃহে তাঁহার অনুসন্ধান লইতেছি। মুনিবর মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া অতিথিভাবে ব্রজবাসীদিগের গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিলেন

বল্লবরৃন্দ বিষ্ণুবোধে তাঁহাকে যথোচিত পূজাসৎকার করিতে লাগিল। মুনিবর সমস্ত গোপাদির নন্দনন্দনে পরম আসক্তি অবলোকন করিয়া সকলকেই মনে মনে প্রণাম করিলেন। বিশেষতঃ তিনি গোপাল নিচয়ের গৃহে অদ্ভুতরূপিণী বহুতর বালিকা দর্শন করিলেন। ১৮। ১৯। ২০।

দেবর্ষি উক্ত কন্যাগণকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে বিচার করিলেন, ইহারা সকলেই নারায়ণী, তাহাতে কোন সংশয় নাই। অতঃপর ধীমান্ ঋষিশ্রেষ্ঠ নন্দমিত্র মহাত্মা ভানুনামক কোন গোপ প্রবরের মহৎগৃহে প্রবেশ করিলেন। মহামনাঃ দেবর্ষি ভানুর যথাবিহিত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, সাধো! তুমি স্বীয় ধর্ম্মনিষ্ঠতা দ্বারাই ভুবনে বিখ্যাত হইয়াছ; অতএব আমি তোমার ধনপুত্রাদি সমৃদ্ধি কামনা করি। ২১। ২২। ২৩। তোমার কি কোন যোগ্য পুত্র অথবা শুভলক্ষণা কন্যা আছে? তাহাহইলে তদ্দ্বারা তোমার অখিল কীর্ত্তি ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইবে ২৪॥

মুনির বাক্যানুসারে তাঁহার দর্শনার্থ মহাতেজস্বী স্বীয় পুত্রটীকে আনিয়া নারদকে অভিনন্দন করাইলেন। ২৫। মুনিবর ভূতলে অতুলরূপবান্ কমলদলবিশাললোচন সুগ্রীব সুন্দরভ্রূ চারুদন্ত চারুবর্ণ আয়তচারুভুজ ঈষদ্গৌরতনু চারু-কটি সেই বালককে দর্শন করিয়া রামকৃষ্ণসদৃশ প্রেম সহ-কারে তাহাকে স্বীয় ক্রোড়ে আরোপিত করিলেন। অনন্তর বাহুযুগলের দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ২৬। ২৭। ২৮। তৎপরে উক্ত মহামুনি সপ্রণয়ে গদ্গদস্বরে কহিলেন, তোমার এই শিশু রাম ও কৃষ্ণের পরম সখা হইবে। ২৯। অপিচ তোমার তনয় অতী-

অতন্দ্র (অর্থাৎ আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক) হইয়া অহর্নিশ পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতৃযুগলের সহিত বিহার করিবে। ততঃপর মুনি-পুঙ্গব! সেই গোপপ্রবরকে সম্ভাষণ করিয়া।৩০।যখন গমনো-দ্যত হইলেন, তখন ভানু কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার দেব-পত্নীসমা এক কন্যা আছে। ৩১। সে এই শিশুর কনিষ্ঠা, এবং জড়, অন্ধ ও বধির। হে ভগবত্তম! আমি তাহার স্নেহে আবদ্ধ হইয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, ৩২। আপনি প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা ঐ বালিকাকে সুস্থিরা করুন। নারদ এই কথা শুনিয়া কৌতুকী ও হৃষ্টমনা হইয়া। ৩৩। তাহাকে আনয়ন কর, এইরূপ আদেশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উপবেশন করিলেন। ৩৪। ভানুও অতিস্নেহে বিহ্বলমানস হইয়া ঐ কন্যাকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিনম্রভাবে মুনি-সমীপে আনয়ন করিলেন। ৩৫। অনন্তর কৃষ্ণের অতিপ্রিয় ভাগবতশ্রেষ্ঠ মুনি সেই কন্যার অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া অননুভবনীয় রসে মুগ্ধ হইয়া ভগবান হরির প্রেম-রূপ আনন্দসাগরে নিমগ্ন ও ক্ষণকালের জন্য নিশ্চেষ্ট হই-লেন। তদনন্তর মহাবুদ্ধি মুনি প্রতিবুদ্ধ হইয়া লোচনদ্বয় উন্মী-লন পূর্ব্বক ৩৬।৩৭।৩৮। মহাবিস্ময়াপন্ন ও নিস্তব্ধ হইলেন, এবং অন্তরে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,।৩৯। সকল লোকে-রই ভ্রান্তি আছে। আমি স্বচ্ছন্দচারী, কিন্তু কুত্রাপি এরূপ রূপ অবলোকন করি নাই।৪০। ব্রহ্মলোকে রুদ্রলোকে বিষ্ণু-লোকেও আমার গতি আছে। কোনস্থানেই ইহার শোভার কোটি অংশের একাংশও দর্শন করি নাই।৪১। যাঁহার রূপে সমস্ত চরাচর মুগ্ধ হয়, সেই শৈলেন্দ্রনন্দিনী ভগবতী মহা-মায়াকেও দর্শন করিয়াছি। ৪২। তিনিও ইহাঁর সুকুমার

অঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করেন না। লক্ষ্মী, স্বরস্বতী ও অপরাপর সুন্দরীগণও ।৪৩। ইহার শোভার ছায়ার সদৃশও নহেন। বিষ্ণুর যে মোহন রূপে মহাদেব বিমোহিত হইয়াছিলেন,।৪৪। আমি তাহাও দেখিয়াছি, কিন্তু সেসকল রূপও ইহার সদৃশ নহে। অতএব ইনি কে,এইরূপ ইহাঁর তত্ত্ব অবগত হইতে আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। ৪৫। অন্য কেহই ইহাঁর স্বরূপ অবগত নহে। ইনি হরির প্রেয়সী। ইহাঁর দর্শন মাত্রেই গোবিন্দচরণাম্বুজে যেরূপ প্রেম হইয়াছিল,। ৪৬। তদ্রূপ প্রেম আর কখনই উদিত হয় নাই। ভগবতি! আপনাকে নির্জনে একান্তমনে প্রণাম করি আমাকে নিজের বৈভব প্রদর্শন করুন। ৪৭। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ অনুভব করেন। মুনি এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই গোপপ্রবর ভানুকে অন্য স্থানে প্রেরণ পূর্ব্বক। ৪৮। নির্জ্জনে দিব্যরূপিণী বালিকাকে বক্ষ্যমাণপ্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন ।৪৯। অয়ি দেবী মহাভাগে মহেশ্বরি মহাপ্রভে মহামোহনদিব্যাঙ্গি মহামাধুর্য্যবর্ষিণি মহারসানন্দসিঞ্চিনি কৃতমানসে! তুমি মহাভাগে আমার দর্শন পথে উপস্থিত হইয়াছ। হে দেবি! তোমার দৃষ্টি অন্তরের নিত্য সুখদায়িনী ।৫০।৫১। তুমি মহানন্দপরিতৃপ্তান্তরা। তোমার প্রসন্নমধুর সুস্নিগ্ধ বদনসৌন্দর্য্য অন্তরের মহানন্দ প্রকাশ করিয়া দিতেছে। দেবি শোভনে! তুমিই শক্তি। রজোগুণ প্রকাশই তোমার লীলা ।৫২।৫৩। তুমি ঐ গুণে অধিষ্ঠিতা হইয়াই সৃষ্টিস্থিতি সমাহার রূপিণী হও। তুমিই বিচিত্রসন্ধামশক্তি পরা বিদ্যা। ৫৪। তুমিই পরমানন্দসন্দোহধারিণী বৈষ্ণবী শক্তি তোমার বিভব অতীব আশ্চর্য্য। ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণও তোমার

মহিমা অবগত নহেন। ৫৫। যোগীন্দ্রগণ সর্ব্বকাল ধ্যানেও তোমার দর্শন প্রাপ্ত হয়েন না। তুমিই জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তি রূপিণী। ৫৬। ঐ সকল শক্তি তোমারই অংশভূত। বালরূপী পরমেশ্বর বিষ্ণুর নিত্য বিভূতি সকল তোমারই অংশাংশ। ঈশ্বরি! তুমি নিশ্চয়ই আনন্দরূপিণী শক্তি। ৫৭। ৫৮। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই বৃন্দাবনে তোমার সহিত লীলা করিবেন। তুমি এই কৌমার রূপেই বিশ্ব-বিমোহিনী। ৫৯। এই তরুণ বয়সেই তোমার কি অব্যয় রূপলাবণ্য। ৬০। ভগবতি মহেশ্বরি! এই আশ্রিত প্রণত জনের সম্বন্ধে নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর। ৬১। মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে মহানন্দময়ী মহামহেশ্বরী শুভদর্শনা ভগবতীকে নমস্কার পূর্ব্বক পরমে-শ্বরীর অত্যদ্ভুত রূপলাবণ্য দর্শন করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ প্রকারে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। ৬২। ৬৩। হে মনোহারিন্ কৃষ্ণ তোমার জয় হউক। হে বৃন্দাবনপ্রিয়! তুমি জয়যুক্ত হও। হে কেলিকলাভিজ্ঞ! তোমার জয়, হে আনন্দ বিহ্বল! তোমার জয়, হে নীলনীরদাভাস! তোমার জয়, হে পীতবরাম্বর! তোমার জয়, ।৬৪। হে মন্দারমালাধর তোমার জয়, হে মন্দস্মিতানন! তোমার জয়, হে ললিত ভ্রুভঙ্গ-শালিন্ তোমার জয়, হে বেণুবাদন-কার্য্যলোক মনোহারিন্! তোমার জয়। ৬৫। হে ময়ূরপিচ্ছকৃতশিরোভূষণ গোপী-মানস-বিমোহন! তোমার জয়, হে কুঙ্কুমবিলিপ্তাঙ্গ রত্ন-বিভূষণ! তোমার জয়। ৬৬। আমি কখন তোমার প্রসাদে মনোহর শরীরশোভাসম্পন্ন দিব্যরূপিণী এই কামিনীর সহিত তোমার জগজ্জনমনোমোহন কৈশোর বিহার বিলোকন

করিব। এইরূপ কীর্ত্তন করিতে করিতেই সেই বালা তৎক্ষণাৎ ললিত হইতেও ললিত চতুর্দ্দশবর্ষীয়া যুবতীর ন্যায় অপূর্ব্ব দিব্য কান্তি ধারণ করিলেন। ৬৭। ৬৮। ৬৯। তৎকালেই সমানবয়োরূপগুণসম্পন্না ব্রজবালিকা সকল দিব্য ভূষণ-বসন-মালা সমাবৃত হইয়া আগমন পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল।৭০। মুনীন্দ্রও তদ্দর্শনে অতীব বিস্ময়াপন্ন ও নিশ্চেষ্ট লইলেন। একবালিকা করুণাবশে বয়স্যা ভগবতীর চরণাম্বুকণা দ্বারা মুনিকে অভিষিক্ত করতঃ সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বযোগেশ্বরেশ্বর মহাভাগ মুনিপ্রবর! তুমি নিশ্চয়ই ভক্তের কামনা পূর্ণকারী ভগবান্ হরিকে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে আরাধনা করিয়াছ। ৭১। ৭২। ৭৩। সিদ্ধগণ মুনিগণ ও ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ এবং অপরাপর ভগবদ্ভক্তগণের দুর্দর্শনীয়া দুরারাধ্যা।৭৪। অত্যদ্ভুত বয়োরূপমোহিনী হরিবল্লভা এই ভগবতী অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যক্রমে তোমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলেন। ৭৫। হে দেবর্ষে! উত্থিত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই ভগবতীকে প্রদক্ষিণ ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম কর।৭৬। ঐ দেখ, চারুকলেবরা অত্যন্ত ব্যাকুলার ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন, নিশ্চয়ই মুহূর্ত্তমধ্যেই অন্তর্হিতা হইবেন। ৭৭। হে ব্রহ্মবি ন্দ! ইহার সহিত আর কখনই তোমার সাক্ষাৎ বা আলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ৭৮। কিন্তু বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন গিরি সমীপে সুষমাখ্য তরুতলে সর্ব্বকাল সুপুষ্পাঢ্যা সর্ব্বদিগ্ব্যাপিসৌরভা যে শুভ্রা অশোকলতা বিরাজিত আছে, তাহারই মূলদেশে মধ্যরাত্রে পুনর্ব্বার আমাদিগের দর্শন প্রাপ্ত হইবে।৭৯।৮০। স্নেহবিক্লবান্তরা সেই বালাগণের

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণতি পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেই সেই ভগবতী পূর্ব্ববৎ বালিকারূপা হইলেন। তখন মুনি তাঁহাকে তদ্বুদ্ধিতে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিয়া৮১।৮২এবং তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। এবং মুহূর্ত্তদ্বয় সেই নির্ম্মাণ-শোভনা বালাকে দর্শন পূর্ব্বক ভানুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সর্ব্বশোভনা সচ্চরিত্রা তোমার এই বালিকা দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য। ৮৩। ৮৪। যাহার গৃহ ইহাঁর পাদচিহ্ন দ্বারা বিভূষিত, তথায় দেবাদিদেব নারায়ণ সর্ব্বদেবগণের সহিত৮৫লক্ষ্মী ও সকল সিদ্ধির সহিত অবস্থিতি করেন। অতএব হে সত্তম! এই বরারোহকে দেবীর ন্যায় যত্নপূর্ব্বক গৃহে রক্ষা কর। ৮৬। ইহা বলিয়া ভগবদ্ভক্ত মুনি তাহাকে মনেমনে প্রণাম করিয়া তাঁহার রূপ অনুধ্যান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ৮৭। অনন্তর মুনিপুঙ্গব গহন বনমধ্যে অশোকলতিকামূলে উপস্থিত হইয়া।৮৮। দেবীগণের রাত্রি-কালে তথায় আগমন প্রতীক্ষা করতঃ কৃষ্ণবল্লভার চিন্তা-পূর্ব্বক প্রেমবিহ্বল চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৮৯। পূর্ব্বদৃষ্ট ও অন্যান্য যুবতীগণ মধ্য নিশাভাগে বিচিত্রাভরণ-মাল্যবিভূষিত হইয়া আগমন করিলে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া মুনি সম্ভ্রান্তচিত্তে ভূপতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ৯০। তাঁহারা মুনির নিকট দিয়াই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ৯১। মুনি তৎকালে তাঁহাদিগের রূপলা-বণ্যশোভায় বিমুগ্ধ হওয়াতে জিজ্ঞাস্যসত্ত্বেও নিজের অভি-মত ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইলেন। ৯২। তাঁহাদিগের মধ্যে অশোকমালিনী অশোকবনদেবতা নাম্নী যুবতী করুণা-

ন্বিত হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত বিস্ময়সম্ভ্রমান্বিত ভক্তিভাবানতগ্রীব মুনিশ্রেষ্ঠকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,মহামুনে! আমি রক্তাম্বরধারিণী রক্তমাল্যানুলেপনে অনুলিপ্তা রক্তসিন্দুরশোভিতা রক্তপদ্মাবতংসিনী রক্তমাণিক্য-কেয়ূর-মুকুটাদিবিভূষিতা হইয়া নিত্য এই বনে অশোকলতিকামূলে বাস করি।৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। একদা বসন্তোৎসবে গোপকন্যাগণ বিচিত্রবসনাদিভূষিত হইয়া প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারার্থ এই স্থানে মিলিত হইল। ৯৭। আমিও রমারূপা সেই গোপবালিকাগণের সহিত অশোকমালা দ্বারা গোপবেশধারী হরির সম্যক্ অর্চ্চনা করিলাম।৯৮ তদবধি নিত্যই ইহাদিগের মধ্যে অবস্থান করি ও পরমহংসগণের প্রিয় রমাপতিকে বিবিধভূষণ দ্বারা পূজা করি। মুনে! তাঁহার প্রসাদে আমি সকলই জানিতে পারি। আমি গোপ ও গোপিকাগণেরও রহস্য অবগত আছি। ৯৯। ১০০। তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ও আমার অন্তরে প্রতিভাত হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! তুমি সেই অদ্ভুতাকারা অদ্ভুতানন্দ দায়িনী স্বর্ণবর্ণা হারাদিভূষণভূষিতা লোললোচনা হরির প্রিয়া দেবীকে কিরূপে দর্শন করিবে এবং কি প্রকারেই বা তাঁহার পাদপদ্ম আরাধনা করিবে, ভক্তি সহকারে এই বিষয় চিন্তা করিতেছ। অতএব আমি তোমার নিকট মহাত্মগণের বৃত্তান্ত বর্ণন করিব।১০১।১০২।১০৩হে মুনে! আমি তোমাকে মানস সরোবরে স্নান করিয়া তীব্রতপস্যায় সিদ্ধমন্ত্র জপকারী ঈশ্বর হরির ধ্যানপরায়ণ এবং তাঁহারই চরণাম্বুজলাভাভিলাষী মহাতেজঃসম্পন্ন একসপ্ততিসহস্র সংখ্যক মুনিগণের পার্ব্বতীর সমীপে মহাদেববর্ণিত পরম রহস্য বিষয় বলিব। ১০৪।১০৫।

চতুর্থ অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন, দেবি ! বরাননে ! তুমি যে গোপকন্যা গণের রহস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা বলিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। উগ্রতপা নামেএক দৃঢ়ব্রত মুনি ছিলেন।১। সাগ্নিক সেই ঋষি অগ্নিমধ্যে অদ্ভুত তপস্যা আচরণ করিলেন। এবং পরম জপ্য পঞ্চদশাক্ষরমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।২। ক্লীংকামদেব কৃষ্ণায় স্বাহা ক্লীং,এই, অত্যন্ত সিদ্ধিদায়ক মন্ত্র জপ ও শ্যামলকান্তি রাসোৎসবোন্মত্ত রসাস্বাদনোৎসুক পীতবাসধর বেণুবাদনপরায়ণ নবযৌবনসম্পন্ন এবং করদ্বারা প্রিয়ার আকর্ষণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপ ধ্যানপর সেই মুনি কল্পশতান্তে দেহত্যাগ পূর্ব্বক ৩।৪।৫ সুনন্দ নামক গোপের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। যিনি করে বীণাধারিণী এবং সুনন্দা নামে বিখ্যাত ছিলেন।৬। সত্যতপা নামে অপর এক মহাব্রত মুনি শুষ্কপত্রাহারী হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই মুনি রত্যন্ত কামবীজ পুটিত দশাক্ষর মহামন্ত্র জপ ও চিত্রবেশধর রমাদেবীর কঙ্কণোজ্জ্বল বাহুলতাধারী নৃত্যকারী রসোন্মত্ত ও প্রিয়াশ্লেষণতৎপর তরঙ্গগম্ভীরস্বরে উচ্চহাস্যকারী বেণুবাদনপর বৈজয়ন্তীবিভূষিত স্বেদজলকণসিক্ত বলিতললাটানন হরিকে ধ্যান করিতে করিতে তপস্যাতেই তনুত্যাগ

করিলেন।৭। ৮।৯।১০। ১১। তিনি দশকল্পান্তরে নন্দব্রজে সুভদ্রনামক গোপের কন্যা ভদ্রা নামে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহার পাণিতলে ব্যজন পরিদৃষ্ট হয়। ১২। হবির্ধাম নামে অপর এক মুনি ছিলেন। তিনি ভোজন ত্যাগপূর্ব্বকভগবানের উদ্দেশে তপস্যা করিতে লাগিলেন।১৩। তিনি আশুসিদ্ধিকর শ্রীং হ্রীং হোং হংস ও ইত্যাদি বিংশত্যক্ষর মন্ত্র জপ ও রম্যবৃন্দাবন মধ্যে মাধবীমণ্ডপে চারুপল্লবাস্তরণোপরি উত্তানশায়ী এবং সময়ে সময়ে কামার্থে পীবরস্তনী প্রিয়া কর্ত্তৃক সংচুম্ব্যমান প্রিয়ালিঙ্গনপরায়ণ স্মেরবদন হরির ধ্যান করিতে করিতে বহুসংখ্যক দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক কল্পত্রয়ের পর শারঙ্গ নামক গোপের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতীবশুভলক্ষণা চিত্রকর্ম্মনিপুণা ও বৃন্দাবলী-নামে বিখ্যাতা হয়েন। যাঁহার দন্তে বিচিত্র রক্তবর্ণ বিন্দু দৃষ্ট হয়। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। জাবালি নামে অপর এক ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। তিনি তপস্যা হইতে বিরত হইয়া এই পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে এক অতিবিস্তৃত মহারণ্যে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়া তথায় এক অতি সুশোভনা বাপী দেখিতে পাইলেন।২০। ২১। ঐ বাপীর চতুর্দ্দিক স্ফটিক দ্বারা গ্রথিত,জল অতি সুস্বাদু এবং উহা প্রফুল্লকমল-পরিমলবাহী বায়ু দ্বারা পরিশীলিতা। ২২। তাহার পশ্চিম তটে এক অতি বৃহৎ বটবৃক্ষ বিরাজিত। তিনি তথায় দুশ্চর তপশ্চারিণী তরুণবয়স্কা অতি মনোহর রূপবতী চন্দ্রাংশু-সদৃশাভাসা সর্ব্বাবয়বশোভনা কোন এক তাপসীকে কটিতটে বাম হস্ত স্থাপন এবং দক্ষিণ হস্তে জ্ঞান মুদ্রা ধারণ করিয়া অনিমিষায়ত লোচনে আহারাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুনিশ্চল

ভাবে তপস্যা করিতে দেখিলেন। তদ্দর্শনে কোন বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া সেই স্থানে শতবর্ষ অবস্থান করিলেন। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬ পরে অবসরক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি পূর্ণবিনয়ে আশ্চর্য্যরূপে! তুমি কে এবং কি নিমত্তই বা এই প্রকার তপস্যাচরণ করিতেছ? যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে ঐ বিষয় বল। তখন তীব্রতপশ্চারিণী বালা বলিতে লাগিলেন, আমি যোগিবিমৃগ্যা অতুলা ব্রহ্মবিদ্যা। হরিপদকামনায় এই দুষ্কর তপ করিতেছি। ২৭। ২৮। ২৯। আমি এই ভয়ঙ্কর মহারণ্যে পুরুষোত্তমের ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমি ব্রহ্মানন্দপূর্ণ হইয়াও কৃষ্ণ রতির আশাতে আপনাকে শূন্য বিবেচনা করিতেছি। ইদানী মমতাশূন্য হইয়া এই পুণ্য বাপিকাতেই এই দেহ বিসর্জ্জন করিব। তাঁহার এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সেই মুনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া। ৩০।৩১। ৩২। নির্ব্বেদ আত্মজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণার্পিতচিত্তে পরম প্রীতির সহিত তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া নিজের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।৩৩। তখন সেই তপস্বিনী তাঁহাকে একটি মন্ত্র বলিয়া দিলেন। তিনি সেই মন্ত্র স্মরণ পূর্ব্বক মানস সরোবরে উপস্থিত হইয়া লোকবিস্ময়কর দুশ্চর তপ আরম্ভ করিলেন। ৩৪। এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে সূর্য্যদেবকে দর্শন করতঃ পঞ্চবিংশতিবর্ণক পরম মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভাবগদ্গদ অন্তরে আনন্দরূপী কৃষ্ণের বক্ষ্যমাণ প্রকারে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৩৫। বিচিত্র লীলাগতিতে বেদ মার্গে ভ্রমণকারী ললিত পাদবিন্যাস দ্বারা নূপুরধ্বনিকারী, মনোহর কন্দর্প চেষ্টা দ্বারা সস্মিত অপাঙ্গদৃষ্টিদ্বারা এবং পঞ্চম স্বরে মোহন

রবকারী বিম্বৌষ্ঠপুট চুম্বনকারী মনোজ্ঞ কলালাপী বংশী দ্বারা ব্রজবনিতাগণের শরীর ও মানস হরণকারী গোপ-বনিতাবৃন্দালিঙ্গনতৎপর দিব্যমাল্যাম্বরধর দিব্যগন্ধানু-লিপ্তাঙ্গ শ্যামলাঙ্গশোভা দ্বারা ত্রিজগন্মুগ্ধকারী জগৎপতি এবম্ভুত হরিকে বহুদেহে উপাসনা করিতে করিতে নবকল্পা-ন্তরে দিব্যরূপে গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৬। ৩৭। ৩৮ ৩৯। ৪০। অতি যশস্বী প্রচণ্ড নামক গোপের সুকুমারী শুভাননা কন্যা হইয়া চিত্রগন্ধা নামে বিখ্যাতা হয়েন। ৪১। তিনি নিজাঙ্গসম্ভব গন্ধ দ্বারা দশদিক্ মুগ্ধ করেন। ঐ দেখ, সেই কল্যাণী মধুপানে মত্ত হইয়া অতীব আনন্দে সকলের অঙ্গে পতিত হইতেছেন। ইহার শরীর-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া হরি সকল গোপবালাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহাঁরই আলিঙ্গনে উন্মত্ত হয়েন। ৪২। ৪৩। অপর মুনি সকল সংযত চিত্তে বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক স্মরাদি পঞ্চদশাক্ষর পরম মন্ত্র জপ করিতে করিতে শতবর্ষব্যাপী তপস্যা আচরণ করেন।৪৪।৪৫ সেই সকল মুনিগণ দিব্যবিভূষণধারী দিব্যচিত্রবসনপরিহিত শিখিপিচ্ছমৌলি সব্যজঙ্ঘান্তে দক্ষিণ পদ স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডা-য়মান চারুহস্ত দ্বয়ে পঙ্কজধারী কক্ষদেশসংলগ্নচঞ্চলবেণুবি-শিষ্ট গোপীগণের নয়নমনোহারী পরমাশ্চর্য্যরূপে রঙ্গ মণ্ডপ প্রবিষ্ট গোপীগণ কর্ত্তৃক পুষ্পাবর্ষণ দ্বারা পূজ্যমান শ্রীকৃ-ষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে কল্পান্তে দেহত্যাগ পূর্ব্বক এই বৃন্দাবনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯ ।৫০। ঐ দেখ, যাহাদের কর্ণে রত্ননির্ম্মিত তাড়ঙ্ক কণ্ঠে রত্নমালা ও বেণীতে রত্নপুষ্প শোভা পাইতেছে।৫১। কুশধ্বজ ব্রহ্মর্ষির তনয় শুচিশ্রবা ও সুরণ্ড নামে অপর বেদ পারগ মুনিদ্বয়।৫২।

ওং হ্‌ংস এই অক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া ঊর্দ্ধ্বপদে দুশ্চর তপ আচরণ করেন। এবং গোকুলস্থ দশমাসিক বালকরূপ কন্দর্পতুল্য রূপবান্ সুললিতকলেবর রিঙ্গমান হরির ধ্যান পূর্ব্বক কল্পান্তে জগৎপতি হরিকে প্রাপ্ত হয়েন॥ ৫৩ ।৫৪ ।
৫৫। তাঁহারা উভয়েই অবশেষে সুবীর নামক গোপের পরম ধার্ম্মিক পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের হস্তে শুভ-বাদিনী সারিকা দৃষ্ট হইতেছে। ৫৬। জটিল যজ্ঞপূত ঘৃতাশী ও ককু নামক ইহামূত্রবিষয়ভোগনিস্পৃহ মুনিচতুষ্টয় একান্ত-ভাবে হরির অর্চ্চনা করিয়া বল্লবীপতিকে প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারা জলমধ্যে রমাত্রয়পুটিত উত্তম দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন, এবং বল্লবীগণের সহিত বনে বনে ভ্রমণকারী নৃত্যগীতাদি দ্বারা কন্দর্পরাগবর্দ্ধক চন্দনালিপ্তসর্ব্বাঙ্গ জবা-পুষ্পকৃতাবতংস শিখণ্ডবদ্ধমুকুট নীলপীত পটাবৃত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়াছিলেন। এই সাধন বলে তাহারা শুভলক্ষণা গোপকন্যা হইয়া গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০ ।৬১। এই তাঁহারা রমণীয় ভাবে বিনত দৃষ্টিতে তোমার পুরোভাগে দিব্যমৌক্তিকশোভিত মরকত বলয়ভূষণ করে ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। ৬২। কল্পান্তরে দীর্ঘতপা নামে এক মুনি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩। তাঁহার পুত্র মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত শুক এই আখ্যা লাভ করেন। ৬৪। যিনি জাতমাত্র আশ্রমে বালক-গণ কর্ত্তৃক পাঠ্যমান হইয়া শ্রুতমাত্র বেদবর্ণ সকল অভ্যাস করেন এবং শুকের ন্যায় পাঠ করেন বলিয়া শুক নামে আখ্যাত হয়েন। ৬৫। সেই মহাপ্রাজ্ঞ বালক কৃষ্ণপদ অনু-স্মরণ পূর্ব্বক বাল্যাবস্থাতেই পিতা মাতাকে পরিত্যাগ

পূর্ব্বক বনে গমন করেন। ৬৬। তিনি তথায় অহর্নিশ দিব্য মানস উপচারে অনাহারে গোপরূপী ঈশ্বরের অর্চ্চনা করেন।৬৭। তিনি রমাপুটিত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ ও পরমভাব-সহকারে হেমকদম্বতরুমূলে হেমমণ্ডপিকাতে হেমসিংহা-সনারূঢ় বামহস্ত দ্বারা হেমপুষ্পধারী, দক্ষিণ করে হেম পঙ্কজ ভ্রামণকারী, হেমবর্ণা প্রিয়া কর্ত্তৃক পরিক্লৃপ্তাঙ্গচিত্র, আনন্দপূর্ণ, নিজাশ্রমদর্শী, মুখ্যতমা সমানবয়োগুণশালিনী শুভা তপ্তকাঞ্চনদেহলাবণ্যা একব্রতা একনিষ্ঠা এক-ভাবা নিদ্রোয়মানাক্ষী ও সৌম্যায়তেক্ষণা গোপকন্যাদ্বয়ে সব্যদক্ষিণভাগে অর্চ্চিত হরির অর্চ্চনা করেন। অনন্তর কল্পান্তে তনু পরিহার পূর্ব্বক গোকুলে মহাত্মা উপানন্দের নীলোৎপলদলচ্ছবি কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বনিতা ও পীতশাটীবসনা রক্তচেলি-কাবৃতা শাতকুম্ভঘনস্তনী রক্তসিন্দূরগাত্রাবরণধারিণী স্বর্ণ-কুণ্ডলনির্ভাতগণ্ডদেশা সুশোভনা স্বর্ণপঙ্কজমালাঢ্যা কুঙ্কু-মালিপ্তসুস্তনী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ৬৮। ৬৯।৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। যাঁহার হস্তে হরিকর্ত্তৃক দত্ত চর্ব্বণীয় দৃষ্ট হইতেছে। ইনি বেণুবাদনে অতীব নিপুণা এবং কেশবের অতীব আনন্দদায়িনী।৭৭। হরি একদা ইহাঁর সঙ্গীতে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া ইহাঁর গলদেশে ঐ সুন্দর গুঞ্জাবলি অর্পণ করিয়াছেন।৭৮। শ্বেতকেতুনামক মুনির বেদবেদাঙ্গপারগ পুত্র সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনোহর কৃষ্ণে চিত্তসমর্পণ করেন। ৭৯। এবং একাদশাক্ষর পরম মন্ত্র জপ করিয়া সদাকাল হরির চিন্তায় নিমগ্ন হয়েন। ৮০। ৮১। তিনি কল্পান্তরান্তে সিদ্ধ হইয়া এই বৃন্দাবনে জন্মলাভ

করেন। ইনি কৃশাঙ্গী কুট্মলস্তনী বলিনামক গোপের দুহিতা।৮২। ইহার গলদেশে মুক্তাহার, বসন সূক্ষ্ম ও কৌশেয় নির্ম্মিত, ইহার কটিতটে মুক্তাময় চন্দ্রহার, শরীরে নানাবিধ কঙ্কণাদি আভরণ, শ্রবণযুগলে দিব্য কুণ্ডলদ্বয়, ললাটে কস্তুরীচন্দনাদিকৃতা চিত্রাবলী। এবং ইনি সর্ব্বদাই হরি-চরণ-ধ্যাননিরতা।৮৩।৮৪।৮৫। চন্দ্রপ্রভনামে এক প্রিয়দর্শন রাজা ছিলেন। কৃষ্ণের প্রসাদে তাঁহার এক মধু-রাকৃতি পুত্র হয়।৮৬। তাঁহার নাম চিত্রধ্বজ। তিনি শৈশবাবধি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। রাজা চন্দ্রপ্রভ নিজের সৌম্য সুস্থির পুত্রকে কোন ব্রাহ্মণদ্বারা দ্বাদশবৎসর বয়সেই অষ্টাদশাক্ষর পরম মন্ত্র উপদেশ করাইলেন। এবং সেই শিশুকে মন্ত্রামৃতময় সলিল দ্বারা অভিষেক করাইলেন।৮৭। ৮৮। এই কার্য্য-সম্পাদন-কালেই ভূপতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে কম্পিতকলেবর ও গলদশ্রুধার হইলেন। বালকও সেই দিনেই হরিভক্তস্পর্শে অমলাশয় ও পবিত্রশুভ্রবসনধারী হারনূপুরাদিনানাভূষণবিভূষিতাঙ্গ হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন পূর্ব্বক একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি কি প্রকারে গোপিকামোহন শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিব।৮৯। ৯০।৯১। আমি কিরূপে বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে গোপী-গণের সহিত বিহারপরায়ণ হরির সেবা করিব! প্রতিদিন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বালক অতীব আকুলমতি হইলেন।৯২। অনন্তর একদা স্বপ্নে ঐ আয়তনমধ্যে পরমা বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন। এবং তথায় স্বর্ণপীঠে শিলাময়ী সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা ইন্দীবরশ্যামলা স্নিগ্ধলাবণ্যশালিনী ত্রিভঙ্গললিতাকারা শিখণ্ডাপীড়ভূষণা অধরার্পিতবেণুবাদন-

পরায়ণা বামদক্ষিণে সুন্দরীদ্বয়ে নিষেবিতা চুম্বনাশ্লেষণাদি দ্বারা তাহাদিগের কামবর্দ্ধয়িত্রী এক কৃষ্ণপ্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। চিত্রধ্বজ এবম্ভূত বিলাস পর কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া লজ্জায় অবনত বদনে প্রণাম করিলেন। ৯৭। তখন হরি দক্ষিণপার্শ্বস্থা প্রেয়সীকে কহিলেন, "এই পুরুষের নিজ শরীর দ্বারা ইহাকে তত্তুল্য দিব্য যুবতী রূপে নির্ম্মাণ কর। মৃগলোচনে! তুমি ইহার শরীরকে আত্ম-শরীর হইতে অভিন্নভাবে চিন্তা কর। তাহা হইলে এ ব্যক্তি তোমার অঙ্গতেজস্পৃষ্ট হইয়া তোমার রূপ প্রাপ্ত হইবে।" তখন সেই কৃষ্ণপ্রিয়া চিত্রধ্বজের সমীপস্থা হইয়া নিজাঙ্গ সহ তদঙ্গের অভেদ চিন্তা করিতে করিতে নিজাঙ্গ তেজ দ্বারা তদঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিলেন। ৯৮। ৯৯। ১০০। ১০১। বিপ্রর্ষে! তাঁহার স্তনদ্বয়ের তেজে উহার চারুপীন, পয়োধরদ্বয়, নিতম্ব হইতে মনোহর শ্রোণিবিম্ব, কুণ্ডলতেজ হইতে সুমহোজ্জ্বল কেশপাশ উৎপন্ন হইল। তাঁহার সমস্ত গুণগ্রাম তাহাতে অনুসৃত হইল। তখন হরিবল্লভা নৃপাত্মজকে দীপ হইতে দীপান্তরের ন্যায় নারীদেহ প্রাপ্ত হইতে-দেখিয়া আনন্দে তপোভঙ্গে স্মিতশোভামনোহর অন্তরে নারী-রূপধর চিত্রধ্বজকে প্রীতি পূর্ব্বক করে ধারণ করতঃ হরির নিকটে অর্পণ করিলেন। হরিও করুণা করিয়া নিজ পার্শ্বস্থ প্রেয়সীকে কহিলেন, "প্রিয়ে! ইহাকে যথাভিলষিত সেবায় নিযুক্ত কর।" ১০২। ১০৩। ১০৪। ১০৫। ১০৬। অনন্তর তিনি 'চিত্রকলা' এই নামে প্রথিতা হইলেন। ঐ হরিপ্রিয়া একটী বীণা প্রদান করতঃ তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি অদ্যাবধি আমার প্রাণনাথ হরির নামগানে নিযুক্ত হইয়া মধুরস্বরে

গান করিতে থাক। ১০৭। ১০৮। অনন্তর চিত্রকলা বীণা গ্রহণ পূর্ব্বক মাধবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার ঐ পরম প্রেয়সী দ্বয়ের পাদরজ স্পর্শ করিলেন। ১০৯। এবং তাঁহাদিগের প্রীতিকর সুমধুর গান করিলেন। আনন্দমূর্ত্তি ভগবান ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে গাঢ়তরভাবে আলিঙ্গন করিলেন। ১১০। চিত্রধ্বজ তাহাতে বীতভয় প্রবুদ্ধ ও সুখসুধাম্বুধিনিমগ্ন ও মহাপ্রেমবিহ্বল হইলেন। ১১১। তদবধি তিনি রোদনপর ত্যক্তাহারবিহার এবং পিত্রাদি কর্ত্তৃক আভাষিত হইয়াও নির্ব্বাক্ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১২। এইরূপে একমাস কাল গৃহে অবস্থান করিয়া একদা নিশীথ সময়ে কৃষ্ণগৃহীতচিত্তে বনগমন পূর্ব্বক সুরদুশ্চর প্রগাঢ় তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ১১৩। ঐ তপস্যা করিতে করিতেই মহামতি চিত্রধ্বজ কল্পান্তে দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে বারকোষ নামক গোপের কন্যা চিত্রকলা নামে জন্মগ্রহণ করেন। ১১৪। যাঁহার অংশদেশে সপ্তস্বরবিভূষিতা বীণা দৃষ্ট হইতেছে। ১১৫। তাঁহার বামভাগে দক্ষিণকরে উত্তম রত্নভৃঙ্গার ধারিণী দক্ষিণহস্তে রত্নভূষণভূষিতা যে কামিনী দৃষ্ট হইতেছেন, ইনি পূর্ব্বে তাপসগণ কর্ত্তৃক অভিবন্দিত সর্ব্বধর্ম্মবিৎ কাশ্যপগোত্রসমুদ্ভব পুণ্যশ্রবা নামে মুনি ছিলেন। ১১৬।১১৭। তাঁহার পিতা পরম শৈব ছিলেন। তিনি এক সময়ে ভক্তবৎসল বিশ্বেশ্বর মহাদেবকে রুদ্রের শত নাম শ্রবণ করাইয়াছিলেন। ১১৮। তাহাতে ভগবান্ শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত প্রসন্ন হইয়া চতুর্দ্দশীনিশীথে প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করেন যে। ১১৯। তোমার এক কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ পুত্র উৎপন্ন হইবে। তুমি তাহার অষ্টমবর্ষে উপনয়ন দিয়া তাহাকে

এই সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করিবে।১২০। আমি তোমাকে যে একবিংশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিতেছি,তাহা বাক্‌সিদ্ধিদায়ক বিদ্যা-গোপাল নামক মন্ত্র। ১২১। এই মন্ত্র যিনি সাধন করেন, তাঁহার জিহ্বাগ্রে রসপ্রদ ভগবানের অদ্ভুত লীলাচরিতস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।১২২। ক্লীং হ্রীং শ্রীং ঐং ইন্দ্র দামোদরায় কৃষ্ণায় ইত্যাদি দশাক্ষর এই মন্ত্র তোমাকে অর্পণ করিলাম। এই মন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদি ন্যাস ও ধ্যানাদিও বলিয়া দিতেছি।১২৩। পূর্ণামৃতনিধিমধ্যে জ্যোতির্ম্ময় স্থান চিন্তা করিবে। তন্মধ্যে যমুনা বেষ্টিত বৃন্দাবন বনের চিন্তা করিবে। ঐ বন সকল-ঋতুকুসুমশ্রাবিদ্রুমবল্লীসমাকীর্ণ। ঐ বনে মত্তময়ূর সকল নৃত্য করিয়া থাকে এবং কোকিল ষট্‌পদাদি প্রাণিনিকর মধুর গান করিয়া থাকে। ১২৪। ১২৫। তন্মধ্যে এক মহান্ পারিজাত তরু অবস্থিত। উহা শাখাপ্রশাখাপরিব্যাপ্ত ও শতযোজন উন্নত। ১২৬। তাহারঅতিবিমলমূলে ধেনুমণ্ডল। তদভ্যন্তরে বেণুধারিণী গোপবালাগণের মণ্ডল। তদভ্যন্তরে মদবিহ্বলচিত্ত গন্ধোপায়নপাণি ব্রজসুন্দরীগণের শোভন মনোহর মণ্ডল। ঐ ব্রজবনিতাগণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটা শুক্লবসনপরিধানা শুক্লাভরণভূষিতা প্রেমবিহ্বলিতান্তরা শ্রুতিকণ্যা ও কৃষ্ণগুণগানপরায়ণা।১২৭। ১২৮। ১২৯। তন্মধ্যে কদলীকাননান্তরে নানাস্তরণমণ্ডিত রত্নবেদীতে রাধার বক্ষঃস্থলে শয়ান হরিকে চিন্তা করিবে। ১৩০। তাঁহার বদন ঈষৎ স্মিতযুক্ত ও মনোহর। তাঁহার বাম ভাগে বেণু বিলম্বিত। ঐ বেণুস্পর্শী বামহস্ত দ্বারা দয়িতাকে আলিঙ্গন এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রিয়ার চিবুক স্পর্শ করিতেছেন। তাঁহার শরীর মরকতমণির ন্যায় নীলকান্তি, চক্ষুদ্বয়

নীলোৎপলদলপ্রভ, কটিতটে পীতবসন, মস্তক ময়ূরবর্হ-শোভিত, বক্ষঃস্থলে মুক্তাময় হার। ১৩১। ১৩২। ১৩৩। গণ্ডদেশ মনোহর মকরাকৃতিকুণ্ডলদ্বারা পরিশোভিত, তুলসী-মালা পদপর্য্যন্ত বিলম্বিত; করে কঙ্কণাদিভূষণ সকল, শরীর কাঞ্চীনূপুরাদি নানাবিভূষণে বিমণ্ডিত। তিনি নবযৌবনসমন্বিত সুকুমারাঙ্গ এবং লক্ষ পুরস্ত্রীগণে পরিবৃত। তাঁহার পূজা দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত অপরাপর পূজার সদৃশ। এই বলিয়া গিরিজার সহিত গিরিজাপতি মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। ১৩৪। ১৩৫। ১৩৬। মুনিও গৃহে আগমন পূর্ব্বক যথাকালে পুত্রকে ঐ মন্ত্র উপদেশ করিলেন। পুণ্যশ্রবা তন্মন্ত্র-গ্রহণাবধি কেশবে ভক্তিশালী হইয়া নানাবিধ রূপলাবণ্যবৈদগ্ধ-সৌন্দর্য্যাদিবর্ণিত হরির নিয়ত অনুধ্যান করিতেন। ১৩৭। বালকও ঐ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক বায়ুভক্ষণে অযুতাযুতকল্প তপস্যা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর গোকুলে এক গোপেরগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণেঙ্গিত নিরীক্ষণা লবঙ্গা নামে বিখ্যাতা হয়েন। যাঁহার হস্তে মুখ-মার্জ্জনবস্ত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই আমি তোমাকে কতিপয় প্রধানা কৃষ্ণবল্লভার বিষয় শ্রবণ করাইলাম।১৩৮।১৩৯।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন, তুমি আমাকে যে আশ্চর্য্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ব্রহ্মাদি সকলেই যাহাতে মুগ্ধ হয়েন, আমি সেই অদ্ভুত রহস্য তোমাকে বলিতে সমর্থ নহি। ১। তথাপি মহর্ষি বেদব্যাস অম্বরীষ রাজাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই বলিব। মঙ্গলালয় বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষ রাজা একদা বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক সুখাসীন জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞমহর্ষি বেদব্যাসকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া প্রণতিপুরঃসর স্তব করিতে লাগিলেন। ২। ৩। রাজা কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তম মহাভাগ ঋষিপ্রবর বেদব্যাস! আপনি আমাকে দুস্পার সংসার হইতে পরিত্রাণ করুন। আমি বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়াছি। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মায়াবিবর্জ্জিত শান্ত নির্ম্মল পর পরাকাশরূপ অনাকাশ অনাময় ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যাঁহারা ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়েন, আমি সেই সকল মুনিগনের চরণে শত শত প্রণাম করি। যে স্থানে মহামহর্ষিগণের গমন, আমি কি প্রকারে তথায় শাশ্বতী গতিলাভ করিব? ।৪।৫।৬। ব্যাসদেব কহিলেন, রাজন্! তুমি অতি গুপ্ত রহস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি উহা নিজপুত্র শুকদেবকেও বলি নাই। কিন্তু হরিপ্রিয়! তোমাকে ঐ বিষয় বলিব। ৭। হে নৃপ! এই বিশ্ব যাঁহা হইতে উৎপন্ন, যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত এবং অব্যাকৃত অবস্থায় যাঁহাতেই অবস্থান করে; একান্ত ভাবে তাঁহারই অর্চ্চনা

কর। ৮। আমি পূর্ব্বে বহুবর্ষসহস্র ফল মূল পত্র জল ও বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। ৯। তাহাতে ভগবান্ হরি স্বধ্যাননিরত আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অন্তরে সমাগমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহামতে! তুমি কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য এই তপস্যা করিতেছ? । ১০। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ইহাও বলিয়া দিতেছি, আমার দর্শনে সংসারের উপরতি হইয়া থাকে। ১১। তখন আমি আনন্দে পুলকিত শরীর হইয়া বলিলাম, মধুসূদন! আমি আপনাকে চক্ষুর্দ্বারা দর্শনকরিতে অভিলাষ করি। ১২। যিনি সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম, যিনি জগতের কারণ ও ঈশ্বর, যিনি বেদপীঠে সমাসীন, সেই করুণাময় প্রভু আমার দৃষ্টিপথে আগমন করুন। ১৩। ভগবান্ কহিলেন, আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পৃষ্টও প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তোমাকেও তাহাই বলিতেছি। ১৪। আমাকে কেহ প্রকৃতি কেহ পুরুষ কেহ ঈশ্বর কেহ ধর্ম্ম কেহ ধন কেহ মোক্ষ কেহ বিপত্তারণ কেহ শূন্য কেহ ভাব কেহ পরমার্থ কেহ অদৃষ্ট কেহ দেব কেহ শরীর কেহ মন কেহ বুদ্ধি কেহ কাল কেহ মঙ্গলময় কেহ সদাশিব কেহ বেদবিগীত সদ্ভাব বিক্রিয়াহীন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সনাতন পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন। আমারই মায়াতে মোহিত হইয়া লোকে সর্ব্বকালেই সৎপথ হইতে বঞ্চিত হয়। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। যিনি আমার অনুগ্রহ লাভ করেন, তিনিই আমাকে জানিতে পারেন। আমি অদ্য তোমাকে আমার বেদেরও অগম্য স্বরূপ প্রদর্শন করিব। ১৯। হে ভুপ! তদনন্তর আমি বালাম্বুজপ্রভ গোপকন্যাবেষ্টিত, গোপকর্ত্তৃক পরিবৃত হাস্য

কারী গোপবালকরূপী কদম্বমূলস্থিত পীতবাসা অদ্ভুতদর্শনভগবান্ হরিকে দর্শন করিলাম। এবং নবপল্লবমণ্ডিত কোকিল-ভ্রমরারাব মনোভবমনোহর বৃন্দাবন বন দর্শন করিলাম। ইন্দ্রীবরদলপ্রভা কালিন্দী নদীও দর্শন করিলাম।২০।২১।২২। এবং মহেন্দ্রদর্পনাশার্থ কৃষ্ণের বামকরোদ্ধৃত গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দর্শন করিলাম। ঐ ব্যাপার গো ও গোপালগণের অতীব সুখাবহ হইয়াছিল। ২৩। সর্ব্বভূষণভূষিত অবলাসঙ্গমুদিত বেণুবাদনতৎপর গোপালকে দর্শন করিয়া বিতৃষ্ণ হইলাম।২৪। তদনন্তর ভগবান্ স্বয়ং বৃন্দাবনের রহস্য সকল আমাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি আমার এই যে দিব্য সনাতন নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পূর্ণ পদ্মপলাশাক্ষ রূপ দর্শন করিলে, ইহা অপেক্ষা পরতর বস্তু আর নাই। ২৫। ২৬। ইহাকেই বেদ সকল সর্ব্বকারণের কারণ সত্য ব্যাপী পরমানন্দচিদ্ঘন শাশ্বত শিবজনক বলিয়া থাকে। ২৭। আমার মথুরা বৃন্দাবন বন যমুনা গোপকন্যা ও গোপবালকগণকে নিত্য, জানিবে। ২৮। আমার অবতার সকল নিত্য তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় করিবে না। রাধা আমার পরমা প্রিয়া এবং আমি সর্ব্বজ্ঞ ও পরাৎপর। আমাতেই মায়াবিজৃম্ভিত হইয়া এই সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত হয়। ২৯। তদনন্তর আমি জগৎকারণকারণ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সকল গোপীগোপসকল ও এই বৃক্ষাদির স্বরূপ কি? ৩০। এই বন এই সকল কোকিলাদি পক্ষী এই নদী ও এই গিরিই বা কে? এবং এই লোকানন্দৈকভাজন মহাভাগ বেণুই বা কে?৩১। তখন প্রসন্ন বদনাম্বুজ ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলিলেন, গোপ সকল

শ্রুতি ও গোপকন্যা সকল শ্রুতিকন্যা ও দেবকন্যা কেহই মনুষ্য নহে। গোপালগণ বৈকুণ্ঠানন্দমূর্ত্তি মুনি সকল। ৩২।৩৩। এই কদম্ব পরমানন্দভাজন কল্পবৃক্ষ। এবং এই বৃন্দাবন মহাপাতকনাশন আনন্দকল্পাখ্য বন।৩৪। ইহা মহা-পাতকী জনেরও সমস্ত দুঃখহারী। এবং এই কোকিলাদি পক্ষী সকল যে সিদ্ধ সাধ্য ও গন্ধর্ব্বাদি তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ৩৫। যমুনা সাক্ষাৎ চিদানন্দময়ী ও যমভীতিমুৎ। এবং এই ভূধর গোবর্দ্ধন অনাদি হরিদাস। ৩৬। হে বিপ্র! এই বেণুর বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর,ইহা তোমার বিদিত আছে। দেবব্রত নামে কৃতশান্তপমাদিব্রত দ্বারা শান্তমনা কর্ম্মকাণ্ড বিষারদ দান্ত অবৈষ্ণবজনসমূহমধ্যবর্ত্তী ক্রিয়াপর এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ৩৭। ৩৮। তত্রত্য লোক সকল যজ্ঞে-শ্বর শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করিতেন না। ঐ দেবব্রত এবং রাজা ইহারা উভয়েই হরিভক্তিবিমুখ ছিলেন। একদা বেদান্তকৃতনিশ্চয় ঐ দেবব্রত ভুপতির আবাসে গমন করি-লেন। ৩৯। তথায় আমার কোন এক ভক্ত তুলসীদল ও ফলমূলাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ঐ পূজার দ্রব্য কিঞ্চিৎ ঐ দেবব্রতকে প্রদান করেন। দেবব্রত অশ্রদ্ধা-পূর্ব্বক হাস্যকরিয়া তাঁহার নিকট হইতে ঐ দ্রব্য গ্রহণ করেন। ৪০। ৪১। সেই পাপেই দেবব্রতের অতিদারুণ বেণুত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং আমার প্রিয় ঐ সেবকের পূর্ব্বোক্ত পুণ্যে রাজত্ব প্রাপ্তি হয়। তিনি এখনও রাজা হইয়া কেতুমালে প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরে যুগান্তে বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবেন।৪২। ৪৩। দুরাশয় ব্যক্তিগণ সুরেন্দ্র-নাগেন্দ্র-মুনীন্দ্র সংস্তুতা মনোরমা সনাতনী মথুরাপুরীর তত্ত্ব অবগত

হইতে পারে না।৪৪। এই পৃথিবীতে যদিও কাশ্যাদি অনেক পুরী আছে। তাহাদের সকলের মধ্যে মথুরাই ধন্যা। যে মথুরা জীবের জন্ম উপনয়ন ব্রত ও মৃত্যুরূপ অবস্থাচতুষ্টয় হইতে মুক্তিপ্রদান করে। ৪৫। জীব যখন বিষয়বাসনাদি পরিত্যাগে বিশুদ্ধ ও নিরন্তর ধ্যানপরায়ণ হইয়া নির্ম্মল চিত্ত হয়েন, তখনই এই উত্তমপুরীর দর্শন হয়। তদ্ভিন্ন শত-কল্পেও ইহার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।৪৬। মথুরাবাসিগণ সকলে চতুর্ভুজ অনন্যমহিমা ধন্য : দেবতাগণেরও মান্য। ৪৭। যে লোক মথুরাবাসীর উ দোষারোপ করে, সে স্বয়ং জন্মমৃত্যুসহস্রদ দোষে দূষিত হয়। ৪৮। যেব্যক্তি সেই মথুরার ধ্যান করে সে অধন্য হইলেও ধন্য। প্রাণিগণের মোক্ষপ্রদ ভূতেশ্বর মহাদেব স্বয়ং মথুরাতেই বাস করেন। ৪৯। আমার প্রিয়তম ভূতেশ্বর মহাদেব আমার প্রতিপ্রীতি হেতু ঐ মথুরাপুরী পরিত্যাগ করেন না। ৫০। যে ব্যক্তি ঐ ভূতেশ্বরকে পূজা বা প্রণাম না করেন, অথবা হৃষ্টচিত্তে তাঁহার চরিত শ্রবণ না করেন, যিনি পরদেবতাখ্য স্বয়ং-প্রকাশ আমার এই পরমভক্ত শিবকে পূজা না করেন, সেই পাপপুরুষ কি প্রকারে আমাতে ভক্তিলাভ করিবে।৫১।৫২। যে জীবগণ মায়াতে মোহিত হইয়া আমার ভক্ত ভূতেশ্বর মহাদেবের স্তব পূজা ও প্রণাম না করিয়া আমারপূজা করিতে চেষ্টা করে, তাহার সে পূজা নিষ্ফল হয়। ৫৩। পিঞ্জর নামক এক বালক ঐ মথুরাতে ভূতপতির আরাধনা করিয়া অন্যের অপ্রাপ্য নির্ম্মল পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অন্ধই হউক খঞ্জই হউক যে ব্যক্তি জ্ঞানিগণেরও সুদুর্লভা মথুরাপুরীতে প্রাণত্যাগ করে,তাহার সদ্গতি হয়। হে বেদ-

ব্যাস! তুমি আমার অংশ, এই কারণে আমি তোমার নিকট এই সকল বেদের অগম্য গুহ্য রহস্য প্রকাশ করিলাম। ৫৪। ৫৫। ৫৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, একদা ভগবৎপ্রিয় উদ্ধব নির্জ্জনে পার্ষদ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! গোবিন্দ যে নিত্যসুখাস্পদ নিত্যধামে গোপাঙ্গণাগণের সহিত ক্রীড়া করেন, সেই স্থান কোথায় এবং কীদৃশ? ১। ২। তাঁহার ক্রীড়িত বৃত্তান্ত এবং অপরাপর অদ্ভুত বৃত্তান্ত সকল অনুগ্রহ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক। ৩। সনৎকুমার কহিলেন, একদা ভ্রমণাবসানে কোন একটি বৃক্ষতলে ভগবান্ পার্ষদগণের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। অর্জ্জুনও পরিশ্রান্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ঐ বিষয়ে অর্জ্জুনের সহিত ভগবানের যে কথোপকথন হইয়াছিল এবং আমি ভগবানের নিকট হইতে যাহা যাহা অদ্ভুত শ্রবণ করিয়াছি, তাহা অদ্য তোমাকে শ্রবণ করাইব। তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। কিন্তু এই রহস্য কুত্রাপি প্রকাশ্য নহে। ৪। ৫। ৬। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃপাম্ভোধে! আপনি কৃপা করিয়া আপনার অপর ভক্তের অদৃষ্ট ও অশ্রুত বিষয় সকল বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। ৭। কিন্তু প্রভো! এক্ষণে পূর্ব্বকথিত আপ-

নার প্রিয় গোপিকাগণের বিভাগ, সংখ্যা, নাম, কর্ম্ম, বয়স, ব্যবহার ও বেশাদির বিষয় বর্ণন করুন।৮।৯।এবং তাহাদিগের সহিত নিত্যসুখদায়ক-বিহারার্থ কোন্ স্থানে কোন্ বনে কিরূপ আচরণ করেন,তাহাও বলুন। ১০। এবং সেই নিত্য স্থানই বা কীদৃশ, কৃপা করিয়া তাহাও বলুন। হে আর্ত্তার্ত্তিহর ভগবন্! আমি আপনার নিকট এই যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম,সেই সকল গুহ্য বিষয় বলিতে আজ্ঞা হউক। ১১। ১২। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমার বিহারের স্থান বিহার এবং বল্লভাগণ এরূপ ভাবের, যাহা প্রাণসম প্রিয়জনের নিকটও প্রকাশ্য নহে। ১৩। হে বৎস! আমি ঐ বিষয় বলিলেই তোমার দর্শনে উৎকণ্ঠা হইবে। ঐ স্থান লক্ষ্ম্যাদিরও অদৃশ্য; পুরুষের ত কথাই নাই। অতএব হে বৎস! ক্ষান্ত হও, না শুনিলেই বা তোমার ক্ষতি কি? ১৪। ভগবানের এই প্রকার সুদারুণ বাক্য শ্রবণকরিয়া অর্জ্জুন দীনভাবে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন। ১৫। তখন ভক্তবৎসল ভগবান ঈষৎ হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে হস্ত দ্বারায় উত্তোলন পূর্ব্বক প্রীতিসহকারে কহিলেন,।১৬।যাহা বলিলেই দর্শনের ইচ্ছা হয়, তাহা বলিয়া ফল কি? তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-কারিণী ভগবতী ত্রিপরসুন্দরীকে ভক্তি পূর্ব্বক আরাধনা করিয়া এই বিষয় তাঁহাকেই নিবেদন কর। ১৭। ১৮। তাহার পূজা ব্যতিরেকে আমি তোমাকেই পদ প্রদান করিতে পারি না। পার্থ ভগবানের এই বাক্যশ্রবণে পরম হর্ষা-ন্বিত হইয়া শ্রীমতী ত্রিপুরাদেবীর পাদুকাতলে গমন করি-লেন। তথায় উপস্থিত হইয়া নানাবিধ বিচিত্র রত্ন দ্বারা উপশোভিতা শুক-কোকিল-শারিকা- কপোত-লীলাচকোর

ও অন্যান্য পক্ষী দ্বারা নিনাদিতা, শ্রীচিন্তামণিবেদিকা দর্শন করিলেন। যে স্থানে গুঞ্জদ্‌ভ্রমরকোলাহলসমাকুল ভাস্বরমণি ও আলবালদ্বারা মনোহর একটি অদ্ভুত মনোহর শ্রীরত্নমন্দির রহিয়াছে। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। তথায় এক খানি মহামূল্য অতি শোভন সিংহাসন স্থাপিত রহিয়াছে। সেই সিংহাসনে বালসূর্য্যসমপ্রভা নানালঙ্কারভূষিতা নবযৌবন-সম্পন্না শূল পাশ ধনু ও শর দ্বারা ভূষিতভুজচতুষ্টয়া সুপ্র-সন্না মনোহরা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি দেবগণের কিরীটমণিরশ্মি দ্বারা বিরাজিতপদাম্ভোজা অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যশালিনী প্রসন্ন-বদনা বরদা ভক্তবৎসলা দেবী ত্রিপুরসুন্দরী বিরাজিতা। অর্জ্জুন তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পরমভক্তি সহ-কারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। করুণাময়ী ভগবতী তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া তত্তৎস্মরণে বিহ্বলচিত্তা হইয়া, করুণাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি পাত্র বিবেচনা করিয়া এমন কি দুর্লভ বস্তু দান করিয়াছ, অথবা কি যজ্ঞ বা কি তপস্যা করিয়াছ। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮ ২৯। যাহার ফলস্বরূপ ভগবানে এই অচলা ভক্তি লাভ করিয়াছ। অথবা অপর কোন সুদুর্লভ মহৎ শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ, যাহাতে ভগবান্ তোমার প্রতি অনন্য-লভ্য এই প্রসাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। ৩০। ৩১। ভূতল-বাসী মর্ত্ত্যলোকের স্বর্গবাসী দেবতাগণের তপস্বিযোগি-গণের অথবা অপর সকল ভক্তগণের সম্বন্ধে যে প্রসাদ দৃষ্ট হয় না, বিশ্বাত্মা ভগবান্ তোমার প্রতি সেই প্রসাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ৩২। ৩৩। বৎস! এক্ষণে সর্ব্বকাম-প্রদা এই দেবীর সহিত আমার কুলকুণ্ড সরোবরে গমন

কর। এবং তথায় বিধিবৎ স্নান করিয়া সত্বর আগমন কর। পার্থ তচ্ছ্রবণে তাঁহার সহিত তথায় গমন পূর্ব্বক স্নানানন্তর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ৩৪। ৩৫। দেবী স্নান করিয়া প্রত্যাগত অর্জ্জুনকে ন্যাস মুদ্রাদি করাইয়া তাঁহার দক্ষিণকর্ণে সদ্যঃ সিদ্ধকরী পরাবিদ্যা প্রদান করিলেন। ঐ মন্ত্রের সাধন, অনুষ্ঠান, পূজা ও লক্ষসংখ্যক জপাদিও নির্দ্দেশ করিলেন। এবং করবীর কোরকদ্বারা হোমের প্রয়োগাদিও উপদেশ করিলেন। ৩৬। ৩৭। ৩৮। দেবী কৃপা করিয়া নির্জ্জনে ইহাও বলিলেন যে, এইরূপ বিধানে পূজা করিয়া আমার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেই তুমি সেই স্থানে গমন করিতে পারিবে। ভগবান্ পূর্ব্বেই এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। অর্জ্জুন এই কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহার পূজাদি জপ ও হোমাদি সমাধান পূর্ব্বক দেবীকে প্রসন্ন করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন। এবং মনোরথ যেন সিদ্ধই হইয়াছে এইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন। তখন সিদ্ধি তাঁহার করস্থ বোধ হইতে লাগিল। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। দেবীও তদবসরে স্মিতবদনে সমাগত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে ইহাঁর সহিত গোপনে গমন কর। ৪৪। তখন পার্থ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে দেবীকে প্রণাম করিলেন। ৪৫। এইরূপ আজ্ঞপ্ত হইয়া অর্জ্জুন দেবীর বয়স্যার সহিত বেদের অগোচর রাধাপতির আবাসে গমন পূর্ব্বক গোলোকের উপরিস্থিত স্থিরবায়ুধৃত নিত্য সত্যসুখাস্পদ নিত্যমহোৎসবময় নিত্যবৃন্দাবন মধ্যে অন্যের অদৃশ্য পূর্ণ প্রেমরসাত্মক ভগবান্ পরমেশ্বরকে দর্শন করিলেন। ৪৬।

৪৭।৪৮। অর্জ্জুন দেবী কর্ত্তৃক পরিদর্শিত এই ধাম দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বল ও বিবশ হইয়া তথায় পতিত হইলেন। ৪৯। পরে অতি কষ্টে লব্ধসংজ্ঞ ও দেবী কর্ত্তৃক হস্তদ্বারা উত্থাপিত ও তাঁহার সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া চঞ্চলভাবে বারংবার বলিলেন, ইহার পর আপনি আমাকে কি দর্শন করাইবেন, তাহা দর্শন করাইয়া শান্ত করুন। ৫০। ৫১। তখন দেবী তাহাকে করে ধারণ পূর্ব্বক সেই গোলোকের দক্ষিণভাগে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পার্থ তুমি স্নানার্থ এই প্রভূত জল সরোবরে অবগাহন কর। ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ-কুল-সঙ্কুল সহস্রদলকমলের সংস্থান মধ্যকর্ণিকস্বরূপ অপূর্ব্বচতুঃ-সরোবর বিশিষ্ট ও চতুর্দ্বারসমন্বিত স্থান দর্শন করিবে।৫২। ৫৩। ৫৪। ইহার দক্ষিণে মধুমাধ্বীকজল-বিশিষ্ট মলয়-নির্ঝর নামে অপর একটি সরোবর দেখিতে পাইবে। এবং ঐ স্থলে একটি অপূর্ব্ব কুসুমোদ্যান দেখিতে পাইবে। যে স্থানে ভগবান্ গোবিন্দ বসন্তে বসন্তকুসুমোচিত মদনোৎসব করিয়া থাকেন। যে স্থানে কামদেব নিরন্তর অবস্থান করেন এবং যে স্থানের নাম স্মরণ করিলে মুনিগণের স্মরাঙ্কুরের বিনাশ হয়। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া পূর্ব্বসরোবরের তটে গমন ও তাহার জলস্পর্শন পূর্ব্বক মনোরথ সাধন কর। ।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮। তখন অর্জ্জুন তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া সেই পদ্মাদিনানাবিধকুসুমপরাগরঞ্জিত সুবাসিত মধুপনিনাদিত কলহংসাদিজলচরপক্ষিগণের নিনাদদ্বারা আন্দোলিত রত্নাবদ্ধচতুস্তীরবিশিষ্ট মণিধরসোপানসুন্দর মন্দালিরুতরঞ্জিত সরোবরে স্বাদু সুবাসিত জলের অভ্য-

ন্তরে অবগাহন করিলে,সেই দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তখন অর্জ্জুন উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আপনাকে সম্ভ্রান্তা অসহায়িনী স্বর্গীয়শোভাবিশিষ্টা গৌরকান্ত-তনু-লতা স্ফুরৎকিশোরবর্যীয়া শরদিন্দুনিভাননা সুনীলকুটিল-স্নিগ্ধবিলসদ্ঘনকুন্তলা সিন্দূরবিন্দুকিরণপ্রোজ্জ্বলালকপাটিকা উন্মীলদ্ভ্রূলতাভঙ্গীজিতস্মরশরাসনা ঘনশ্যামলচঞ্চললোচন-খঞ্জনা মণিকুণ্ডলনানাংশুবিস্ফুরৎপাণ্ডুকুন্তলা সুদতী চারু চিবুকা বন্ধুকমধুরাধরা কম্বুগ্রীবা নাগহারশোভিতহৃদয়া কন্দর্পন্যস্তসর্ব্বস্বসম্পূর্ণস্তনমণ্ডলা মৃণালকোমলশোভিত ভুজ বল্লী অম্বুরুহাভ্যন্তরকোমলপাণিপল্লবা স্বর্ণরচিতকটিসূত্রা শব্দিতকাঞ্চীশোভিতজঘনস্থানা দুকুলাম্বর-শোভিত-নিতম্ব-তরুশালিনী রণিতসুন্দরমঞ্জীরসুচারুপদপঙ্কজা বিবিধকলা-কৌশলশালিনী অনাহূতস্মিতসুধাবশীকৃতজগত্রয়া সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা শ্রেষ্ঠা আশ্চর্য্যললনারূপে দর্শন করিলেন। ৫৯। ৬০। ৬১।। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ঐ কামিনী তৎকালে ভগবানের মায়াতে নিজের পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও গোপিকাপ্রাণবল্লভ হরির বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন।৭৩। তখন তিনি কর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে অব-স্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অকস্মাৎ একটি আকাশ বাণী হইল।৭৪।'সুভ্রু! এই পথে পূর্ব্বসরোবরে গমন কর। এবং ইহার জলস্পর্শ করিয়া নিজের মনোরথ সাধন কর'। ৭৫। অয়ি বরবর্ণিনি! তথায় তোমার সখীসকল অবস্থান করিতেছেন, তুমি দুঃখিতা হইও না। তাঁহারা তোমার অভিলাষ সম্পাদন করিবেন।৭৬। সেই কামিনী এই আকাশ

বাণী শ্রবণ করিয়া অপূর্ব্ব অবতরণিকাবিশিষ্ট নানা পক্ষী-সমাকুল প্রফুল্লকৈরবকহ্লারকমলইন্দীবরাদি পুষ্প দ্বারা শোভিত নানাবিধ কুসুমোদ্যান কুঞ্জলতা ও তরুবিশিষ্ট সরোবরে গমন পূর্ব্বক তাহার জলস্পর্শ করিলেন। ৭৭। ৭৮। ৭৯।

এই সময়ে নানাবিধ শব্দায়মান অলঙ্কার সকলে বিভূষিত আশ্চর্য্যযৌবন আশ্চর্য্যাকারভাষিত আশ্চর্য্যাতিবিলাসবিভ্রম আশ্চর্য্যহসিতালোকনাদি মধুরাদ্ভুতলাবণ্য সর্ব্বমাধুর্য্যসেবিত চিত্রগতি আশ্চর্য্য স্নিগ্ধসৌন্দর্য্য রমণীবৃন্দ ও অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য সকল দর্শন করিলেন। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। এই সকল অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া সেই কামিনী কোন বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ও নতাননে পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমিতল লিখন করিতে লাগিলেন। ৮৪। তখন পূর্ব্বোক্ত কামিনীবৃন্দের মধ্যে কোন কামিনী এই নবাগতা কামিনীকে দর্শন করিয়া, আমাদিগের সমান জাতীয়া এই স্ত্রী কে, ? এই বিষয়ে পরস্পর আলাপ করিতে লাগিলেন। ৮৫। এবং কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৮৬। সমীপস্থ হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যস্থিতা প্রিয়ম্বদা নাম্নী এক মনস্বিনী কামিনী প্রীতি সহকারে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? কাহার কন্যা, কাহারই বা প্রাণবল্লভা ? তোমার জন্মস্থান কোথায় ? এস্থানে কে তোমাকে আনয়ন করিয়াছে? অথবা নিজেই আসিয়াছ ?৮৭। ৮৮ তোমার কোন চিন্তা নাই, এস্থান দুঃখের স্থান নহে। আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা বল।৮৯। তখন সেই স্ত্রীরূপধারী অর্জ্জুন এইরূপে পৃষ্ট হইয়া বিনয় পূর্ব্বক কণ্ঠ-

স্বরে তাঁহাদিগের মনোমোহন করিয়া বক্ষ্যমাণ বলিতে লাগিলেন। ৯০।

অর্জ্জুনীয়া কহিলেন, আমি কে, কোন্ কুলে জন্মিয়াছি এবং কাহারই বা বল্লভা, কেই বা আমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে, অথবা আপনি আসিয়াছি, আমি এ সকল বৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহি। দেবীই এই বিষয় সবিশেষ অবগত আছেন। তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন এবং তদ্বাক্যে যদি প্রত্যয় থাকে, তবে তাঁহারই নিকট হইতে শ্রবণ করুন। ইহারই দক্ষিণপার্শ্বে এক সরোবর আছে; আমি সেই স্থানে স্নানার্থ আসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, এমত সময়ে এই আকাশবাণী শ্রবণ করিলাম। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। এই পথে পূর্ব্ব সরোবরে গমন কর এবং তাহার জলস্পর্শে নিজের মনোরথ সাধন কর, সেই স্থানে তোমার সখী সকল অবস্থান করিতেছেন, বিষণ্ণ হইও না, তাঁহারাই তোমার মনোরথ সাধন করিবেন'। ৯৫। ৯৬। আমি এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াই বিষাদ ও হর্ষে পরিপূর্ণ এবং চিন্তারসাকুলা হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি। ৯৭। এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক এই সরোবরের জলস্পর্শ করিয়া প্রথমতঃ নানাবিধ শুভধ্বনি শ্রবণ, পরে আপনাদিগকে দর্শন করিলাম। ৯৮। দেবীগণ! আমি এই পর্য্যন্তই অবগত আছি, অপর কিছুই জানি না। প্রিয়ম্বদা কহিলেন, সুভ্রু! তুমি যাহা কিছু কহিলে, সে সকলই সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। এবং দৈববাণী অনুসারে তুমি আমাদিগের সখীও হইলে। ৯৯। ১০০।

তখন সেই কামিনী তাহাদিগের কর্ত্তৃক অনুগৃহীতা ও মন্ত্রবিধ্বস্তবিস্ময়া হইয়া তাঁহাদিগের পদতলে পতিত

হইয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, আপনারা যদি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি প্রসাদ প্রকাশ করিলেন, তবে এক্ষণে আমি কিঞ্চিৎ প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি, আপনারা আমার অপরাধ্ ক্ষমা করিবেন। ১০১। ১০২।

অর্জ্জুনীয়া কহিলেন, আপনারা কে, জন্মস্থান কোথায়, কাহার কন্যা এবং কাহার বল্লভা ও নামই বা কি, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন। ১০৩।

প্রিয়ম্বদা কহিলেন, শুভে! গোকুলনাথের রাধিকা নাম্নী যে প্রাণবল্লভা আছেন, আমরা তাঁহারই সখী। ১০৪। এই গুলি বৃন্দাবনচন্দ্রের বিহারকামিনী। ইহাঁরা আত্মমুদিতা ও ব্রজবালা নামে খ্যাতা। ১০৫।

ইহারা শ্রুতিগণ, ইহারা মুনিগণ এবং আমরা গোপ কন্যাগণ; ইহাই স্বরূপতঃ বলিলাম। ১০৬। ইহাঁরা সকলেই রাধাপতির অঙ্গস্বরূপা প্রেয়সী নিত্যা এবং নিত্যবিহারিণী বিহারপাত্রী। ১০৭। এই দেবীর নাম পূর্ণরসা, ইহাঁর নাম রসবল্লবী, ইনি রসপীযূষধামা, ইনি রসতরঙ্গিনী, ইনি রসকল্লোলিনী। ইনি রসবালিকা, ১০৮। ১০৯। ইনি অলঙ্গমঞ্জরী, ইনি অনঙ্গমালিনী, ইনি মদয়ন্তী, ইনি রসমন্থরা, ১১০ ইহাঁর নাম ললিতা, ইনি ললিতযৌবনা, ইনি অনঙ্গকুসুমা। ইনি মদনমঞ্জরী, ।১১১। ইনি কলাবতী, ইনি রতিকলা, ইনি কলকণ্ঠী, ইনি অজ্জা, ইনি রতোৎসুকা, । ১১২। ইনি রতিসর্ব্বস্বা, ইনি রতিচিন্তামণি, ইহাঁরা সকলেই নিত্যা এবং নিত্য রসপ্রদা। ১১৩।

অতঃপর শ্রুতিগণ; ইহাদের কতকগুলির বিষয় শ্রবণ কর। ইনি উদ্গীতা, ইনি রসগীতা, ইনি কলগীতা,। ১১৪।

ইনি কলস্বরা, ইনি কণ্ঠিতা, ইনি বিপঞ্চী, ইনি কলপদা, ইনি বহুমতা, ।১১৫।ইনি বহুকর্ম্মসুনিষ্ঠা,ইনি বহ্বী, ইনি বহু শাখা, ইনি বিশাখা, । ১১৬। ইনি সুপ্রয়োগতমা,ইনি বিপ্র-য়োগা, ইনি বহুপ্রয়োগা, ইনি বহুকলা, ইনি কলাবতী ইনি ক্রিয়াবতী। অতঃপর মুনিগণের মধ্যে কতিপয়ের বিষয় বলিতেছি। ১১৭। ১১৮।

ইনি উগ্রতপা, ইনি সুতপা,ইনি প্রিয়ব্রতা, ইনি সুব্রতা ইনি সুরেখা, ইনি সুপর্ব্বা, ইনি রত্নরেখা, ইনি মণিগ্রীবা, ইনি অপর্ণা, ইনি সুপর্ণা, ইনি সুলক্ষণা, ইনি সুদতী, ইনি সৌকলিনী, ইনি সুলোচনা, ইনি সুমনা, ইনি সুভদ্রা, ইনি সুশীলা, ইনি সুরভি, ইনি সুখদায়িকা। ১১৯। ১২০। ১২১। ১২২।

অতঃপর গোপবালাগণ, এই সকল অম্বুরুহানাগণের ও কতিপয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছি। ১২৩। ইনি চন্দ্রা-বলী, ইনি চন্দ্রিকা, ইনি কাঞ্চনমালা, ইনি রুক্মমালাবতী, ইনি চন্দ্রাননা, ইনি চন্দ্ররেখা, ইনি চন্দ্রিকা, ইনি চন্দ্রমালা, ইনি চন্দ্রাবলি, ইনি চন্দ্রপ্রভা, ইনি চন্দ্রকলা, ইনি সৌবর্ণ মালা, ইনি মণিমালিকা, ইনি স্বর্ণপ্রভা, ইনি শুদ্ধকাঞ্চন-সন্নিভা, ইনি মানিনী, ইনি মালতী, ইনি যূথী। ১২৪। ১২৫। ১২৬। ১২৭। ইনি বাসন্তী, ইনি নবমল্লী, ইনি শেফালিকা, ইান লবঙ্গিকা, ইনি এলালতা, । ১২৮। ইনি সৌগন্ধিকা, ইনি কস্তুরী, ইনি পদ্মিনী, ইনি কুমুদ্বতী, ইনি রসালা, ইনি সুরসা, ইনি মধুমঞ্জরী, ইনি রম্ভা, ইনি উর্ব্বশী, ইনি সুরেখা, ইনি স্বর্ণরেখা, ইনি কাঞ্চনমালা, ইনি বসন্ত-তিলকা। ১২৯। ১৩০। তোমার ইহাঁদিগের সহিত পরিচয়

হইয়াছে এক্ষণে ভামিনী! তুমি ইহাঁদিগের সহিত বিহার করিবে। ১৩১। পূর্ব্ব সরোবরের তীরে আইস, আমি তথায় তোমাকে স্নান করাইয়া বিধিপূর্ব্বক সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র প্রদান করিব। ১৩২। এই বলিয়া প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহাকে তথায় লইয়া স্নান করাইয়া বৃন্দাবনকলানাথ প্রেয়সীর উত্তম মন্ত্র প্রদান করিলেন।১৩৩। এবং সংক্ষিপ্ত দীক্ষাবিধি পুরঃসর সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক ওঁ বং রং ঈং ওঁ এই ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভ মন্ত্রের পুরশ্চরণ নির্দ্দেশ করিলেন। হোমজপাদিরও নিয়ম সকল উপদেশ করিলেন। পরিশেষে নিম্নলিখিত ধ্যানও শিক্ষা দিলেন। ১৩৪। ১৩৫। ১৩৬।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গী নানালঙ্কারভূষিতা আশ্চর্য্যরূপলাবণ্যা সুপ্রসন্না বরপ্রদা দেবীর ধ্যান করিবে। ১৩৭।

তিনি এইরূপ ধ্যানানন্তর কহ্লার করবীর-চম্পক-সরসিরুহ। এবং অপরাপর সুগন্ধিপুষ্প সকল চন্দনাদি মিশ্রিত করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়,মনোহর, ধূপ,দীপ ও বিবিধ দ্রব্য নৈবেদ্য দ্বারা সখিবৃন্দের সহিত বিধিপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিলেন। পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র লক্ষবার জপ করিলেন। এবং বিষ্ণুর সহিত দেবীকে নমস্কার এবং স্তবাদি পাঠ করিয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন দেবী এই প্রকারে স্তুতা হইয়া চঞ্চলচিত্তে তৎক্ষণাৎ মায়াতে নির্ম্মিত নিজছায়ারূপা দেবীকে তথায় স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং সখীগণে পরিবৃতা হইয়া ভক্তের প্রতি করুণা প্রদর্শনার্থ তথায় আবির্ভূত হইলেন। হেমচম্পকবর্ণাভা বিচিত্রাভরণোজ্জ্বলা অঙ্গপ্রত্যঙ্গলাবণ্যলালিত্যমধুরাকৃতি নিষ্কলঙ্কশরৎপূর্ণকলানাথনিভাননা স্নিগ্ধমুগ্ধস্মিতা

লোক-জগত্রয়মনোহরা বরদা ভক্তবৎসলা দেবী স্বীয় প্রভা দ্বারা দশদিক্ উজ্জ্বল করত ভক্ত সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'তোমার সখীগণের বাক্যানুসারে তুমি আমারও প্রিয়সখী'। অতএব আইস, আমি তোমার অভিলাষ সাধন করিব। ১৩৮। ১৩৯। ১৪০। ১৪১। ১৪২। ১৪৩। ১৪৪। ১৪৫। ১৪৬। ১৪৭।

অর্জ্জুনীয়া স্বীয় অভিলাষানুরূপ দেবীর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পুলকাঙ্কিতমুগ্ধাঙ্গী ও বাষ্পাকুলবিলোচনা হইয়া দেবীর চরণতলে নিপতিত হইলেন। তখন দেবী প্রিয়ম্বদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি এই সখীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক করে ধারণ করিয়া আমার সহিত আনয়ন কর। প্রিয়ম্বদা দেবীর আজ্ঞানুসারে সসম্ভ্রমে তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক দেবীর সহিত গমন করিলেন। এবং গন্ধসরোবরে লইয়া গিয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান করাইলেন। ১৪৮। ১৪৯। ১৫০। ১৫১।

হরিবল্লভা দেবী তথায় তাঁহাকে যথাবিধানে সঙ্কল্পাদি পূর্ব্বক পূজা করাইয়া সিদ্ধিদায়ক গোকুলনাথাখ্য মন্ত্র গ্রহণ করাইলেন। চতুর্থ্যন্ত মোহনপূর্ব্বভূষিত ঐ মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সর্ব্বতন্ত্রগোপিত। গোবিন্দেঙ্গিতজ্ঞা দেবী ভক্তিরসদায়ক ঐ মন্ত্র উপযুক্ত বোধে প্রীতিপূর্ব্বক প্রদান করিলেন। ১৫২। ১৫৩। ১৫৪। ঐ মন্ত্ররাজের মোহন ধ্যানও কহিলেন। মোহনতন্ত্রে কথিত আছে, ঐ ধ্যানই সিদ্ধিপ্রদ। ১৫৫। নীলোৎপলদলশ্যাম নানালঙ্কারভূষিত কোটিকন্দর্পলাবণ্য রাসরসাকুল হরিই ধ্যেয়। পরে দেবী এই বিষয় গোপনে সম্পাদনার্থ নির্জ্জনে প্রিয়ম্বদাকে কহিলেন,।১৫৬। যে পর্য্যন্ত

উত্তম পুরশ্চরণ পূর্ণ না হয়, তাবৎ তুমি সখীগণের সহিত ইহাকে সাবধানে রক্ষা কর। ১৫৭।

এইরূপ আদেশ করিয়া কৃষ্ণবল্লভা রাধিকা দেবী আত্ম-ভবা ছায়াকে আত্মদেহে বিলীন করিয়া কৃষ্ণপদাম্বুরুহ সমীপে গমন করিলেন। এবং পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৫৮। ১৫৯।

এদিকে অর্জ্জুনীয়া প্রিয়ম্বদার আদেশে গোরোচনা কুঙ্কুম ও চন্দন দ্বারা শুভ অষ্টদলপদ্ম নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিদায়ক মন্ত্ররাজস্বরূপ সুসিদ্ধ সিদ্ধি নামক অদ্ভুত মন্ত্র লিখিলেন। পরে ন্যাসাদি পূর্ব্বক যথাবিধি দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল, মুখবাসন, বাস, অলঙ্কার ও মাল্য দ্বারা সপরিবার সায়ুধ,সবাহন নন্দনন্দনকে পূজা করিলেন। এবং বিধিপূর্ব্বক স্তবপাঠ ও প্রণামাদি করণান্তর মনে মনে হরির শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভক্তপরাধীন প্রভু যশোদানন্দন স্মিতা-বলোকিতাপাঙ্গতরঙ্গসরসাত্মভাবে তাঁহার পূর্ব্ব উত্তর ও সম্মুখ ভাগে প্রাণবল্লভরূপে দর্শন দিলেন। অর্জ্জুনীয়া সেই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে মোহিত হইয়া ভুমিতলে পতিত হইলেন। এবং ক্ষণকাল পরেই নয়ন উন্মিলন পূর্ব্বক গাত্রো-থান করিলেন। ১৬০। ১৬১। ১৬২। ১৬৩। ১৬৪। ১৬৫। ১৬৬।

অনন্তরস্বেদাশ্রুপুলকোৎকম্পভাবভারাকুলা হইয়া প্রথ-মতঃ সেই স্থানে অভিলষিত প্রদেশ অর্থাৎ বৃন্দাবন দর্শন করিলেন। পরে তথায় শোভিত মরকতচ্ছদ প্রবালপল্লব-যুক্ত হেমময়বৃন্তস্থিত কোরকবিশিষ্ট। ১৬৭। ১৬৮। স্ফটি-কালবালমূল প্রার্থকের অভীষ্টফলদাতা কল্পতরু দর্শন

করিলেন। তাহার অধোভাগে রত্ননির্ম্মিত মন্দির অবস্থিত রহিয়াছে। ১৬৯। সেই মন্দির মধ্যে অষ্টদলপদ্মোপরি রত্নময় সিংহাসন বিরাজিত। তাহার দক্ষিণ ও বাম ভাগে শঙ্খ ও পদ্ম শোভা পাইতেছে। ১৭০। চতুর্দ্দিকে কামধেনু সকল যথাস্থানে সংস্থিত রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া মলয়ানিলসেবিত সমস্ত ঋতুর সুগন্ধি মনোহর কুসুম সমূহে আমোদিত অতি সুন্দর মকরন্দকণাবৃষ্টিশীতল সুমনোহর মকরন্দরসাস্বাদমত্ত ভৃঙ্গবৃন্দের নিরন্তর ঝঙ্কারমুখরিতান্তর কলকণ্ঠ কপোত, সারিকা, শুক ও অপরাপর পক্ষিগণের কলনাদনিনাদিত নৃত্যোন্মত্ত ময়ূরগণের স্মরবর্দ্ধন কেকারবে আকুল মন্দমারুতসংলীন জলোর্ম্মিকণশীতল মনোহর কুসুমশোভিত তরুরাজিসমাকীর্ণ নানাচিত্রবিচিত্রবর্ণরঞ্জিত নানাদ্ভুতসামগ্রীপরিশোভিত নন্দনকানন শোভা পাইতেছে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত অষ্টদলপদ্মমধ্যেবিরাজিত যোগপীঠাত্মক শুভ সিংহাসনে ১৭১। ১৭২। ১৭৩। ১৭৪। ১৭৫। ১৭৬। ১৭৭। সুখাসীন পূর্ণরাগরসাত্মক ঘনাম্বুসেকসংসৃষ্টনীলাঞ্জনতমদ্যুতি সুস্নিগ্ধনীলকুটিলকষায়গন্ধিকুন্তল মদমত্তময়ূরোন্নতশিখণ্ডাবদ্ধচূড়ক সঙ্গীতাদিকার্য্যে নিরতকৃতপুষ্পাবতংসক নীলোৎপলশোভিতকপোলাদর্শ বিচিত্রতিলকশোভিবদনমণ্ডল তিলপুষ্প ও শুক চঞ্চুর ন্যায় মঞ্জুলনাসিক চারুবিম্বাধর মন্দস্মিতদীপিতমন্মথ বনকুসুমমালাবিলাসিত। ১৭৮। [illegible]।১৮০।১৮১।১৮২। ভ্র[illegible]ভ্র শোভিতপুষ্পভূষণভূষিত তড়িৎপ্রভাশোভিপীতাংশুকদ্বয় ।১৮৩। মুক্তাহারস্ফুরদ্বক্ষস্থল কৌস্তুভমণিশোভিত শ্রীবৎস চিহ্নিত আজানুবিলম্বিতমনোহরবাহুবিশিষ্ট ।১৮৪। সুগম্ভীর

নাভিপদ্মমনোহর সুজাতক্রমসদ্বৃত্তোরুযুগলশালী।১৮৫।কঙ্কণাঙ্গদমঞ্জীরাদি নানাভূষণভূষিত পীতাংশুকসমাবিষ্টনিতম্বদেশ ১৮৬ সৌন্দর্য্যলাবণ্যদ্বারা জিতকোটিমন্মথ বেণুপ্রবর্ত্তিতরসা এবং মনোহর গীত দ্বারা জগত্ত্রয়কে সুখসাগরে মগ্নকারী ও মোহনকারী প্রত্যঙ্গমদনাবেশধর রাসরসাকুল। ১৮৭। ১৮৮। হরিকে যথাস্থাননিযুক্তা এবং তদিঙ্গিতনিরীক্ষণজ্ঞা তন্মুখাম্বুজদত্তচঞ্চলনয়না সখীগণ পৃথক্ পৃথক্ চামর ব্যজন, মাল্যগন্ধ চন্দনাদি প্রদান, তাম্বুল, দর্পণ, পানপাত্র ও চর্ব্বিত পাত্রাদি সমর্পণ করিতেছে। ১৮৯। ১৯০। ১৯১। এবং অপরাপর সখীগণ শ্রীমতী রাধিকা দেবীর বামভাগে অবস্থিত হইয়া সস্মিতবদনে তাঁহাকে তাম্বুলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিতেছে। ১৯২।

স্ত্রীবেশপ্রাপ্ত অর্জ্জুনকে মদনাবেশবিহ্বলা দর্শন করিয়া সর্ব্ববেত্তা মহাযোগেশ্বর বিভু হৃষীকেশ সর্ব্বক্রীড়াবনান্তরে তাঁহার সহিত যথাভিলষিত বিহারাদি করিলেন। ১৯৩। ১৯৪। তদনন্তর তাঁহার স্কন্ধদেশে ভুজপল্লব স্থাপন করতঃ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সারদানাম্নী সখীকে কহিলেন, এই ক্রীড়াশ্রান্তা শুচিস্মিতা কৃশাঙ্গীকে লইয়া পশ্চিম সরোবরে স্নান করাইয়া আনয়ন কর। সেই সারদাদেবী ভগবানের আদেশানুসারে সেই ক্রীড়াসরোবরে লইয়া গিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, তুমি স্নান কর। তিনিও পরিশ্রান্ত থাকাতে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। এবং জলে মজ্জন করিবামাত্র পুনর্ব্বার স্বকীয় অর্জ্জুনরূপ প্রাপ্ত হইলেন। ১৯৫। ১৯৬। ১৯৭। অর্জ্জুনত্ব প্রাপ্ত্যনন্তর সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বৈকুণ্ঠনায়ক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে

বিষণ্ণ ও ভগ্নমানস দর্শন করিয়া মায়াবলম্বনে পাণিদ্বারা তদঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক বলিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি আমার প্রিয়সখা বিষণ্ণ হইওনা। এই ত্রিজগন্মধ্যে তুমি ভিন্ন আর কেহই আমার রহস্য অবগত হইতে পারেনা। তুমি আমার যে রহস্য দর্শন ও অনুভব করিলে, তাহা অন্যের নিকট প্রকাশযোগ্য নহে। ভগবানের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুন নিজের পূর্ব্বাবস্থার স্মৃতিলাভে ভগবানের অনুমতি লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন মহাদেব কহিলেন, দেবি! আমি তোমাকে মদ্বিদিত গোবিন্দের রহস্য শ্রবণ করাইলাম। ইহা অপরের সমীপে প্রকাশ্য নহে। অতএব গোপনে রক্ষা করিবে।১৯৮।১৯৯।২০০।২০১।

সপ্তম অধ্যায়

পার্ব্বতী কহলেন, বিভো! আপনার প্রসাদে বৃন্দাবন রহস্য অবগত হইলাম। এক্ষণে নারদ ঋষি কোন্ পুণ্যবলে ভগবানের প্রকৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।১।

মহাদেব কহিলেন, এই অত্যাশ্চর্য্য রহস্য আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাকে কৃষ্ণমুখ হইতে যে রূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই বলিয়াছিলেন। ঐ বিষয় আমি নিজে বলিতে সমর্থ নহি। এই। কথা বলিয়া তিনি ব্রহ্মাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি

আমাকে যে গুহ্য বৃন্দাবন রহস্য বলিয়াছিলেন, তাহাই দেবীর নিকট পুনর্ব্বার বলুন। ২। ৩। ব্রহ্মা কহিলেন,আমি এক সময়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে বিশাম্পতে! আপনি আমাকে আপনার বৃন্দাবন রহস্য বর্ণন করুন। ৪। তাহাতে ভগবান কহিলেন, এই রম্য বৃন্দাবন আমারই ধাম অর্থাৎ তেজ স্বরূপ। তত্রত্য বৃক্ষাদির স্থাবর সকলও আমার শরণাগত জীব সমূহ এবং তত্রত্য গোপকন্যাগণ মৎপরায়ণ দেবতা ও ঋষিবৃন্দ। এই পঞ্চযোজন বিস্তৃত বৃন্দাবন আমার দেহস্বরূপ। ৫। ৬। ৭। এই পরমামৃতবাহিনী কালিন্দী নদী সুষুম্নাখ্যা নাড়ীরূপা। ঐ নদীস্থিত ও বনস্থিত প্রাণীগণ সকলেই দেবতারূপ। ৮। আমি সর্ব্বতেজোময়, এই বন কদাপি পরিত্যাগ করি না। তবে যে প্রকট ও অপ্রকট শ্রুত হয়, তাহা আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব রূপ। এই রমনীয় বৃন্দাবন ও তাহার রহস্য সকল চর্ম্মচক্ষুর অগোচর এবং ব্রহ্মাদিদেবগণেরও চক্ষুর অগোচর।৯। ১০।

এই বিষয়ে সৌনকনারদসম্বাদে যাহা ভগবান্ বলিয়াছিলেন, তাহাও বলিতেছি।

নারদ শৌনকাদিকে কহিলেন, মুনিগণ! আমি পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মাকে তোমাদিগের ন্যায় নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি তদ্বিষয়ে যাহা যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগকে মন্ত্র ও যাগ সকলের বিষয় যেরূপ বলিয়াছি, তদ্রূপই প্রশ্নানুসারে বলিব। ১১।

শৌনক প্রমুখঋষিগণ কহিলেন, পিতামহ ব্রহ্মা আপনার নিকট বৃন্দাবন রহস্য যেরূপ বলিয়াছেন, কৃপা করিয়া তাহাই আনুপূর্ব্বিক বিজ্ঞাপন করুন। ১২।

নারদ কহিলেন, আমরা কোন সময়ে সরযূতীরে মনস্বী চিন্তাকুলিতচিত্ত গৌতমকে মহাবিষন্ন দর্শন করিলাম। ১৩। তিনি আমাকে দেখিয়াই ধরণীতলে পতিত হইলেন। আমি তদ্দর্শনে তাহাকে ভূমি হইতে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলাম, বৎস! তোমার এই বিষাদের কারণ কি, তাহা আমাকে বল। ১৪।

গৌতম কহিলেন, আমি আপনার মুখ হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা ও মথুরা বিষয়ক রহস্য সকল শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু বৃন্দাবন রহস্য শ্রবণ করি নাই। এই কারণেই আমার চিত্তের ঈদৃশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। ১৫। ১৬।

নারদ কহিলেন, তুমি যে বিষয় শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছ, তাহা রহস্যের ও রহস্যও পরম গুহ্য। পূর্ব্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা এই বিষয় আমাকে বলিয়াছিলেন। ১৭। একদা আমি বলিলাম, দেবেশ জগৎপিতঃ! অনুগ্রহপূর্ব্বক বৃন্দাবন রহস্য বর্ণন করুন। তাহাতে তিনি ক্ষণকাল মৌনী হইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি যাহা অবগত হইতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা আমারও প্রিয়। অতএব চল, ভগবান বিষ্ণুর নিকট গমন করি, তিনিই ইহার উপায় করিবেন। ১৮। ১৯। এই বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া বিষ্ণুলোকে গমন পূর্ব্বক মহাবিষ্ণুর নিকটে, আমি যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, সেই সমস্ত বলিলেন। ২০।

ভগবান্ মহাবিষ্ণু পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক আদেশ করিলেন, এই নারদকে লইয়া অমৃতসংজ্ঞক সরোবরে স্নান করাও। ২১। স্বয়ম্ভু এই আদেশানুসারে আমাকে তাহাই করাইলেন। ২২। আমি সেই

বিনষ্ট হয়। কিন্তু উহার বিন্দুমাত্র ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলে তাহার অষ্টগুণ পাপ হয়। ৩৬। জলশঙ্খ করে ধারণ করিয়া স্তব, প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও ধারণ করিলে মরণান্তে মনুষ্য জন্মের সাফল্য হয়।৩৭। যাহার গৃহে বাসুদেবের সম্মুখে শঙ্খ ও গরুড়ান্বিত ঘণ্টা না থাকে, তিনি ভগবদ্ভক্ত নহেন। ৩৮। যান বা পাদুকা সহ ভগবদ্ গৃহে গমন, দেবোৎসবের পূর্ব্বে ভক্ষণাদি, অপ্রণাম, উচ্ছিষ্টে এবং অশৌচে ভগবদর্চ্চনাদি, এক হস্তে প্রণাম, এক বার মাত্র প্রদক্ষিণ, দেব সম্মুখে পাদ, প্রসারণ, পর্য্যঙ্কবন্ধন্, শয়ন, ভক্ষণ, মিথ্যাভাষণ, উচ্চভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, রোদনাদি, কলহ, নিগ্রহ, অনুগ্রহ, স্ত্রীষু, ক্রূরভাষণ, কম্বলাবরণ, পরনিন্দা, পরস্তুতি, গুরুর নিকটে মৌন, নিজস্তোত্র, ও দেবতানিন্দন, বিষ্ণুর সম্বন্ধে এই দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ। আমি নিয়ত সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি, হে ভগবন্! আমিই তোমার, এইরূপ বোধে কৃপা করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা কর, এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিবে। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।৪৩।৪৪।৪৫। সর্ব্বগ হরে! আমার অপরাধ সহস্র ক্ষমা কর, এই বলিয়া ভগবানের নিকট বিনয় করিবে। দ্বিজাতি স্বায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ক্রতূক্ত অশন গ্রহণ করিবে। ৪৬। বিষ্ণুর প্রসাদগ্রহণে দিনগতপাপ বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মা অন্ন বিষ্ণু রসস্বরূপ, এইরূপ জ্ঞানে ভগবানের নামোচ্চারণ করতঃ যিনি প্রত্যহ ভোজন করেন, তিনি অন্ন দোষে লিপ্ত হয়েন না বর্ত্তুলাকার অলাবু, সবল্কল মসূর, তাল, শুক্র বার্ত্তাকু, বৈষ্ণবের অভক্ষ্য। বট, অশ্বত্থ, অর্ককুম্ভী ও তিন্দুক পত্রে ভোজন নিষেধ। ৪৭। ৪৮। ৪৯। এবং বৈষ্ণ-

বের পক্ষে কোবিদার, কদম্বপত্রও নিষিদ্ধ। শ্রাবণ মাসে শক্তু, এবং ভাদ্র মাসে দধি ত্যাগ করিবে। ৫০। আশ্বিন মাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে আমিষ ত্যাগ করিবে। দুগ্ধ, অন্ন, জম্বীর, বীজপূর, শাক ও লবণাদি বিষ্ণুর অনিবেদিত বস্তু জ্ঞাতসারে ভক্ষণ করিবে না। দৈবাৎ হইলে, ভগবানের নাম স্মরণ কর্ত্তব্য। ৫১। ৫২। কঙ্কুধান্য, শাক, মোচিকা, ষীষ্ঠকা, কাল শাক, মুস্তক, ক্রমুক, সৈন্ধবলবণ, বচা, দধি, ঘৃত, নবনীত, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গক, তিন্তিরী, কদলী, লবলী, ধাত্রী, ফল অগুড় মৌক্ষক, এবং অতৈল পক্ক দ্রব্য হবিষ্য বিষয়ে প্রশস্ত। যে ব্যক্তি তুলসী পুষ্পযুক্ত মাল্য ধারণ করে, সে বিষ্ণু তুল্য। এইরূপ ধাত্রী পুষ্পাদিধারীও বিষ্ণু তুল্য। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। তুলসী ও ধাত্রীর সমীপবর্ত্তী সার্দ্ধ ত্রিশত হস্ত স্থান কুরুক্ষেত্র তুল্য তুলসী কাষ্ঠ ঘটিত রুদ্রাক্ষাকারকারিত মালা কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। আমলক ও পুষ্করমালাও ধারণীয়া। ৫৮। ৫৯। বিষ্ণু পূজক কর্ণে ও মস্তকে তুলসীমালা ধারণ করিবে। ৬০। অঙ্গে ভগবানের নাম লিখনার্থ নির্ম্মাল্য চন্দনাদি ব্যবহার করিবে। ললাটে গদা ও মস্তকে শর ও চাপের আকার ধারণ করিবে। ৬১। হৃদয়ে নন্দনকানন এবং ভূজদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্রের আকার অঙ্কিত করিবে। মানব ঐ শঙ্খচক্রাদির আকার অঙ্কিত করিয়া শ্মশানাদিতে মৃত হইলেও নিঃসংশয় বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। যে বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি মস্তকে তুলসীপত্র ধারণ পূর্ব্বক, কার্য্য করিবে, তাহার সকল কার্য্যই সফল হইবে। তুলসী কাষ্ঠ মালা ধারণ পূর্ব্বক দেবতাও পিতৃলোকের কার্য্য করিলে

অক্ষয় ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি তুলসীমালা বিষ্ণুকে নিবে-
দন পূর্ব্বক ধারণ করে, তাহার সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয়।।
পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে
৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। যাঁহার দর্শনে নিখিল পাপের
ধ্বংস হয় এবং স্পর্শনে শরীর পবিত্র হয়। যিনি দেবগণের
অভিবন্দিতা ও ভগবতী যাঁহার উচ্চারণে বা ভক্ষণে বিপন্নের
উদ্ধার হয়, যাঁহার রোপণে ভগবানে অচলা ভক্তির উদয় হয়
যাঁহাকে বিষ্ণুচরণে অর্পণ করিলে মুক্তিলাভ হয়, সেই
তুলসীদেবীকে নমস্কার। ৬৭। হর্ষাশ্রুপূর্ণ পুলকাচিতাঙ্গ
হইয়া নাথ প্রসন্ন হও, এই কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিজগদ্বি-
ধাতার সম্মুখে কম্পিতকলেবরে দণ্ডবৎ ভুমিতে পতিত
হইলে, ভক্তকান্ত ভগবান্ বৎস! উত্থিত হও, বলিয়া তাঁহার
রোমাঞ্চযুক্ত ভুজদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক উত্থাপন করিবেন।৬৮।৬৯।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, বিভো মহাদেব! বিষয়গ্রাহ সঙ্কুল
এই ঘোর কলিযুগেপুত্রদারধননিপীড়িত ব্যক্তিগণ কিরূপে
উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে, তাহার উপায় আমাকে কৃপা করিয়া
বলুন ॥ ১ ॥

মহাদেব কহিলেন, হরির নাম, হরির নাম, কেবল হরি
নামই মানবের এই কলিকালের একমাত্র গতি। হরে রাম

হরে রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই মঙ্গল নাম যে ব্যক্তি নিত্য উচ্চারণ করিবে, কলি তাহার নিকট গমন করিতে অক্ষম। কর্ম্মের অন্তরে অন্তরে ভগবানের নাম স্মরণই একমাত্র শ্রেয়ঃ-সাধন। ২। ৩। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এইরূপ বারম্বার উচ্চারণ করিবে। অথবা তাঁহার নামের সহিত আমার নাম যোগ করিয়া ব্যুৎক্রমে উচ্চারণ করিবে। ৪। যে ব্যক্তি শ্রীশব্দ পূর্ব্বক জয়শব্দান্ত ভগবন্নাম উচ্চারণ করে, সে তুলা-রাশিতে অনলের ন্যায় পাপের বিনাশে সক্ষম হয়। ৫। আমার ও কৃষ্ণের মঙ্গল কর নাম জপ করিলে, পাপ হইতে বিমুক্তি হয়। অতএব নিরন্তর ঐ নাম স্মরণ করিবে। ৬। অশুচিই হউক বা শুচিইহউক অহর্নিশ ঐ নাম স্মরণ করিলে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ৭। পশুযোনি বা পক্ষি যোনিতে ভ্রমণ কালেও ঐ নাম স্মরণ মাত্রই সংসার বন্ধন মোচন হয়। ৮। নানা অপরাধ যুক্ত ব্যক্তিরও ঐ নাম স্মরণেই পাপের নাশ হয়। এই কলিযুগে তপোদানব্রতাদি সমস্তই বিনশ্বর, কিন্তু গঙ্গাস্নান এবং হরিনাম, এই দুইটিই অপায় রহিত। ৯। অযুত হত্যা, সহস্র উগ্রপান, কোটি গুর্ব্বঙ্গনা নিষেবন এবং অসংখ্য চৌরকর্ম্ম করিয়াও ভক্তি পূর্ব্বক গোবিন্দ নাম করিলে, সদ্যই তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। ১০। যে ব্যক্তি পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণ করে, সে সদ্যই বাহ্য ও অভ্যন্তরের সহিত শুচি হয়। ভগবানের নাম স্মরণ এবং তাহার চরণ চিন্তন এতদুভয়ই পাপক্ষয়কর। ১১। কলিকালে গুরুসেবা এবং হরিনাম কীর্ত্তন জীবের অদ্বিতীয় মঙ্গলোপায়। সুবর্ণ, রজত বা পাষাণ দ্বারা নির্ম্মিত হরিচরণ চিহ্ন পূজা করিবে। ভগবানের দক্ষিণপদাঙ্গুষ্ঠমূলে

যে চক্রচিহ্ন আছে, তাহাতে প্রণত জনের ঐ চক্রদ্বারাই ভববন্ধন ছেদ হয়। অচ্যুতের মধ্যমাঙ্গুলিমূলে কমলচিহ্ন আছে, যে ব্যক্তি তাহার ধ্যান করেন, তাঁহার চিত্তদ্বিরেফ তাহাতেই আকৃষ্ট হয়। ঐ পদ্মের অধোভাগে যে ধ্বজচিহ্ন তাহা ভক্তগণের বিজয়ধ্বজস্বরূপ। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলে যে বজ্রচিহ্ন তাহা ভক্তের পাপাদ্রিভেদন কার্য্যে তৎপর। পাষ্ণিমধ্যে যে অঙ্কুশচিহ্ন, তাহা ভক্তবৃন্দের চিত্তেভশমকারণস্বরূপ। ১৬। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বদ্বয়ে ভোগসম্পান্ন চিহ্নদ্বয় ভক্তের ভোগসম্পদ্বর্দ্ধক। বামাঙ্গুষ্ঠমূলে পাঞ্চজন্যের চিহ্ন। ঐ শঙ্খচিহ্ন ভগবান্ ভক্তের সর্ব্ববিদ্যাপ্রকাশার্থ ধারণ করেন। সুতরাং গোবিন্দমাহাত্ম্য শ্রবণ ও কীর্ত্তনে মুক্তি এবং বৈষ্ণবমাহাত্ম্যশ্রবণে পরমগতি লাভ হয়। ১৯।

এক্ষণে বিষ্ণুর প্রীতিজনক মাস কৃত্য বর্ণন করিতেছি। জৈষ্ঠমাসে স্নান বাসরে ভগবানকে স্নান করাইবে। ২০। ঐ কর্ম্মে দৈনন্দিন পক্ষমাসবর্ষজ দুরিত,ব্রহ্মহত্যা সহস্রজনিত পাপ,জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপ স্বর্ণস্তেয়,সুরাপান,অযুত গুরুতল্প অসংখ্য উপপাতক বিনষ্ট হয়। পৌর্ণমাসীতে জলদ্বারা ভগবানের অভিষেক করিবে। পুরুষসুক্তমন্ত্র এবং পাবমানী ঋক্ উচ্চারণ পূর্ব্বক নারিকেলাম্বু, তালফলাম্বু, রত্নোদক, গন্ধোদক, পুষ্পোদক দ্বারা স্নান করাইবে। নানাবিভবযুক্ত পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া ঘং ঘণ্টায়ৈ নমঃ এইমন্ত্রে ঘণ্টাবাদ্য নিবেদন করিবে। অনন্তর হে ভগবন্! তোমার চরণ যুগলে পাপী আমাকে পাপ হইতে বিমুক্ত কর। এই বলিয়া যে জ্ঞানী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ভগবানের অর্চ্চনা করে, সে সর্ব্ব

পাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা করিবে। শ্রাবণে শ্রবণাবিধি করিবে। ভাদ্রমাসে জন্মদিবসে উপবাসাদি করিবে। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

আশ্বীনমাসে শয়ন পরিবর্ত্তন করিবে। এবং উত্থাপন করিবে অন্যথা বিষ্ণুদ্রোহ হইবে। ৩০। শুভ আশ্বীন মাসে মহামায়ারও পূজা করিবে। বরাননে! কার্ত্তিককীর্ত্তও বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩১। চতুরাঙ্গুল প্রমাণ দীপে সপ্ত-বর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পক্ষান্তে দীপমালাবলি প্রদান করিবে। ৩২। অগ্রহায়ণ মাসে সিতপক্ষের ষষ্ঠীতে তৃণ নির্ম্মিত সিত বস্ত্রদ্বারা জগদীশ্বরের অর্চ্চনা করিবে।৩৩। পৌষমাসের পুণ্যা-ভিষেক চন্দন বর্জ্জন করিবে। মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে অধিবাসে আতপ তণ্ডুল নিবেদন পূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। জগদ্গুরো! আপনি সর্ব্বভুতের জীবন ও জনক। হে প্রভো! আমি আপনা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া তন্ময় লীলা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বলিয়া কর্পূরওঘৃত বিশিষ্ট দ্রব্য সকল নিবেদন করিবে। ৩৪। ৩৫। ৩৬। অর্চ্চনা পূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে ভগবদ্বুদ্ধিতে দেবদেব সম্মূখে ব্রাহ্মণ সকলকে ভোজন করাইবে। ৩৭। ভক্তিপূর্ব্বক একমাত্র ভক্তকে ভোজন করাইয়া কোটি ভোজনের ফল হয়। ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইলে কর্ম্ম অঙ্গহীন হয়। ৩৮। ঐ মাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতে ভগবানকে স্নান করাইয়া ভক্তিসহকারে চুতপল্লব বিবিধ সুগন্ধ বাসিত ফল্গুচুর্ণ দ্বারা প্রদীপ্ত দীপাদিপিত দ্রাক্ষা ইক্ষু রম্ভা জম্বীর নাগরঙ্গক পূর্ণ নারিকেল ধাত্রীবংশ তাল হরিতকী প্রভৃতি বৃক্ষ ও সর্ব্বকুসোমচিত পত্রচামরাদি

শোভিত ও বারিপূর্ণকুম্ভ বিশিষ্ট নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষ সমন্বিত রমনীয় কাননের অভ্যন্তরে নানাবিধ উপহারে ভগবানের দোল যাত্রা সম্পাদন করিবে। এবং ঐ মাসের শুক্লচতুর্দ্দশীর অষ্টম যামে পৌর্ণ অথবা প্রতিপৎসন্ধিসন্মিতে কর্পূরাদি বিমিশ্রিত সিতরক্তগৌরপীতহরিদ্রাক্ষারযুক্ত মনোহর মাসীতে চতুর্ব্বিধ ফল্গুচূর্ণ দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিবে। অথবা অন্য রঙ্গরম্য বস্তু দ্বারা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চমী পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।৪৩। ৪৪। ৪৫।৪৬। ৪৭। ঐ দোলোৎসব পঞ্চম অথবা ত্র্যহ করিতে পারে। নরগণ কৃষ্ণকে দক্ষিণাভিমুখে দোল যানে অবস্থিত দর্শন করিয়া মুক্ত হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে স্বর্ণ রোপ্য অথবা মৃণ্ময় পাত্রে শালগ্রাম শিলাকে স্থাপন পূর্ব্বক জলধারণ প্রদান করিবে।৪৮। ৪৯। ৫০। মহাভাগে! যে ব্যক্তি বৈশাখ, শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে প্রত্যহ উক্ত কর্ম্ম করে, তাহার ভূরিপুণ্য সঞ্চয় হয়। বৈশাখী তৃতীয়াতে জলমধ্যে মণ্ডপাদি মধ্যে স্থাপন অতি প্রশস্ত। ৫১। ৫২। মণ্ডপাদিমধ্যে সুগন্ধি চন্দনাদি দ্বারা লেপন করিলে, মানব স্বয়ং কৃশত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুষ্টাঙ্গ হইয়া থাকে। ৫৩। চন্দন অগুরু কস্তুরী, কুষ্ঠ কুঙ্কুম রোচনা জটামাংসী ও বচা, এই অষ্টবিধ গন্ধই বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত। এই সকল গন্ধ দ্বারা শিলার অঙ্গলেপন করিবে। ৫৪। ৫৫। কর্পূরাগুরু মিশ্রিত ঘৃষ্ট তুলসী কাষ্ঠ পঙ্ক কিম্বা হরিচন্দন পঙ্ক দ্বারা ও কেশবের অঙ্গ বিলেপন করিবে। ৫৬। কালে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানকে দর্শন করে, কোটীকল্পেও তাহার এই মর্ত্ত্যলোকে পুনরাবৃত্তি হয় না। ৫৭। জগদগুরুকে সুগন্ধি

মিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করাইয়া পুষ্পমধ্যে স্থাপন করিবে। ৫৮। এবং তথায় বৃন্দাবন রচনা করিয়া নানাবিধ ফল মূলাদি বিষ্ণুভক্ত দ্বারা নিবেদিত করাইবে। ৫৯। নারিকেল ফলের জল ও শস্য উভয়ই দাতব্য। কণ্টকফলের ও পনসের কোষই প্রদাতব্য। ৬০। শক্ত্যনুসারে নৈবেদ্য দান ও স্তবাদি পাঠ করিবে। দধিযুক্ত ও ঘৃতমিশ্র অন্ন দান করিবে। ঘৃত ও তৈল দ্বারা নানাবিধ পিষ্টক পাক করিয়া ফলাদিসহ প্রদান করিবে। ৬১। ৬২। যাহা যাহা শাস্ত্রসম্মত ও আপনার প্রিয়, তত্তৎ দ্রব্যই ঈশ্বরকে অর্পণ করিবে। নৈবেদ্য বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া তাহার পুনরাদান অকর্ত্তব্য। ৬৩। ঐ সকল বস্তু বিষ্ণুর উদ্দেশে তাঁহার ভক্তবৃন্দকেই অর্পণ করিবে। মহেশ্বরি! আমি তোমাকে এই সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিলাম, ইহা অতিযত্নে গোপন করিবে। ৬৪।

যদি শ্রীকৃষ্ণরূপগুণবর্ণন শাস্ত্রবর্গে বোধাধিকার হয়, তবে অন্যশাস্ত্রের আবশ্যক নাই। তৎপ্রেমবলভক্তিবিলাস নামহাসাদিতে যদি রতি থাকে, তবে কামিন্যাদিও নিষ্প্রয়োজন। ৬৫।

ব্রজবালকেন্দ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়বৃন্দাবন ভূমি ও যমুনাদিই চিন্তনীয়। সেই লোকনাথের পদপঙ্কজ ধূলিদ্বারা শরীর বিলিপ্ত হইলে অগুরুচন্দনাদিও নিরর্থক। ৬৬।

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্য

সম্পূর্ণ।

দিব্যব্রজবয়োরূপং কৃষ্ণং বৃন্দাবনেশ্বরম্ ॥ ৯২ ॥
ব্রজেন্দ্রং সন্ততৈশ্বর্য্যং ব্রজবালৈকবল্লভম্ ।
যৌবনোদ্ভিন্নকৈশোরবয়সাদ্ভুতবিগ্রহম্ ॥ ৯৩ ॥
অনাদি মাদিং সর্ব্বস্য নন্দগোপপ্রিয়াত্মজম্ ।
শ্রুতিমৃগ্যমজং নিত্যং গোপীজনমনোহরম্ ॥ ৯৪ ॥
পরং রূপং পরং ধাম দ্বিভুজং গোকুলেশ্বরম্ ।
বল্লবীনন্দনং ধ্যায়েন্নির্গুণস্যৈককারণম্ ॥ ৯৫ ॥
সুনীলরত্নবৎস্বচ্ছশ্যামধামমনোহরম্ ।
নবীননীরদশ্রেণীসুস্নিগ্ধমঞ্জুসুন্দরম্ ॥ ৯৬ ॥
ফুল্লেন্দীবরসংকান্তি সুপস্পর্শসুখাশ্রয়ম্ ।
দলিতাঞ্জনপুঞ্জাভচিক্কণং শ্যামমোহনম্ ॥ ৯৭ ॥
সুস্নিগ্ধনীলকুটিলাশেষসৌরভকুন্তলম্ ।
তদঙ্গদক্ষিণে ভাগে শ্যামচূড়মনোহরম্ ॥ ৯৮ ॥
নানাবর্ণোজ্জ্বলং রাজচ্ছিখণ্ডদলমণ্ডিতম্ ।
মন্দারমঞ্জুসদ্গুচ্ছচূড়ং চারুবিভূষিতম্ ॥ ৯৯ ॥
ক্বচিদ্বহুদলশ্রেণীমুকুটেনাতিভূষিতম্ ।
অনেকমণিমাণিক্যকিরীটৈর্ভূষিতং ক্বচিৎ ॥ ১০০ ॥
লোলালকাবৃতং রাজৎকোটীন্দুসদৃশাননম্ ।
কস্তূরিতিলকভ্রাজন্মঞ্জুগোরোচনাদিকম্ ॥ ১০১ ॥
নীলেন্দীবরসুস্নিগ্ধসুদীর্ঘদললোচনম্ ।
আনৃত্যদ্ভ্রূলতাশ্লেষস্মিতসাচীনিরস্তরম্ ॥ ১০২ ॥
সুচারুন্নতসৌন্দর্য্যনাসাগ্রমনোহরম্ ।
নাসাগ্রগজমুক্তাংশুমুগ্ধীকৃতজগত্ত্রয়ম্ ॥ ১০৩ ॥
সিন্দূরারুণসুস্নিগ্ধাধরৌষ্ঠসুমনোহরম্ ।
নানাবনোল্লসৎস্বর্ণমকরাকৃতিকুণ্ডলম্ ॥ ১০৪ ॥

তদ্রশ্মিমঞ্জুসদ্দন্তমুকুরাভলসদ্দ্যুতিম্ ।
কর্ণোৎপলসুমন্দারমকরোত্তমভূষিতম্ ॥ ১০৫ ॥
ত্রৈলোক্যাদ্ভুতসৌন্দর্য্যতির্য্যগ্গ্রীবমনোহরম্ ।
প্রস্ফুরন্মণিমাণিক্যকম্বুকণ্ঠবিভূষিতম্ ॥ ১০৬ ॥
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং মুক্তাহারস্ফুরচ্ছ্রিয়ম্ ।
বিলসদ্দিব্যমাণিক্যমঞ্জুকাঞ্চনভূষিতে ॥ ১০৭ ॥
করে কঙ্কণকেয়ূরে কিঙ্কিণী কটিভূষিতম্ ।
মঞ্জুমঞ্জীরসৌন্দর্য্যশ্রীমদঙ্ঘ্রিবিরাজিতম্ ॥ ১০৮ ॥
কর্পূরাগুরুকস্তূরিবিলসচ্চন্দনাদিকম্ ।
গোরোচনাদিসম্মিশ্রদিব্যাঙ্গরাগচিত্রিতম্ ॥ ১০৯ ॥
স্নিগ্ধপীতধটীরাজৎপ্রপাদান্দোলিতাঞ্চলম্ ।
গভীরনাভিকমলং রোমরাজীনতস্রজম্ ॥ ১১০ ॥
সুবৃত্তজানুযুগলং পাদপদ্মমনোহরম্ ।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈঃ করাঙ্ঘ্রিতলশোভিতম্ ॥ ১১১ ॥
নখেন্দুকিরণশ্রেণীপূর্ণব্রহ্মৈককারণম্ ।
কেচিদ্বদন্তি তত্রার্দ্ধং ব্রহ্ম চিদ্রূপ মব্যয়ম্ ॥ ১১২ ॥
তদংশাংশং মহাবিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।
যোগীন্দ্রৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ তদেব হৃদি চিন্ত্যতে ॥ ১১৩ ॥
ত্রিভঙ্গললিতাশেষনির্ম্মাণসারনির্ম্মিতম্ ।
তির্য্যগ্গ্রীবং জিতানন্তকোটিকন্দর্পসুন্দরম্ ॥ ১১৪ ॥
বামাংসার্পিতসদ্দন্ত-স্ফুরৎকাঞ্চনকুণ্ডলম্ ।
সাপাঙ্গেক্ষণসুস্মেরং কোটিমন্মথসুন্দরম্ ॥ ১১৫ ॥
কুঞ্চিতাধরবিন্যস্তবংশীমঞ্জুকলস্বনৈঃ ।
জগত্রয়ং মোহয়ন্তং মজ্জয়ন্তং সুখার্ণবে ॥ ১১৬ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

পরমং কারণং কৃষ্ণং গোবিন্দাখ্যং মহৎ পদম্।
বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নির্গুণস্যৈককারণম্॥ ১১৭॥
তদ্রহস্যস্য মাহাত্ম্যং কিমৈশ্বর্য্যঞ্চ সুন্দরম্।
তদ্ব্রূহি দেবদেবেশ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো॥ ১১৮॥

ঈশ্বর উবাচ।

যদঙ্ঘ্রিনখচন্দ্রাংশুমহিমান্তো ন বিদ্যতে।
তন্মাহাত্ম্যং কিয়দ্দেবি প্রোচ্যতে ত্বং সদা শৃণু॥ ১১৯॥
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড মনন্তত্রিগুণোচ্ছয়ে।
তৎকলাকোটিকোট্যংশকোটিকোট্যংশকো বিধুঃ॥ ১২০॥
তৎপ্রকাশক-কোট্যংশরশ্ময়ো রবিবিগ্রহাঃ।
তৎশ্যামদেহকিরণৈঃ পরানন্দরসামৃতৈঃ॥ ১২১॥
পরমামোদচিদ্রূপৈ র্নির্গুণস্যৈককারণম্।
তদংশকোটিকোট্যংশা জীবাস্তৎকিরণাত্মকাঃ॥ ১২২॥
তদঙ্ঘ্রিপঙ্কজ দ্বন্দ্বনখচন্দ্রমণিপ্রভাম্।
আহুঃ পূর্ণব্রহ্মণোঽপি কারণং বেদদুর্গমম্॥ ১২৩॥
তদংশসৌরভানন্তকোট্যংশো ব্রহ্মমোহনঃ।
তৎস্পর্শপুষ্পগন্ধাদিনানাসৌরভসংভবঃ॥ ১২৪॥
তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্ত্বাদ্যা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা।
তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যা স্ত্রিগুণাত্মিকাঃ॥ ১২৫॥
অস্যাঙ্ঘ্রিরজসঃ স্পর্শাৎ কোটিবিষ্ণুঃ প্রজায়তে॥ ১২৬॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াসিকে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

বৃন্দাবরণ মেতস্য যে বা পারিষদাঃ প্রভো।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব কৃপাময়॥ ১॥

ঈশ্বর উবাচ।

রাধয়া সহ গোবিন্দং রত্নসিংহাসনে স্থিতম্।
পূর্ব্বোক্তরূপলাবণ্যং দিব্যভূষাস্রগম্বরম্॥ ২॥
ত্রিভঙ্গমঞ্জুসুস্নিগ্ধং গোপীলোচনতারকম্।
তদ্বাহ্যে যোগপীঠে চ স্বর্ণসিংহাসনাবৃতে॥ ৩॥
প্রত্যঙ্গরভসাবেশাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ।
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যষ্টৌ মূলপ্রকৃতিরাধিকা॥ ৪॥
সম্মুখে ললিতা দেবী শ্যামলা তস্য বায়বে।
উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা ঐশান্যাং শ্রীহরিপ্রিয়া॥ ৫॥
বিশাখা চ তথা পূর্ব্বে শৈব্যা চাগ্নৌ ততঃ পরম্।
তথাচ দক্ষিণে ভদ্রা নৈঋর্তে ক্রমশঃ স্থিতা॥ ৬॥
অগ্রে তস্মানসা ধন্যা গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।
শুদ্ধকাঞ্চনপুঞ্জাভাঃ সুপ্রসন্নাঃ সুলোচনাঃ॥ ৭॥
কোটিকন্দর্পলাবণ্যাঃ কিশোরবয়সান্বিতাঃ।
দিব্যালঙ্কারভূষাভি র্নাসাগ্রগজমৌক্তিকাঃ॥ ৮॥
বিচিত্রবেশাভরণা শ্চারুচঞ্চললোচনাঃ।
তদ্দ্বন্দ্বহৃদয়ারূঢ়া স্তদাশ্লেষসমুৎসুকাঃ॥ ৯॥
শ্যামামৃতরসে মগ্নাঃ স্ফুরত্তদ্ভাবমানসাঃ।

নেত্রোৎপলার্চ্চিতে কৃষ্ণপাদাব্জেঽর্পিতচেতসঃ ॥ ১০ ॥
শ্রুতিকন্যা স্ততো দক্ষে সহস্রাযুতসংযুতাঃ।
জগন্মুগ্ধীকৃতাকারা হৃদ্বৃত্তিকৃষ্ণলালসাঃ ॥ ১১ ॥
নানাপঞ্চস্বরালাপমুগ্ধীকৃতজগত্রয়াঃ।
তন্নিগূঢ়রহস্যানি গায়ন্ত্যঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥ ১২ ॥
দেবকন্যাগণাঃ সর্ব্বে দিব্যবেশরসোজ্জ্বলাঃ।
নানাবৈদগ্ধ্যনিপুণা দিব্যবেশভরান্বিতাঃ ॥ ১৩ ॥
সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্যলাবণ্যাঃ কটাক্ষাতিমনোহরাঃ।
নির্লজ্জাস্তত্র গোবিন্দে তদঙ্গস্পর্শনোৎসুকাঃ ॥ ১৪ ॥
তদ্ভাবমগ্নমনসঃ স্মিতসাচীনিরীক্ষণাঃ।
মন্দিরস্য ততো বাহ্যে প্রিয়পারিষদাবৃতে ॥ ১৫ ॥
সমানবেশবয়সঃ সমানবলপৌরুষাঃ।
সমানগুণকর্ম্মাণঃ সমানাভরণশ্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
সমানস্বরসংগীতবেণুবাদনতৎপরাঃ।
শ্রীদামা পশ্চিমদ্বারে সুদামা চোত্তরে তথা ॥ ১৭ ॥
বসুদামা তথা পূর্ব্বে কিঙ্কিণী চাপি দক্ষিণে।
তদ্বাহ্যে স্বর্ণপীঠে চ সুবর্ণমন্দিরাবৃতে ॥ ১৮ ॥
স্বর্ণবেদ্যন্তরস্থে তু স্বর্ণাভরণভূষিতে।
স্তোককৃষ্ণাংশুভদ্রাদ্যৈ র্গোপালৈ রযুতাযুতৈঃ ॥ ১৯ ॥
শৃঙ্গবীণাবেত্রবেণুবয়োবেশাকৃতিস্বরৈঃ।
তদ্গুণধ্যানসংযুক্তৈ র্গায়দ্ভী রসবিহ্বলৈঃ ॥ ২০ ॥
চিত্রার্পিতৈশ্চিত্ররূপৈঃ সদানন্দাশ্রুবর্ষিভিঃ।
পুলকাকুলসর্ব্বাঙ্গৈ র্যোগীন্দ্রৈরিব বিস্মিতৈঃ ॥ ২১ ॥
ক্ষরৎপয়োভি র্গোবৃন্দৈ র্লক্ষসংখ্যৈ রুপাবৃতম্।
তদ্বাহ্যে স্বর্ণপ্রাচীরে কোটিসূর্য্যসমুজ্জ্বলে ॥ ২২ ॥

চতুর্দিক্ষু মহোদ্যানমঞ্জসৌরভমোহিতে।
পশ্চিমে সম্মুখে শ্রীমৎপারিজাতদ্রুমাশ্রয়ে ॥ ২৩ ॥
তত্রাধস্তু স্বর্ণপীঠে স্বর্ণমন্দিরমণ্ডিতে।
তন্মধ্যে মণিমাণিক্যস্বর্ণসিংহাসনোজ্জ্বলে ॥ ২৪ ॥
তত্রোপরি পরানন্দং বাসুদেবং জগৎপ্রভুম্।
ত্রিগুণাতীতচিদ্রূপং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ২৫ ॥
ইন্দ্রনীলঘনশ্যামং নীলকুঞ্চিতকুন্তলম্।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং মকরাকৃতিকুণ্ডলম্ ॥ ২৬ ॥
চতুর্ভুজাজচক্রাসিগদাশঙ্খাদ্যদায়ুধম্।
আদ্যন্তরহিতং নিত্যং প্রধানপুরুষোত্তমম্ ॥ ২৭ ॥
জ্যোতীরূপং মহদ্ধাম পুরাণং বনমালিনম্।
পীতাম্বরধরং স্নিগ্ধং দিব্যভূষণভূষিতম্ ॥ ২৮ ॥
দিব্যানুলেপনং রাজচ্চিত্রিতাঙ্গমনোহরম্।
রুক্মিণী সত্যভামাচ নাগ্নজিত্যা সুলক্ষণা ॥ ২৯ ॥
মিত্রবিন্দা সুনন্দা চ তথা জাম্ববতী প্রিয়া।
সুশীলা চাষ্টমহিষী বাসুদেবাবৃতা ততঃ ॥ ৩০ ॥
উদ্ধবাদ্যাঃ পারিষদা কৃষ্ণয়ো ভক্তিতৎপরাঃ।
উত্তরে সুমহোদ্যানে হরিচন্দনসংশ্রয়ে ॥ ৩১ ॥
তত্রাধস্তু স্বর্ণপীঠে মনিমণ্ডপমণ্ডিতে।
তন্মধ্যে হেমনির্ম্মাণদলে সিংহাসনোজ্জ্বলে ॥ ৩২ ॥
তত্রৈব সহ রেবত্যা সংকর্ষণহলায়ুধম্।
ঈশ্বরস্য প্রিয়ানন্ত মভিন্নগুণরূপিণম্ ॥ ৩৩ ॥
শুদ্ধস্ফটিকসংকাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণম্।
নীলপট্টধরং স্নিগ্ধং দিব্যভূষাম্বরস্রজম্ ॥ ৩৪ ॥
মধুপানসদাসক্তং মদাঘূর্ণিতলোচনম্।

প্রাচীরদক্ষিণে ভাগে মঞ্জুলাভ্যন্তরস্থিতে ॥ ৩৫ ॥
সন্তানবৃক্ষমূলে তু মঞ্জুমন্দিরমণ্ডিতে।
তন্মধ্যে মণিমাণিক্যদিব্যসিংহাসনোজ্জ্বলে ॥ ৩৬ ॥
প্রদ্যুম্নং সরতিং দেবং তত্রোপরি সুখে স্থিতম্।
জগন্মোহনসৌন্দর্য্যসারশ্রেণীরসাত্মকম্ ॥ ৩৭ ॥
অসিতাঞ্জনপুঞ্জাভ মরবিন্দদলেক্ষণম্।
দিব্যালঙ্কারভূষাঢ্যং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ॥ ৩৮ ॥
জগন্মুগ্ধীকৃতাশেষসৌন্দর্য্যাশ্চর্য্যবিগ্রহম্।
পূর্ব্বোদ্যানে মহারণ্যে সুরদ্রুমসমাশ্রয়ে ॥ ৩৯ ॥
তত্রাধস্ত মহাপীঠে হেমমণ্ডপমণ্ডিতে।
তস্য মধ্যস্থিতে দিব্যে দিব্যসিংহাসনোজ্জ্বলে ॥ ৪০ ॥
দেব্যোষয়া সমং শ্রীমদনিরুদ্ধং জগৎপতিম্।
সান্দ্রানন্দং ঘনশ্যামং সুস্নিগ্ধং নীলকুন্তলম্ ॥ ৪১ ॥
নীলোৎপলদলস্নিগ্ধচারুচঞ্চললোচনম্।
সুভ্রূন্নতলতাভঙ্গসুকপোলং সুনাসিকম্ ॥ ৪২ ॥
সুগ্রীবং সুন্দরোরস্কং মনোহরমনোহরম্।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কণ্ঠভূষাবিভূষিতম্ ॥ ৪৩ ॥
মঞ্জুমঞ্জীরমাধুর্য্যাশ্চর্য্যসৌন্দর্য্যশোভিতম্।
প্রিয়ভৃত্যগণারাধ্যং যত্র সঙ্গীতকপ্রিয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
পূর্ণব্রহ্মরসানন্দং শুদ্ধসত্বস্বরূপিণম্।
তস্যোর্দ্ধে চান্তরীক্ষে চ বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৪৫ ॥
অনাদি মাদিং চিদ্রূপং চিদানন্দপরং প্রভুম্।
ত্রিগুণাতীত মব্যক্তং নিত্যমক্ষর মব্যয়ম্ ॥ ৪৬ ॥
সন্মেঘপুঞ্জমাধুর্য্যসৌন্দর্য্যশ্যামবিগ্রহম্।
নীলকুঞ্চিতসুস্নিগ্ধকেশপাশাতিসুন্দরম্ ॥ ৪৭ ॥

অরবিন্দদলস্নিগ্ধং সুদীর্ঘচারুলোচনম্।
কিরীটকুণ্ডলোদ্ভাসি-জগত্ত্রয়মনোহরম্॥ ৪৮॥
চতুর্ভুজাত্তচক্রাব্জগদাশঙ্খসুশোভিতম্।
কঙ্কণাঙ্গদকেয়ূরকিঙ্কিণীমঞ্জুনূপুরম্॥ ৪৯॥
শ্রীবৎসকৌস্তুভভ্রাজদ্বনমালাবিভূষিতম্।
মঞ্জুমুক্তাকলোদারহারদ্যোতিতবক্ষসম্॥ ৫০॥
হেমাম্বরধরং শ্রীমদ্বিনতাসুতবাহনম্।
লক্ষ্মীসরস্বতীভ্যাঞ্চ সংশ্রিতোভয়পার্শ্বকম্॥ ৫১॥
পূর্ণব্রহ্মস্থৈশ্বর্য্যং সম্মাধুর্য্যরসাশ্রয়ম্।
মুনীন্দ্রাদ্যৈঃ স্তূয়মানং প্রিয়পারিষদাবৃতম্॥ ৫২॥
সর্ব্বকারণসর্ব্বেশং স্মরেদ্ যোগেশ্বরেশ্বরম্।
তস্য চাধস্ত পাতালে আধারশক্তিসংস্থিতে॥ ৫৩॥
মণিমণ্ডপমধ্যে চ মণিসিংহাসনোজ্জ্বলে।
শ্রীমদনন্তং তত্রস্থং তদ্রূপধ্যানতৎপরম্॥ ৫৪॥
তন্মধ্যে স্ফটিকাঢ্যচ্ছপ্রাচীরে সুমনোহরে।
চতুর্দ্দিক্ষু চ তদ্দিব্যপ্রতিবিম্বসমুজ্জ্বলে॥ ৫৫॥
বিলসৎপুষ্পসৌরভ্যমুগ্ধীকৃতজগত্ত্রয়ে।
অগ্রে সুরগণৈঃ সর্ব্বৈঃ সুরেন্দ্রবিধিশঙ্করৈঃ॥ ৫৬॥
দিব্যাঙ্গমঞ্জুসৌন্দর্য্যযথাভূষণবাহনম্।
যথেপ্সিতবরপ্রার্থ্যং তদগ্রে ভুবনোৎসুকম্॥ ৫৭॥
দক্ষিণে মুনিবৃন্দৈশ্চ শুদ্ধসত্ত্বান্বিতাত্মভিঃ।
তদ্ভক্তিসাধনৈ ধর্ম্মং বাঞ্ছদ্ভি র্ভক্তিতৎপরৈঃ॥ ৫৮॥
যোগীন্দ্রাদ্যৈশ্চ তৎপৃষ্ঠে সনকাদ্যৈ র্মহাত্মভিঃ।
আত্মারামৈশ্চ চিদ্রূপৈ স্তন্মূর্ত্তিস্ফূর্ত্তিতৎপরৈঃ॥ ৫৯॥
হৃদয়ারূঢ়তদ্ধ্যানৈ র্নাসাগ্রন্যস্তলোচনৈঃ।

ক্রিয়তেঽহৈতুকী ভক্তি র্দৃঢ়বুদ্ধিকায়ভাবিতৈঃ ॥ ৬০ ॥
তৎসব্যে সিদ্ধগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরাদিভিঃ।
সকান্তৈ রপ্সরঃসংঘৈ র্নিত্যসঙ্গীততৎপরৈঃ ॥ ৬১ ॥
তদঙ্ঘ্রি ভজনাৎ কামং বাঞ্ছদ্ভিঃ কৃষ্ণলালসৈঃ।
তদগ্রে বৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বৈ শ্চান্তরীক্ষে সুখাসনে ॥ ৬২ ॥
প্রহ্লাদনারদাদৈ্যশ্চ কুমারৈঃ শুকবৈষ্ণবৈঃ।
জনকাদৈ্যর্লসদ্ভাবৈঃ সদৈব স্ফূর্ত্তিতৎপরৈঃ ॥ ৬৩ ॥
পুলকাকুলসর্ব্বাঙ্গৈঃ স্ফুরৎপ্রেমরসাকুলৈঃ।
রহস্যামৃতসংসিক্তৈ র্বন্দ্যোঽষ্টাক্ষরো মনুঃ ॥ ৬৪ ॥
মন্ত্রচূড়ামণিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বমন্ত্রৈককারণম্।
সর্ব্বদেবস্য মন্ত্রাণাং বিষ্ণুমন্ত্রস্তু জীবনং ॥ ৬৫ ॥
শ্রীবিষ্ণোঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাম্ কৃষ্ণমন্ত্রস্তু কারণম্।
সর্ব্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং কৈশোরো মন্ত্রহেতুকঃ ॥ ৬৬ ॥
সর্ব্বকৈশোরমন্ত্রাণাং হেতুশ্চূড়ামণির্মনুঃ।
জপং কুর্ব্বন্তি মনয়া পূর্ণপ্রেমসুখাশ্রয়াঃ ॥ ৬৭ ॥
বাঞ্ছন্তি তৎপদাম্ভোজে নিশ্চলপ্রেমসাধনম্।
তদ্বাহ্যে স্ফটিকাদ্যৈশ্চ প্রাচীরৈঃ সুমনোহরম্ ॥ ৬৮ ॥
কুঙ্কুমৈঃ সিতরক্তাদৈ্যশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমুজ্জ্বলৈঃ।
শোভিতং পাবনং লোকপরমং পাদমব্রবৈ ॥ ৬৯ ॥
কিরীটকুণ্ডলোদ্দীপ্তং দ্বারপালকমুত্তরে।
গৌরং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং শঙ্খচক্রাম্বুজায়ুধম্ ॥ ৭০ ॥
কিরীটকুণ্ডলাদৈ্যশ্চ শোভিতং বনমালিনম্।
পূর্ব্বদ্বারে দ্বারপালং গৌরং বিষ্ণুং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭১ ॥
পশ্চিমেরক্তবর্ণঞ্চ শঙ্খচক্রগদায়ুধম্।
চতুর্ভুজং স্মরেদ্বিষ্ণুং দ্বারপালং সপদ্মকম্ ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণবর্ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রাদিভূষিতম্ ।
দক্ষিণে রক্ষিণং দ্বারে শ্রীবিষ্ণুং ঘোররূপিণম্ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াসিকে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ।

ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বসম্ভব ।
দেবদেবমহাদেব সর্ব্বাত্মকরুণাকর ॥ ১ ॥
ত্বয়ামু কথিতৈবাহং ভূয়োঽপ্যদ্যানুকম্পায় ।
ত্রৈলোক্যমোহনো মন্ত্রস্ত্বয়ামে কথিতঃ প্রভো ॥ ২ ॥
তেনদেবেন গোপীভির্ম্মহামোহনমূর্ত্তিনা ।
কেন পুণ্যবিশেষেণ চিক্রীড়ে তদ্বদস্ব মে ॥ ৩ ॥

মহাদেব উবাচ ।

একদা বাদয়ন্ বীণাং নারদো মুনিপুঙ্গবঃ ।
কৃষ্ণাবতারমাজ্ঞায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ৪ ॥
গত্বা তত্র মহাযোগী যোগীশং বিভুমচ্যুতম্ ।
বালনাট্যধরং দেবং দদৃশে নন্দবেশ্মনি ॥ ৫ ॥
সুকোমলপটাস্তীর্ণে হেমপর্য্যঙ্ককোপরি ।
শয়ানাং গোপকন্যাভিঃ প্রেক্ষ্যমানং মুহুর্ম্মুদা ॥ ৬ ॥
অতীবসুকুমারাঙ্গং মুগ্ধমুগ্ধাবলোকনম্ ।
বিন্ন্যস্তনীলকুটিল কুন্তলাবলিমণ্ডলম্ ॥ ৭ ॥
কিঞ্চিৎস্মিতাংকুরব্যঞ্জদেকদ্বিরেফ কুট্মলম্ ।

স্বপ্রভাভির্ভাসয়ন্তং সমস্তভবনোদরম্ ॥ ৮ ॥
দিগ্বাসসং সমালোক্য সোঽতিহর্ষমবাপহ।
সংভাষ্যগোপপতিং নন্দমাহ সর্ব্বংপ্রভুপ্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥
নারায়ণপরাণান্ত জীবনাদপি দুর্ল্লভম্ ॥ ১০ ॥

নারদ উবাচ।

অস্যপ্রভাবমতুলং ন জানন্তীহ কেচন।
ভবব্রহ্মাদয়োঽপ্যস্মিন্‌রতিং বাঞ্ছন্তি শাশ্বতীম ॥ ১১ ॥
চরিতং চাস্যবালস্য সর্ব্বেষামেব হর্ষণম্।
মুদাগায়ন্তি শৃন্বন্তি অভিনন্দন্তি মাদৃশাঃ ॥ ১২ ॥
অস্মিং স্তব সুতেঽ চিন্ত্যপ্রভাবে স্নিগ্ধমানসাঃ।
ভবিষ্যন্তি ন তেষাং বৈ ভববাধা ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥
মুক্ত্যেহপরলোকাশাঃ সর্ব্বাঃ সংত্যজ্য সত্তম।
একান্তেনৈব ভাবেন বালেঽস্মিন্‌ প্রীতিমাচর ॥ ১৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা নন্দভবনান্নিষ্ক্রান্তো মুনিপুঙ্গবঃ।
তেনার্চ্চিতো বিষ্ণুবুদ্ধ্যা প্রণম্যচ বিসর্জ্জিতঃ ॥ ১৫ ॥
অথাসৌ চিন্তয়ামাস মহাভাগবতো মুনিঃ।
অস্য রামা ভগবতী রম্যা ত্যক্ত্বা বিকুণ্ঠকম্ ॥ ১৬ ॥
বিধায়গোপিকারূপং ক্রীড়ার্থং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
অবশ্যমবতীর্ণাসা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥
তামহংবিচিনোম্যদ্য গেহেগেহে ব্রজৌকসাম্।
বিমৃশ্যৈবং মুনিবরো গেহানি ব্রজবাসিনাম্ ॥ ১৮ ॥
প্রবিবেশাতিথি র্ভূত্বা বিষ্ণুবুদ্ধ্যা সুপূজিতঃ।
সর্ব্বেষাং বল্লবাদীনাং রতিং নন্দসুতে পরাম্ ॥ ১৯ ॥
দৃষ্ট্বামুনিবরঃ সর্ব্বান্‌ মনসা প্রণনাম হ।
গোপালানাং গৃহে বালা দদর্শাদ্ভুতরূপিনীঃ ॥ ২০ ॥

সন্তুষ্টা তর্কয়ামাস রমা এষা নসংশয়ঃ ।
প্রবিবেশ ততো ধীমান্ নন্দসখ্যুর্মহাত্মনঃ ॥ ২১ ॥
কস্যচিদ্ গোপবর্য্যস্য ভানুনাম্নো গৃহংমহৎ ।
অর্চ্চিতোবিধিবত্তেন সোহপ্যপৃচ্ছমহামনাঃ ॥ ২২ ॥
সাধো ত্বমসি বিখ্যাতো ধর্ম্মনিষ্ঠতয়া ভুবি ।
তবাহং ধনপুত্রাদিসমৃদ্ধিং সংবিভাবয়ে ॥ ২৩ ॥
কশ্চিত্তেযোগ্যপুত্রোহস্তি কন্যা বা শুভলক্ষণা ।
যতস্তে কীর্ত্তিরখিলা লোকব্যাপ্তা ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥
ইত্যুক্তোমুনিবর্য্যেন ভানুরাণীয় পুত্রকম্ ।
মহাতেজস্বিনং দ্রষ্টুং নারদায়াভ্যনন্দয়ৎ ॥ ২৫ ॥
দৃষ্টামুনিবর স্তস্ত রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং সুগ্রীবং সুন্দরভ্রুবম্ ॥ ২৬ ॥
চারুদন্তং চারুবর্ণং চার্ব্বায়তলসদ্ভুজম্ ।
ঈষদ্গৌরতনুশ্চৈব তথা চারুকটিস্থলম্ ॥ ২৭ ॥
রামকৃষ্ণসমং প্রেম্না তমঙ্কে সমরোপয়ৎ ।
আলিঙ্গ্য গাঢ়ং বাহুভ্যাং স্নেহাশ্রূনি বিমুচ্যচ ॥ ২৮ ।
ততঃ সগদ্গদঃ প্রাহ প্রণয়েন মহামুনিঃ ।
অয়ংশিশুস্তে ভবিতা সুসখো রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ২৯ ॥
বিহরিষ্যতি তাভ্যাঞ্চ রাত্রিন্দিবমতন্দ্রিতঃ ।
তত আভাষ্য তং গোপপ্রবরং মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩০ ॥
যদা গন্তুং মনশ্চক্রে তদৈব ভানুরব্রবীৎ ।
একাস্তি পুত্রিকা ব্রহ্মন্ দেবপত্ন্যুপমা মম ॥ ৩১ ॥
কনীয়সী শিশোরস্য জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ ।
তৎস্নেহোদ্বিগ্নহৃদয়ো যাচে ত্বাং ভগবত্তম ॥ ৩২ ॥
প্রসন্নদৃষ্টিমাত্রেণ সুস্থিতাং কুরু বালিকাম্ ।

শ্রুত্বৈবং নারদোবাক্যং কৌতুকী হৃষ্টমানসঃ ॥ ৩৩ ॥
আনয়েতি সমাদিশ্য পুনরাপণমাস্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥
উত্থায়াঙ্কে নিধায়াতিস্নেহ বিহ্বলমানসঃ।
ভানুরপ্যাযযৌ ভক্তিনম্রো মুনিবরান্তিকম্ ॥ ৩৫ ॥
অথভাগবতশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণস্যাতি প্রিয়োমুনিঃ।
দৃষ্ট্বা তস্যাঃ পরং রূপ মদৃষ্টাশ্রুত মদ্ভুতম্ ॥ ৩৬ ॥
নানুভূতরসা মুগ্ধো হরিপ্রেম মহারসঃ।
বিগাহ্যপরমানন্দ সিন্ধুমেকরসায়নম্ ॥ ৩৭ ॥
মুহূর্ত্তদ্বিতয়ং তত্র মুনিরাসীন্নিরিন্দ্রিয়ঃ।
মুনীন্দ্রঃপ্রতিবুদ্ধস্তু শনৈরুন্মীল্যলোচনে ॥ ৩৮ ॥
মহাবিস্ময়মাপন্ন স্তূষ্ণীমেব স্থিতোঽভবৎ।
অন্তর্হৃদি মহাবুদ্ধিরেবমেবমচিন্তয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
ভ্রান্তিং সর্ব্বেষুলোকেষু ময়া স্বচ্ছন্দচারিণা।
অস্যারূপেন সদৃশী দৃষ্টাবৈ বচ কুত্রচিৎ ॥ ৪০ ॥
ব্রহ্মলোকে রুদ্রলোকে বিষ্ণুলোকেচ মে গতিঃ।
নকোঽপি শোভাকোট্যংশঃ কুত্রাপ্যস্যাবলোকিতঃ ॥ ৪১ ॥
মহামায়া ভগবতী দৃষ্টা শৈলেন্দ্রনন্দিনী।
যস্যারূপেণ সকলং মুহ্যতে সচরাচরম্ ॥ ৪২ ॥
সাপ্যস্যাঃ সুকুমারাঙ্গ্যা লক্ষ্মী নাপ্নোতি কর্হিচিৎ।
লক্ষ্মীঃ সরস্বতীকান্তিঃ বিদ্যাচাদ্যাবরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
ছায়ামপি স্পৃশন্ত্যস্যাঃ কদাচিন্নৈব লক্ষ্যতে।
বিষ্ণোর্যন্মোহনং রূপং হরোযেন বিমোহিতঃ ॥ ৪৪ ॥
ময়াদৃষ্টং তত্তদপি কুতোঽস্যাঃ সদৃশং ভবেৎ।
অতোঽস্যাস্তত্ত্বমাজ্ঞাতুং ন মে শক্তিঃ কথঞ্চন ॥ ৪৫ ॥
অন্যোঽপি নৈবজানন্তিপ্রায়েণৈনাং হরিপ্রিয়াম্।

অস্যাঃসন্দর্শনাদেব গোবিন্দচরণাম্বুজে ॥ ৪৬ ॥
যাপ্রেমর্দ্ধিরভূৎসামে ভূতপূর্ব্বা ন কর্হিচিৎ।
একান্তে নৌমি ভবতীং দর্শয়াথতু বৈভবম্ ॥ ৪৭ ॥
কৃষ্ণ-চগভবত্যস্যাঃ প্রিয়ঃ পরমতুষ্টয়ে।
বিমৈষ্যবং মুনির্গোপপ্রবরং প্রেষ্য কুত্রচিৎ ॥ ৪৮ ॥
নিভৃতেপরিতুষ্টাব বালিকাং দিব্যরূপিনীম্ ॥ ৪৯ ॥
ত্বয়ি দেবী মহাভাগে মাহেশ্বরি মহাপ্রভে।
মহামোহনদিব্যাঙ্গি মহামাধুর্য্যবর্ষিণি।
মহদ্ভুতরসানন্দশিক্ষিনি কৃতমানসে ॥ ৫০ ॥
হাভাগ্যেনকেনাপি গতাসি মম দৃক্পথম্।
নিত্যমন্তঃসুখাদৃষ্টি স্তবদেবি বিভাব্যতে ॥ ৫১ ॥
অন্তরেণ মহানন্দপরিতৈপ্তব লক্ষ্যসে।
প্রসন্নমধুরং সৌম্যসুস্নিগ্ধ মুখমণ্ডলম্ ॥ ৫২ ॥
ব্যনক্তি পরমাশ্চর্য্যং কমপ্যন্তঃ সুখোদয়ম্।
রজঃসম্বন্ধিকা লীলা শক্তিস্ত্বাঞ্চাসি শোভনে ॥ ৫৩ ॥
সৃষ্টিস্থিতিসমাহাররূপিনীত্বমধিষ্ঠিতা।
কাত্বংবিশুদ্ধ সদ্ধামশক্তি র্বিদ্যাত্মিকাপরা ॥ ৫৪
পরমানন্দসন্দোহং দধতীং বৈষ্ণবং পরম্।
কাত্বমাশ্চর্য্যবিভবে ব্রহ্মরুদ্রাদিদুর্গমে ॥ ৫৫ ॥
যোগীন্দ্রাণাং ধ্যানপরং নত্বাং স্পৃশতি কর্হিচিৎ।
ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি র্জ্ঞানশক্তিস্তথাপরা ॥ ৫৬ ॥
তবাংশমাত্রমিত্যেবং মত্বাচ সংপ্রবর্ত্ততে।
যাযা বিভূতয়ো নিত্যা ত্বম্মায়ার্ভকমায়িনঃ ॥ ৫৭ ॥
পরেশস্যমহাবিষ্ণোস্তাঃ সর্ব্বাস্তে কলাকলাঃ।
আনন্দরূপিনী শক্তিস্ত্বমিশ্বরী নশংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

ত্বয়াক্রীড়িষ্যতে কৃষ্ণোনূনং বৃন্দাবনেবনে।
কৌমারেণৈব রূপেণ ত্বং বিশ্বস্যবিমোহিনী ॥ ৫৯ ॥
তারুণ্যবয়সা স্পৃষ্টং কীদৃক্‌তে রূপমব্যয়ম্।
কীদৃশংতব লাবণ্যং নিজরূপং মহেশ্বরি ॥ ৬০ ॥
প্রণতায় প্রপন্নায় প্রকাশয়িতুমর্হসি ॥ ৬১ ॥
ইত্যুক্তামুনিবর্য্যেন তদনুপ্লুতচেতসা।
মহামহেশ্বরীংনত্বা মহানন্দময়ীং পরাম্॥ ৬২ ॥
মহাপ্রেমভবেকার্য্যে ব্যাকুলাঙ্গীং শুভেক্ষণাম্।
ঈক্ষমানেন গোবিন্দমেবং বর্ণয়তোস্থিতম্॥ ৬৩ ॥
জয়কৃষ্ণমনোহারিন্ জয়বৃন্দাবন প্রিয়।
জয়কেলিকলাভিজ্ঞ জয় আনন্দবিহ্বল।
জয়নীলঘনাভাস জয়পীতবরাম্বর ॥ ৬৪ ॥
জয়মন্দারমালাঢ্য জয়মন্দস্মিতানন।
জয়ভ্রূভঙ্গললিত জয় বেণুরবাকুল ॥ ৬৫ ॥
জয় বর্হিকৃতোত্তংশ জয় গোপীবিমোহন।
জয় কুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গ জয় রত্নবিভূষণ ॥ ৬৬ ॥
কদাহং ত্বৎপ্রসাদেন চানয়া দিব্যরূপয়া।
সহিতং নবতারুণ্যং মনোহারি বপুঃশ্রিয়া ॥ ৬৭ ॥
বিলোকয়িষ্যে কৈশোরং মোহনং তাংজগৎপতে।
এবং কীর্ত্তয়স্তস্য তৎক্ষণাদেবসাপুঃ ॥ ৬৮ ॥
বভূবদধতী দিব্যরূপমত্যন্তদুর্লভম্।
চতুর্দ্দশাব্দবয়সা ললিতং ললিতাৎপরম্ ॥ ৬৯ ॥
সমানবয়সশ্চান্যা স্তদৈবব্রজবালিকাঃ।
আগত্যবেষ্টয়ামাসু র্দিব্যভূষাম্বরস্রজঃ ॥ ৭০ ॥
মুনীন্দ্রস্তুতিনিশ্চেষ্টোবভূবাশ্চর্য্যমোহিতঃ।

বালাস্তাস্ত বয়স্যাবাশ্চরণাম্বুকৈ র্মুনিম্ ॥ ৭১ ॥
নিষিচ্য বোধয়ামাসু রূচুশ্চ কৃপয়ান্বিতাঃ ॥ ৭২ ॥
মুনিবর্য্য মহাভাগ সর্ব্বযোগেশ্বরেশ্বর।
ত্বয়ৈব পরয়াভক্ত্যা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
নূনমারাধিতোদেবো ভক্তানাং কামপূরকঃ ॥ ৭৩ ॥
যদিয়ং ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈ র্দেবৈঃ সিদ্ধমুনীশ্বরৈঃ।
মহাভাগবতৈশ্চান্যৈ র্দুর্দর্শা দুর্গমাপিচ ॥ ৭৪ ॥
অত্যদ্ভুত বয়োরূপমোহিনী হরিবল্লভা।
কেনাপ্যচিন্ত্যভাগ্যেন তব দৃষ্টিপথং গতা ॥ ৭৫ ॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠদেবর্ষে ধৈর্য্যমালম্ব সত্বরম্।
এনাং প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কুরু পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৬ ॥
কিনুপশ্যসি চার্ব্বঙ্গীমত্যন্ত ব্যাকুলামিব।
অস্মিন্নেব ক্ষণে নূন মন্তর্ধানং গমিষ্যতি ॥ ৭৭ ॥
নানয়া সহ সংলাপং কদাচিত্তে ভবিষ্যতি।
দর্শনঞ্চ পুনর্নাস্যাঃ প্রাপ্স্যসি ব্রহ্মবিত্তম ॥ ৭৮ ॥
কিন্তু বৃন্দাবনে কাপি ভাত্যশোকলতা শুভা।
সর্ব্বকালসুপুষ্পাঢ্যা সর্ব্বদিগ্বাপিসৌরভা ॥ ৭৯ ॥
গোবর্দ্ধনাদদূরেণ সুষমাখ্যসরোস্তটে।
তন্মূলে মধ্যরাত্রেতু দ্রক্ষস্যস্মানশেষতঃ ॥ ৮০ ॥
শ্রুত্বৈবং বচনং তাসাং স্নেহবিক্লব চেতসাম্।
যাবৎ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণিপত্যদণ্ডবন্মুনিঃ ॥ ৮১ ॥
তাবদেবৈব সাবালা পূর্ব্বরূপাব্যদৃশ্যতে।
তামেবতৎপরতয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রণম্য চ ॥ ৮২ ॥
স্পৃষ্ট্বা তচ্চরণাম্ভোজং পশ্চান্নেব স্থিতোমুনিঃ।
মুহূর্ত্তদ্বিতয়ং দৃষ্ট্বা বালাং নির্ম্মাণশোভনাং ॥ ৮৩ ।

আহূয় ভানুং প্রোবাচ ভবতঃ সর্ব্বশোভনা।
এবংস্বভাবা বালেয়ং ন সাধ্যা দৈবতৈরপি ॥ ৮৪ ॥
কিন্তু যদ্‌গৃহমেতস্যাঃ পদচিহ্নবিভূষিতম্।
তত্র নারায়ণো দেবঃ সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ ॥ ৮৫ ॥
লক্ষ্ম্যাচ বসতে নিত্যং সর্ব্বাভিশ্চৈব সিদ্ধিভিঃ।
অতএনাং বরারোহাং সর্ব্বভূষণভূষণাম্ ॥
দেবীমিব পরাং গেহে রক্ষ যত্নেন সত্তম ॥ ৮৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা মনসৈবৈনাং নত্বা ভাগবতোত্তমঃ।
তদ্রূপমেব সংস্মৃত্য প্রবিষ্টো গহনং শুভম্ ॥ ৮৭ ॥
অশোকলতিকামূলমাসাদ্য মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৮৮ ॥
প্রতীক্ষমাণো দেবীনাং তত্রৈবাগমনং নিশি।
স্থিতোঽত্র প্রেমবিকলশ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণবল্লভাম্ ॥ ৮৯ ॥
অথ মধ্যনিশাভাগে যুবত্যঃ পরমাদ্ভুতাঃ।
পূর্ব্বদৃষ্টা স্তথান্যাশ্চ বিচিত্রাভরণস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা মনসি সংভ্রান্তো দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি ॥ ৯০ ॥
পরিবার্য্য মুনিং সর্ব্বা স্তাস্তাঃ প্রবিবিশুঃ শুভাঃ ॥ ৯১ ॥
প্রষ্টুকামোঽপি স মুনিঃ কিঞ্চিৎ স্বাভিমতং প্রিয়ম্।
নাশকদ্রূপলাবণ্যশ্রিয়া চৈব প্রধর্ষিতঃ ॥ ৯২ ॥
তথাগতা মুনিশ্রেষ্ঠং কৃতাঞ্জলিমবস্থিতম্।
ভক্তিভাবানতগ্রীবং সবিস্ময়সসম্ভ্রমম্ ॥ ৯৩ ॥
সুবিনীততমং প্রাহ তত্রৈকা করুণান্বিতা।
অশোকলতিকায়াস্তু বসাম্যস্যাং মহামুনে ॥ ৯৪ ॥
রক্তাম্বরধরা নিত্যং রক্তমাল্যানুলেপনা ॥ ৯৫ ॥
রক্তসিন্দূরকলিতা রক্তপদ্মাবতংসিনী।
রক্তমাণিক্যকেয়ূরমুকুটাদিবিভূষিতা ॥ ৯৬ ॥

একদা প্রেয়সা সার্দ্ধং বিহরন্ত্যো মধূৎসবে।
তত্রৈব মিলিতা গোপবালিকাশ্চিত্রবাসসঃ ॥ ৯৭ ॥
অহঞ্চাশোকমালাভি র্গোপবেশধরং হরিম্।
রমারূপাশ্চ তাঃ সর্ব্বা ভক্ত্যা সম্যগপূজয়ম্ ॥ ৯৮ ॥
ততঃ প্রভৃতি চৈতাসাং মধ্যে তিষ্ঠামি সর্ব্বদা।
ভূষাভি র্বিবিধাভিশ্চ তোষয়িত্বা রমাপতিং ॥ ৯৯ ॥
মুনে তস্য প্রসাদেন বিজানামীহ সর্ব্বতঃ।
গোগোপগোপীকাদীনাং রহস্যং চাপি বেদ্ম্যহং ॥ ১০০ ॥
তব জিজ্ঞাসিতঞ্চাপি হৃদি মে প্রতিভাষিতং।
তাং দেবীমদ্ভুতাকারা মদ্ভুতানন্দদায়িনীং ॥ ১০১ ॥
হরেঃ প্রিয়ং হিরণ্যাভাং হীরকোজ্জ্বলমুদ্রিকাং।
কথং পশ্যামি লোলাক্ষীং কথং বা তৎপদাম্বুজং ॥ ১০২ ॥
আরাধয়ামি ভক্ত্যেতি ত্বয়া ব্রহ্মন্ বিমর্ষিতং।
তত্র তে কথয়িষ্যামি বৃত্তান্তং সুমহাত্মনাং ॥ ১০৩ ॥
মানসে সরসি স্নাত্বা তপস্তীব্র মুপেয়ুষাং।
জপতাং সিদ্ধমন্ত্রাংশ্চ ধ্যায়তাং হরিমীশ্বরং ॥ ১০৪ ॥
মুনীনাং কাঙ্ক্ষতাং নিত্যং তস্যা এব পদাম্বুজং।
একসপ্ততিসাহস্রসংখ্যকানাং মহৌজসাং।
যত্তেঽহং কথয়াম্যদ্য তদ্রহস্যং পরং মুনে ॥ ১০৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াসিকে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

তদেকাগ্রমনা ভূত্বা শৃণু দেবি বরাননে।
আসীদুগ্রতপা নাম মুনিরেকো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ১॥
সাগ্নিকো হ্যগ্নিমধ্যেচ চচারাত্যদ্ভুতং তপঃ।
জজাপ পরমং জপ্যং মন্ত্রং পঞ্চদশাক্ষরং॥ ২॥
কামদ্বয়েন পুটিতং কামদেবপদাৎ পরং।
কৃষ্ণায়েতি পদং স্বাহা সহিতং সিদ্ধিদং পরং॥ ৩॥
দধ্যৌচ শ্যামলং কৃষ্ণং রাসোন্মত্তং রসোৎসুকং।
পীতপট্টধরং বেণুং ধমন্ত মধরেহর্পিতং॥ ৪॥
নবযৌবনসম্পন্নং কর্ষন্তং পাণিনা প্রিয়াং।
এবং ধ্যানপরঃ কল্পশতান্তে দেহমুৎসৃজন্॥ ৫॥
সুনন্দনামগোপস্য কন্যাভূৎ স মহামুনিঃ।
সুনন্দেতি সমাখ্যাতা যা বীণাং বিভ্রতী করে॥ ৬॥
মুনিরন্যঃ সত্যতপ ইতিখ্যাতো মহাব্রতঃ।
স শুষ্কপত্রভুক্ তেপে প্রজজাপ পরং মনুং॥ ৭॥
রত্যন্তকামবীজেন পুটিতঞ্চ দশাক্ষরং।
দধ্যৌ চৈব মুনিবর শ্চিত্রবেশধরং হরিং॥ ৮॥
ধৃত্বা রমায়া দোর্ব্বল্লীদ্বিতয়ং কঙ্কণোজ্জ্বলং।
নৃত্যন্ত মুন্মদন্তঞ্চ সংশ্লিষ্যন্তং মুহুর্মুহুঃ॥ ৯॥
হসন্ত মুচ্চৈ রানন্দতরঙ্গজঠরস্বরং।
ধমন্তং বেণুমাজানু বৈজয়ন্ত্যা বিরাজিতং॥ ১০॥

স্বেদাম্ভঃকণসংস্পৃষ্টং ললাটবলিতাননং।
ত্যক্তবান্ স তু বৈ দেহং তপ্তসাধু মহামুনিঃ ॥ ১১ ॥
দশকল্পান্তরে চায়ং জাতো নন্দব্রজেষ্বিহ।
সুভদ্রনাম্নো গোপস্য কন্যা ভদ্রেতি বিশ্রুতা।
যস্যাঃ পাণিতলে দিব্যং ব্যজনং পরিদৃশ্যতে ॥ ১২ ॥
হবির্ধামাভিধো হ্যন্যস্তু কশ্চিদাসীন্মহামুনিঃ।
সোহতপ্যত তপঃ কর্ম্মনিষ্ঠ ত্যক্ত্বা চ ভোজনং ॥ ১৩ ॥
আশুসিদ্ধিকরং মন্ত্রং বিংশত্যর্ণঞ্চ জপ্তবান্।
অনন্তরং রমাবীজা দধ্যারূঢং তদেবহ ॥ ১৪ ॥
মায়াতঃ পরতো ব্যোম হংসাসৃক্ দ্যুতিচন্দ্রকং।
দধ্যৌ বৃন্দাবনে রম্যে মাধবীমণ্ডপে প্রভুং ॥ ১৫ ॥
উত্তানশায়িনং চারুপল্লবাস্তরণোপরি।
কদাচিদপি কামার্থে বল্লব্যারক্তনেত্রয়া ॥ ১৬ ॥
বক্ষোজযুগ্মেনাচ্ছাদ্য বিমলং বিপুলং মুহুঃ।
সংচুম্ব্যমানং গণ্ডান্তে দৃশ্যমানরদচ্ছদং ॥ ১৭ ॥
কলয়ন্তং প্রিয়াং দোর্ভ্যাং সহাসং সমুদাহৃতং।
স মুনিঃ সুবহূন্ দেহান্ ত্যক্ত্বা কল্পাত্রয়াৎ পরং ॥ ১৮ ॥
শারিঙ্গনাম্নো গোপস্য কন্যাভূৎ শুভলক্ষণা।
বৃন্দাবলীতি বিখ্যাতা নিপুণা চিত্রকর্ম্মণি।
যস্যাঃ দন্তেষু দৃশ্যন্তে বিচিত্রারুণবিন্দবঃ ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মবাদী মুনিঃ কশ্চিজ্জাবালি রিতি বিশ্রুতঃ।
সতপস্যা নিরতো যোগী বিচরন্ পৃথিবীমিমাং ॥ ২০ ॥
স একস্মিন্ মহারণ্যে যোজনাযুতবিস্তৃতে।
যদৃচ্ছয়াগতোহপশ্যে দেকাং বাপীং সুশোভনাং ॥ ২১ ॥
সর্ব্বত্র স্ফটিকাবদ্ধতটীং স্বাদুজলান্বিতাং।

বিকাশিকমলামোদবায়ুনাপরিশীলিতাং ॥ ২২ ॥
তস্যাঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে স্থূলো বটমহীরুহঃ।
অপশ্যত্তাপসীং কাঞ্চিৎ কুর্ব্বতীং দারুণং তপঃ॥ ২৩ ॥
তারুণ্যবয়সা যুক্তাং রূপেণাতিমনোহরাং।
চন্দ্রাংশুসদৃশাভাসাং সর্ব্বাবয়বশোভনাং ॥ ২৪ ॥
কৃত্বা কটিতটে বামপাণিং দক্ষিণহস্ততঃ।
জ্ঞানমুদ্রাঞ্চ বিভ্রাণাং মনিমিষায়তেক্ষণাং ॥ ২৫ ॥
ত্যক্তাহারবিহারাঞ্চ সুনিশ্চলতয়াস্থিতাং।
জিজ্ঞাসুস্তাং মুনিবর স্তস্থৌ তত্র শতং সমাঃ॥ ২৬ ॥
যদাতু তাং সমাদায় পূর্ণিতাং বিনয়ান্মুনিঃ।
অপৃচ্ছৎ কা ত্বমাশ্চর্য্যরূপা কিম্বা চরিষ্যসি ॥ ২৭ ॥
যদি যোগ্যং ভবেৎ তর্হি কৃপয়া বক্তু মর্হসি।
অথাব্রবীৎ শনৈর্বালা তপসাতীব্রকর্ষিতা ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্মবিদ্যাহ মতুলা যা যোগীভি র্বিমৃগ্যতে।
সাহং হরিপদাম্ভোজকাম্যয়া দুশ্চরং তপঃ ॥ ২৯ ॥
চরাম্যস্মিন্ বনে ঘোরে ধ্যায়ন্তী পুরুষোত্তমং।
ব্রহ্মানন্দেন পূর্ণাহং তেনানন্দেন পূর্ণধী ॥ ৩০ ॥
তথাপিশূন্য মাত্মানং মন্যে কৃষ্ণরতিং বিনা।
ইদানীমপি নির্ব্বিন্না দেহস্যাস্য বিসর্জ্জনং ॥ ৩১ ॥
কর্ত্তু মিচ্ছামি পুণ্যায়াং বাপিকায়া মিহৈবতু।
তৎশ্রুত্বা বচনং তস্যা মুনি রত্যন্তবিস্মিতঃ ॥ ৩২ ॥
পতিত্বা চরণে তস্যাঃ কৃষ্ণার্পিতমনা মুনিঃ।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীত স্ত্বক্ত্বাধ্যাত্মবিবেচনং ॥ ৩৩ ॥
তয়োক্তং মন্ত্রমাজ্ঞায় জগাম মানসং সরঃ।
তপোঽতি দুশ্চরং চক্রে তপো বিস্ময়কারকং ॥ ৩৪ ॥

একপাদস্থিতঃ সূর্য্যং নির্নিমেষং বিলোকয়ন্।
মন্ত্রং জজাপ পরমং পঞ্চবিংশতিবর্ণকং।
দধ্যৌ পরম ভাবেন কৃষ্ণমানন্দ রূপিণং॥ ৩৫॥
চরন্তং ব্রজবীথীষু বিচিত্রগতিলীলয়া।
ললিতৈঃ পাদবিন্যাসৈঃ কণয়ন্তঞ্চ নূপুরং॥ ৩৬॥
চিত্রকন্দর্পচেষ্টাভিঃ সস্মিতাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ।
সংক্ষোভিন্যাখ্যয়া বংশ্যা পঞ্চম্যারুণচিত্রয়া॥ ৩৭॥
বিম্বোষ্ঠপুটচুম্বিন্যা কলালাপৈর্মনোজ্ঞয়া।
হরন্তং ব্রজরামাণাং মনাংসি চ বপূংষি চ॥ ৩৮॥
শ্লথন্নীবীভিরাগত্য সহসালিঙ্গিতাঙ্গকং।
দিব্যমালাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং। ৩৯॥
শ্যামলাঙ্গপ্রভাপূর্ণৈর্মোহয়ন্তং জগত্ত্রয়ং।
স এবং বহুদেহেন সমুপাস্য জগৎপতিং।
নবকল্পান্তরে জাতা গোকুলে দিব্যরূপিণী॥ ৪০॥
কন্যা প্রচণ্ডনাম্নস্তু গোপস্যাতিযশস্বিনঃ।
চিত্রগন্ধেতি বিখ্যাতা সুকুমারী শুভাননা॥ ৪১॥
নিজাঙ্গসম্ভবৈর্গন্ধৈর্মোহয়ন্তী দিশো দশ।
সমেতাং পশ্য কল্যানীং বৃন্দশো মধুপায়িনীং॥ ৪২॥
অঙ্গেষু সংপতিষ্যন্তী মুৎসবেন সমাকুলাং।
অস্যা স্তনপরিষ্বঙ্গাৎ হরিং সর্ব্বৈর্বিহস্যতে।
বক্ষঃস্থলাদ্বিচ্যুতৈস্তু শ্চিত্রগন্ধাতিসৌরভৈঃ॥ ৪৩॥
অপরে মুনিবর্য্যাস্তু শতং সংযুতমানসাঃ।
বায়ুভক্ষা স্তপ স্তেপু র্জপন্তঃ পরমং মনুং॥ ৪৪॥
স্মরঃ কৃষ্ণায় কামায় কলাদি নিত্যশালিনে।
অগ্নায়ী সহিতং কৃত্বা মন্ত্রং পঞ্চদশাক্ষরং॥ ৪৫॥

দধ্যুমু নিবরাঃ কৃষ্ণমূর্ত্তিং দিব্যবিভূষণাং।
দিব্যচিত্রদুকূলেন ছন্নপীনকটিস্থলাং ॥ ৪৬ ॥
ময়ূরপদকৈঃ কৢপ্তচূড়ামুজ্জ্বলমণ্ডনাং।
সব্যজঙ্ঘান্ত আধায় দক্ষিণং চরণাম্বুজং ॥ ৪৭ ॥
পঙ্কজং ভ্রাময়ন্তীং বৈ চারুহস্তাম্বুজদ্বয়াং।
কক্ষদেশপরিক্ষিপ্তবেণুপরিচলৎপুটাং ॥ ৪৮ ॥
আনন্দয়ন্তীং গোপীনাং নয়নানি মনাংসিচ।
পরমাশ্চর্য্যরূপেণ প্রবিষ্টাং রঙ্গমণ্ডপে ॥ ৪৯ ॥
প্রসূনবর্ষৈ র্গোপীভিঃ পূজ্যমানঞ্চ সর্ব্বতঃ।
অথ কল্পান্তরে দেহং ত্যক্ত্বা জাতা ইহাধুনা ॥ ৫০ ॥
যাসাং কর্ণেষু দৃশ্যন্তে তাড়ঙ্কা রত্ননির্ম্মিতাঃ।
রত্নমালাশ্চ কণ্ঠেষু রত্নপুষ্পাণি বেণিষু ॥ ৫১ ॥
মুনিঃ শুচিশ্রবা নাম সুবর্ণো নাম চাপরঃ।
কুশধ্বজস্য ব্রহ্মর্ষে স্তনয়ৌ বেদপারগৌ ॥ ৫২ ॥
ঊর্দ্ধপাদৌ তপোঘোরং চেরতুস্ত্র্যক্ষরং মন্ত্রং।
ওঁহংস ইতি কৃত্বৈব জপন্তৌ যতমানসৌ ॥ ৫৩ ॥
ধ্যায়ন্তৌ গোকুলে কৃষ্ণং বালকং দশমাসিকং।
কন্দর্পসমরূপেন তারুণ্যললিতেনচ ॥ ৫৪ ॥
পাদারোপণ মারোপ্য মোদয়ন্ত মনারতং।
তৌ কল্পান্তে তনু ত্যক্ত্বা লব্ধবন্তৌ জগৎপতিং ॥ ৫৫ ॥
সুবীর নাম গোপস্য সুতৌ পরমধর্ম্মিণৌ।
যয়োর্হস্তে প্রদৃশ্যেত সারিকা শুভবাদিনী ॥ ৫৬ ॥
জটিলো যজ্ঞপূতশ্চ ধৃতাশী কক্রুরেবচ।
চত্বারো মুনয়ো ধন্যা ইহামুত্রচ নিস্পৃহাঃ ॥ ৫৭ ॥
কেবলেনৈব ভাবেন প্রপন্না বল্লবীপতিং।

তেপুস্তে সলিলে সর্ব্বে জজপুর্মন্ত্র মুত্তমং ॥ ৫৮ ॥
রমাত্রয়েন পুটিতং স্মরাদ্যন্তং দশাক্ষরং।
দধ্যুশ্চ গণভাবেন বল্লবীভি র্বনেবনে ॥ ৫৯ ॥
ভ্রমন্তং নৃত্যগীতাদ্যৈ র্মানয়ন্তং মনোভবং।
চন্দনালিপ্তসর্ব্বাঙ্গং জবাপুষ্পাবতংসিনং ॥ ৬০ ॥
শিখণ্ডাবদ্ধমুকুটং নীলপীতপটাবৃতং।
গোপকন্যা বভুবুস্তে গোকুলে শুভলক্ষণাঃ ॥ ৬১ ॥
ইমাস্তাঃ পুরতো রম্যাঃ উপবিষ্টা নতভ্রুবঃ।
যাসাং মারকতান্যেব বলয়ানি প্রকোষ্ঠকে।
বিচিত্রানি প্রদৃশ্যন্তে প্রযুক্তে দিব্যমৌক্তিকৈঃ ॥ ৬২ ॥
মুনি দীর্ঘতপানাম ব্যাসোঽভুৎ কল্পকল্পকে ॥ ৬৩ ॥
তৎপুত্রঃ শুক ইত্যাখ্যাং লেভে মুনিবরৈঃ কৃতাং ॥ ৬৪ ॥
জাতমাত্রস্তু যোবাল্যৈঃ পাঠ্যমানঃ সদাশ্রমে।
প্রোক্তমাত্রান্ বেদবর্ণান্ জগৃহে সদ্য এব সঃ।
শুক ইত্যেব চ প্রোচুঃ শুকবৎ পঠিতং যতঃ ॥ ৬৫ ॥
সোঽপি বাল্যো মহাপ্রাজ্ঞ স্তদেবানুস্মরন্ পদং।
বিহায় পিতৃমাত্রাদি কৃষ্ণং ধ্যাত্বা বনং গতঃ ॥ ৬৬ ॥
স তত্র মানসে দিব্যৈ রুপচারৈ রহর্নিশং।
অনাহারো ঽর্চ্চয়দ্বিষ্ণুং গোপরূপিণ মীশ্বরং ॥ ৬৭ ॥
রময়া পুটিতং মন্ত্রং জপন্নষ্টাদশাক্ষরং।
দধ্যৌ পরমভাবেন হরিং হেমতরোরধঃ ॥ ৬৮ ॥
হেমমণ্ডপিকায়াঞ্চ হেমসিংহাসনোপরি।
আসীনং বামহস্তেন দধানং হেমপুত্তিকাং ॥ ৬৯ ॥
দক্ষিণেন ভ্রাময়ন্তং পাণিনা হেমপঙ্কজং।
হেমদ্রবিণপ্রিয়য়া পরিকুপ্তাঙ্গচিত্রকং। ॥ ৭০ ॥

হর্ষস্তু মতিহর্ষেণ পশ্যস্তঞ্চ নিজাশ্রমং।
দ্বেচ মুখ্যতমে গোপ্যৌ সমানবয়সৌ শুভে ॥ ৭১ ॥
একত্রেতে একনিষ্ঠে একভাবৈকবর্ণকে।
তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যা তত্র কান্যা তড়িৎপ্রভা ॥ ৭২ ॥
একা নিদ্রায়মানাক্ষী পরা সৌম্যায়তেক্ষণা।
অর্চ্চয়ৎ পরয়া ভক্ত্যা তে হরেঃ সব্যদক্ষিণে।
স কল্পান্তে তনুং ত্যক্ত্বা গোকুলেঽভূন্মহাত্মনঃ ॥ ৭৩ ॥
উপানন্দস্য দুহিতা নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ।
সেয়ং কৃষ্ণস্য বনিতা পীতশাটীপরিচ্ছদা ॥ ৭৪ ॥
রক্তচেলিকয়াচ্ছন্নশাতকুম্ভঘনস্তনী।
দধতী রক্তসিন্দূরং সর্ব্বাঙ্গস্যাবগুণ্ঠনং ॥ ৭৫ ॥
স্বর্ণকুণ্ডলনির্ভাতগণ্ডদেশা সুশোভনা।
স্বর্ণপঙ্কজমালাঢ্যা কুঙ্কুমালিপ্তসুস্তনী ॥ ৭৬ ॥
যস্যা হস্তে চর্ব্বণীয়ং দৃশ্যতে হরিণার্পিতং।
বেণুবাদ্যাতিনিপুণা কেশবস্যাতিতোষণী ॥ ৭৭ ॥
কৃষ্ণেণ চাতিতুষ্টেন কদাচিৎ গানপূরণে।
বিন্যস্তা কণ্ঠদেশেঽস্যা ভাতি গুঞ্জাবলিঃ শুভা ॥ ৭৮ ॥
সর্ব্বমেব পরিত্যক্ত্বা কৃষ্ণমেব মনোহরং ॥ ৭৯ ॥
ধ্যায়ন্ জজাপ পরমং মন্ত্রমেকাদশাক্ষরং।
হসিতং সকলং কৃত্বা ব্যক্তমায়েষু যোজয়েৎ ॥ ৮০ ॥
বৃন্দাদিভি হর্ষন্তীভি হর্ষয়ত্যপি বা জগৎ।
রমতে রময়ত্যেবং হরিং চিন্তয়তে সদা ॥ ৮১ ॥
সোঽপি কল্পদ্বয়েনৈব সিদ্ধোঽত্র জনিমাপ্তবান্।
সেয়ং বালা বলেঃ পুত্রী কৃশাঙ্গী কুট্মলস্তনী ॥ ৮২ ॥
মুক্তাবলীলসৎকণ্ঠী সুক্ষ্মকৌশেয়বাসসী।

মুক্তাচ্ছুরিতমঞ্জীরকঙ্কণাঙ্গদমুদ্রিকা ॥ ৮৩ ॥
বিভ্রতী কুণ্ডলে দিব্যে অমৃতস্রাবিনী শুভে ।
রক্তকস্তুরিকারেণুমধ্যে সিন্দূরবিন্দুবৎ ॥ ৮৪ ॥
দধানা চিত্রকং ভালে তদ্ধি চন্দনচিত্রকৈঃ ।
যাসৌ প্রদৃশ্যতে শান্তা জপতী পরমং পদং ॥ ৮৫ ॥
আসীচ্চন্দ্রপ্রভোনাম রাজর্ষিঃ প্রিয়দর্শনঃ ।
তস্য কৃষ্ণপ্রসাদেন পুত্রোঽভুন্মধুরাকৃতিঃ ॥ ৮৬ ॥
চিত্রধ্বজ ইতিখ্যাতঃ কৌমারাবধিবৈষ্ণবঃ ।
স রাজা স্বসুতং সৌম্যং সুস্থিরং দ্বাদশাব্দিকং ॥ ৮৭ ॥
অশিক্ষয়দ্দ্বিজান্মন্ত্রং পরমষ্টাদশাক্ষরং ।
বিষিচ্যমানঃ স শিশুং মন্ত্রামৃতময়ৈর্জলৈঃ ॥ ৮৮ ॥
তৎক্ষণে ভূপতিঃ প্রেম্না গলদশ্রুঃ প্রবেপিতঃ ।
তস্মিন্ দিনে সবৈ বালঃ সিতবস্ত্রধরঃ শুচিঃ ॥ ৮৯ ॥
হারনূপুরমুদ্রোভি গৈঁরেয়াঙ্গদকঙ্কণৈঃ ।
বিভুষিতো হরের্ভক্ত মুপস্পৃশ্যামলাশয়ঃ ॥ ৯০ ॥
বিষ্ণোরায়তনং গত্বা নিত্যমেকাক্যচিন্তয়ৎ ।
কথং ভজামি তং কৃষ্ণং মোহনং গোপযোষিতাং ॥ ৯১
বিক্রীড়ন্তং সদা তাভিঃ কালিন্দ্যাঃ পুলিনে বনে ।
ইত্থমিত্যাকুলমতিঃ চিন্তয়ন্নেব সোঽর্ভকঃ ॥ ৯২ ॥
অবাপ পরমাং বিদ্যাং স্বপ্নঞ্চ সমপশ্যত ।
তস্মিন্নায়তনে আসীৎ কৃষ্ণপ্রতিকৃতিঃ শুভা ॥ ৯৩ ॥
শিলাময়ী স্বর্ণপীঠে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা ।
সাভুদিন্দীবরশ্যামা স্নিগ্ধলাবণ্যশালিনী ॥ ৯৪ ॥
ত্রিভঙ্গললিতাকারা শিখণ্ডাপীড়ভুষণা ।
কূজয়ন্তী মুদা বেণুং কাঞ্চনীয়াধরেঽর্পিতং ॥ ৯৫ ॥

দক্ষসব্যগতাভ্যাঞ্চ সুন্দরীভ্যাং নিষেবিতা।
বর্দ্ধয়ন্তী তয়োঃ কামং চুম্বনাশ্লেষণাদিভিঃ ॥ ৯৬ ॥
দৃষ্ট্বা চিত্রধ্বজঃ কৃষ্ণং তাদৃগেব বিলাসিনং।
অবনম্য শিরস্তস্মৈ পুরা লজ্জিতমানসঃ ॥ ৯৭ ॥
অথোবাচ হরি র্দক্ষপার্শ্বগাং প্রেয়সীং মুদা।
কুরুস্ব পুরুষঞ্চৈবং স্বশরীরাংশভাগতঃ ॥ ৯৮ ॥
নির্ম্মায়াত্মসমং দিব্যযুবতীরূপমদ্ভুতং।
চিন্তয়ৈতৎ শরীরেণ স্বদেহং মৃগলোচনে ॥ ৯৯ ॥
অথ ত্বদঙ্গতেজোভিঃ স্পৃষ্ট স্বদ্রূপ মাপ্স্যতি।
ততঃ সা পদ্মপত্রাক্ষী গতা চিত্রধ্বজান্তিকং ॥ ১০০ ॥
নিজাঙ্গকৈ স্তদঙ্গানা মভেদং ধ্যায়তী স্থিতা।
অথাস্যাস্ত্বঙ্গতেজোভি স্তদঙ্গং পর্য্যপূরয়ন্ ॥ ১০১ ॥
স্তনয়োর্জ্জোতিষা জাতৌ পীনৌ চারুপয়োধরৌ।
নিতম্বাজ্জাতং বিপ্রর্ষে শ্রোণিবিম্বং মনোহরং ॥ ১০২ ॥
কুন্তলজ্যোতিষাং কেশপাশোঽভূৎ সুমহোজ্জ্বলং।
সর্ব্বমেবসুসম্পন্নং ভূষাবাসপরিচ্ছদং ॥ ১০৩ ॥
কলাস্থ সকলা জাতা সৌরভাদিগুণাত্মিকা।
দীপাদ্দীপমিবালোক্য স্বসমং তং নৃপাত্মজং ॥ ১০৪ ॥
চিত্রধ্বজংতপোভঙ্গ স্মিতশোভামনোহরং।
প্রেম্না গৃহীত্বা করয়োঃ কৃষ্ণায়োপাহরন্মুদা ॥ ১০৫ ॥
গোবিন্দো বামপার্শ্বস্থাং প্রেয়সীং কৃপয়াব্রবীৎ।
সেবাং চাস্যৈ দিশ প্রীত্যা যথাভিরচিতাং প্রিয়ে ॥ ১০৬ ॥
অথ চিত্রকলেত্যেবং তন্নাম্না প্রথিতাচ সা।
চকার নামসেবার্থং দত্বা চাপি বিপঞ্চিকাং ॥ ১০৭ ॥
উবাচ পরয়া প্রীত্যা গায়স্ব মধুরৈঃ স্বরৈঃ।

গুণাস্মৎপ্রাণনাথস্য তবায়ং বিহিতো বিধিঃ ॥ ১০৮ ॥
অথ চিত্রকলা বীণাং গৃহীত্বানম্য মাধবং ।
তৎপ্রেয়স্যাঃ পরময়ো গৃহীত্বা পদয়োরজঃ ॥ ১০৯ ॥
জগৌ সুমধুরং গীতং তয়োরানন্দকারণং ।
অথ প্রীত্যোপগূঢ়া সা কৃষ্ণেনানন্দমূর্ত্তিনা ॥ ১১০ ॥
যাবৎসুধাম্বুধৌ মগ্নো তাবদেব প্রবুদ্ধ্যতে ।
চিত্রধ্বজো মহাপ্রেমবিহ্বলোহি ভয়াচ্চ্যতঃ ॥ ১১১ ॥
তদারভ্য রুদন্নেব মুক্তাহারবিহারকঃ ।
আভাষিতোঽপি পিত্রাদ্যৈর্নৈব দত্তোত্তরং ক্বচিৎ ॥ ১১২ ॥
মাসমাত্রং গৃহে স্থিত্বা নিশীথে কৃষ্ণসংশ্রয়ঃ ।
নির্গত্য গাঢ়মচরত্তপোবৈ সুদুশ্চরং ॥ ১১৩ ॥
কল্পান্তে দেহমুৎসৃজ্য তপস্যেব মহামতিঃ ।
বারকোষাভিধানস্য গোপস্য দুহিতা শুভা ॥ ১১৪ ॥
খ্যাতা চিত্রকলেত্যেবং যস্যা অংশে মনোহরা ।
বিপঞ্চী দৃশ্যতে নিত্যং সপ্তস্বরবিভূষিতা ॥ ১১৫ ॥
উপতিষ্ঠতি তদ্বামে রত্নভৃঙ্গারমুত্তমং ।
দধানা দক্ষিণে হস্তে সব্যে রত্নপরিগ্রহা ॥ ১১৬ ॥
ইয়মাসীৎ পুরা সর্ব্বতাপসৈরভিবন্দিতঃ ।
মুনিঃ পুণ্যশ্রবানাম কাশ্যপঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ॥ ১১৭ ॥
পিতা তস্যাভবচ্ছৈবঃ শতরুদ্রীয়মুত্তমং ।
শ্রাবয়ন্ দেবদেবেশং বিশ্বেশং ভক্তবৎসলং ॥ ১১৮ ॥
তস্মৈ প্রপন্নো ভগবান্ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ।
চতুর্দ্দশ্যামর্দ্ধরাত্রে প্রত্যক্ষঃ প্রদদৌ বরং ॥ ১১৯ ॥
ত্বৎপুত্রো ভবিতা দেবকৃষ্ণভক্তিপরায়ণঃ ।
উপনীয়াষ্টমে তস্মৈ দেয়ঃ সিদ্ধমনুস্ত্বয়ং ॥ ১২০ ॥

উপবিশৈশ্যকবিংশার্ণো যো ময়া তে নিগদ্যতে।
বিদ্যা গোপালনামায়ং মন্ত্রো বাক্‌সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ১২১ ॥
এতৎসাধকজিহ্বাগ্রে লীলাচরিতমদ্ভুতং।
অন্তরং স্ফূর্ত্তিমায়াতি স্বয়মেব রসপ্রদং ॥ ১২২ ॥
কামমায়ারমাহূর্চ্চ সেন্দ্রদামোদরোজ্জ্বলাঃ।
মধ্যে দশাক্ষরং প্রোচ্য পুনস্তত্রৈব নির্দ্দিশেৎ ॥
দশাক্ষরোক্তধ্যান্যাদি ধ্যানং চাস্য ব্রবীম্যহং ॥ ১২৩ ॥
পূর্ণামৃতনিধের্মধ্যে দীপং জ্যোতির্ম্ময়ং স্মরেৎ।
কালিন্দ্যা বেষ্টিতং তত্র ধ্যায়েদ্বৃন্দাবনং বনং ॥ ১২৪ ॥
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমশ্রাবিদ্রুমবল্লীভিরাবৃতং।
নটন্মত্তশিখিব্রাতং গায়ৎকোকিলষট্‌পদং ॥ ১২৫ ॥
তস্য মধ্যে বসত্যেকঃ পারিজাততরুর্মহান্।
শাখোপশাখাবিস্তারৈঃ শতযোজনমুন্নতঃ ॥ ১২৬ ॥
তলে তস্যাতিবিমলে পরীতো ধেনুমণ্ডলং।
তদন্তর্মণ্ডলং গোপবালানাং বেণুশৃঙ্গিণাং।
তদন্তরেতু রুচিরং মণ্ডলং ব্রজসুভ্রুবাং ॥ ১২৭ ॥
গন্ধোপায়নপাণীনাং মদবিহ্বলচেতসাং।
কৃতাঞ্জলিপুটানান্তু মণ্ডলং শুক্লবাসসাং ॥ ১২৮ ॥
শুক্লাভরণভূষাণাং প্রেমবিহ্বলিতাত্মনাং।
চিন্তয়েৎ শ্রুতিকন্যানাং গৃণতীনাং নিজপ্রিয়ং ॥ ১২৯ ॥
রত্নবেদ্যাং ততো ধ্যায়েদ্বহুলাস্তরণে হরিং।
উরৌ শয়ানং রাধায়াঃ কদলীকাননান্তরে ॥ ১৩০ ॥
তদ্বক্ত্রচন্দ্রং সুস্মেরং বীক্ষ্যমাণং মনোহরং।
কিঞ্চিদ্রঞ্জিতবামাঙ্ঘ্রিং বেণুযুক্তেনপাণিনা ॥ ১৩১ ॥
বামেনালিঙ্গ্য দয়িতাং দক্ষিণং চিবুকং স্পৃশন্।

মহামরকতাভাসং মৌক্তিকচ্ছায়মেব বা ॥ ১৩২ ॥
পুণ্ডরীকপলাশাক্ষং পীতনির্ম্মলবাসসং ।
বর্হভারলসৎশীর্ষং মুক্তাহারমহোরসং ॥ ১৩৩ ॥
গণ্ডপ্রান্তলসৎচারুমকরাকৃতিকুণ্ডলং ।
আপাদতুলসীমালং কঙ্কণাঙ্গদভূষণং ॥ ১৩৪ ॥
নূপুরৈর্মুদ্রিকাভিশ্চ কাঞ্চ্যাচ পরিমণ্ডিতং ।
সুকুমারমনুধ্যায়েৎ কিশোরবয়সান্বিতং ॥ ১৩৫ ॥
পূজা দশাক্ষরোক্তৈব বেদ লক্ষপুরস্ক্রিয়া ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবো দেবীচ গিরিজা সতী ॥ ১৩৬ ॥
মুনিরাগত্য পুত্রায় তথৈবোপদিদেশহ ।
পুণ্যশ্রবাস্ত তন্মন্ত্রগ্রহণাদেব কেশবং ।
বর্ণয়ামাস বিবিধৈর্জ্জিহ্বাগ্রাতিথিভিঃ স্বয়ং ।
রূপলাবণ্যবৈদগ্ধ্যসৌন্দর্য্যাদ্যৈ রনুক্ষণং ॥ ১৩৭ ॥
তদা কৃষ্ণমনা বালো নির্গত্য স্বগৃহাত্ততঃ ।
বায়ুভক্ষ স্তপ স্তেপে কল্পানামযুতাযুতং ।
তদন্তে গোকুলে জাতা গোপালস্য গৃহে স্বয়ং ॥ ১৩৮ ॥
লবঙ্গা ইতি তন্নাম্না কৃষ্ণেঙ্গিতনিরীক্ষণা ।
মুখমার্জ্জনবস্ত্রঞ্চ যস্যা হস্তে প্রদৃশ্যতে ।
ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥ ১৩৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াসিকে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোঽধ্যায়

ঈশ্বর উবাচ।

যত্ত্বয়া পৃষ্ট মাশ্চর্য্যং তন্নাহং গদিতুং ক্ষমঃ।
ব্রহ্মাদ্যা যত্র মুহ্যন্তি তত্র কো বা ন মুহ্যতি ॥ ১ ॥
তথাপি তে প্রবক্ষ্যামি মদুক্তং পরমর্ষিণা।
মহারাজ শ্চাম্বরীষো বিষ্ণুভক্তঃ শিবান্বিতঃ ॥ ২ ॥
বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য সমাসীনং জিতেন্দ্রিয়ং।
রাজা প্রণম্য তুষ্টাব বেদব্যাসং বিবিৎসয়া ॥ ৩ ॥

রাজোবাচ।

বেদব্যাস মহাভাগ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তম।
ত্বং মাং সংসারদুষ্পারে পরিত্রাতু মিহার্হসি ॥ ৪ ॥
বিষয়েভ্যো বিরক্তোঽস্মি নমস্তেভ্যো নমান্বিনং।
যত্তৎপদ মমুদ্বিগ্নং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং ॥ ৫ ॥
পরং পরাকাশরূপ মনাকাশ মনাময়ং।
তৎ সাক্ষাৎকৃত্য মুনয়ো ভবাম্ভোধিং তরন্ত্যত।
তত্রাহমমলাং নিত্যাং কথং গতি মবাপ্নুয়াং ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

অতিপৃষ্টং ত্বয়া গুপ্তং যন্ময়া ন শুকং প্রতি।
গদিতং স্বসুতং কিন্তু ত্বাং বক্ষ্যামি হরিপ্রিয় ॥ ৭ ॥
আসীদিদং পরং বিশ্বং যদ্রূপঞ্চ প্রতিষ্ঠিতং।
অব্যাকৃতং যদা স্থিতং ত্বজস্ব স্বেচ্ছয়া নৃপ ॥ ৮ ॥
ময়া পূর্ব্বং তপস্তপ্তং বহুবর্ষসহস্রকং।

ফলমূলপলাশাম্বুবায্বাহারনিষেবিনা॥ ৯॥
ততো মামাহ ভগবান্ স্বধ্যাননিরতং হরিঃ।
কস্মিন্নর্থে চিকীর্ষা তে বিবিৎসা বা মহামতে॥ ১০॥
সুপ্রসন্নো বৃণীষ ত্বং বরঞ্চ বরদর্শনাৎ।
মদ্দর্শনান্তঃ সংসার ইতি সত্যং ব্রবীমি তে॥ ১১॥
ততোঽহ মব্রুবং হৃষ্টঃ পুলকোৎফুল্লবিগ্রহঃ।
ত্বামহং দ্রষ্টু মিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন॥ ১২॥
যত্তৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম জগদ্যোনি র্জগৎপতিঃ।
বসন্তং বেদশিরসি চাক্ষুষং নাথ মেহস্তুতৎ॥ ১৩॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ব্রহ্মণৈক পুরা পৃষ্টঃ প্রার্থিতশ্চ যথা পুরা।
যদবোচমহং তস্মৈ তত্তুভ্য মপি কথ্যতে॥ ১৪॥
মামেকে প্রকৃতিং প্রাহুঃ পুরুষঞ্চ তথেশ্বরং।
ধর্ম্মমেকে ধনঞ্চৈকে মোক্ষমেকেহ কুতোভয়ং॥ ১৫॥
শূন্যমেকে ভাবমেকে পরমার্থ মথাপরে।
দৈবমেকে দেবমেকে গৃহমেকে মনঃ পরে॥ ১৬॥
বুদ্ধিমেকে কালমেকে শিবমেকে সদাশিবং।
অপরে বেদশিরসি স্থিতমেকং সনাতনং॥ ১৭॥
সদ্ভাবং বিক্রিয়াহীনং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ সর্ব্বকালেষু বঞ্চিতাঃ॥ ১৮॥
কোঽপি বেদ পুমান্ লোকে মদনুগ্রহভাজনঃ।
পশ্যাদ্য দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতং॥ ১৯॥
ততোঽপশ্য মহং ভূপ বালং বালাম্বুজপ্রভং।
গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ॥ ২০॥
কদম্বমূলমাসীনং পীতবাসসমদ্ভুতং।

বনং বৃন্দাবনং নাম নবপল্লবমণ্ডিতং ॥ ২১ ॥
কোকিলভ্রমরারাবমনোভবমনোহরং ।
নদীমপশ্যং কালিন্দীমিন্দীবরদলপ্রভাং ॥ ২২ ॥
গোবর্দ্ধনং তথাপশ্যং কৃষ্ণরামকরোদ্ধৃতং ।
মহেন্দ্রদর্পনাশায় গোগোপালসুখাবহং ॥ ২৩ ॥
দৃষ্ট্বা বিতৃষ্ণোহভবং সর্ব্বভূষণভূষণং ।
গোপালীং অবলাসঙ্গমুদিতং বেণুনাদিতং ॥ ২৪ ॥
ততো মামাহ ভগবান্ বৃন্দাবনবচঃ স্বয়ং ।
যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনং ॥ ২৫ ॥
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং ।
পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম ॥ ২৬ ॥
ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণং ।
সত্যং ব্যাপি পরানন্দচিদ্ঘনং শাশ্বতং শিবং ॥ ২৭ ॥
নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা ।
যমুনা গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকান্ ॥ ২৮ ॥
মমাবতারো নিত্যোঽয় মত্র মা সংশয়ং কৃথাঃ ।
মমেষ্টা হি সদা রাধা সর্ব্বজ্ঞোঽহং পরাৎপরঃ ।
ময়ি সর্ব্বমিদং বিশ্বং ভাতি মায়াবিজৃম্ভিতং ॥ ২৯ ॥
ততোঽহমব্রুবং দেবং জগৎকারণকারণং ।
কাশ্চ গোপ্যশ্চ কে গোপা বৃক্ষোঽয়ং কীদৃশো মতঃ ॥ ৩০ ॥
বনং কিং কোকিলাদ্যাশ্চ নদী কেয়ং গিরিশ্চ কঃ ।
কোঽসৌ বেণুর্মহাভাগো লোকানন্দৈকভাজনঃ ॥ ৩১ ॥
ভগবানাহ মাং প্রীতঃ প্রসন্নবদনাম্বুজঃ ।
গোপাশ্চ শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া বেদজা গোপকন্যকাঃ ॥ ৩২ ॥
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যাঃ কথঞ্চন ।

গোপালা মুনয়ঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠানন্দমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
কল্পবৃক্ষঃ কদম্বোঽহয়ং পরমানন্দভাজনঃ।
বনমানন্দকল্পাখ্যং মহাপাতকনাশনং ॥ ৩৪ ॥
সমস্ত দুঃখসংহর্ত্তৃ মহাপাতকিনামপি।
সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ কোকিলাদ্যা ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
চিদানন্দময়ী সাক্ষাৎ যমুনা যমতীতিমুং।
অনাদিহরিদাসোঽহয়ং ভূধরো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
বেণু র্যঃ শৃণু তং বিপ্র তবাপি বিদিতং তথা।
দ্বিজ আসীচ্ছান্তমনাঃ কৃতশান্তপনাদিভিঃ ॥ ৩৭ ॥
নাম্না দেবব্রতো দান্তিঃ কর্ম্মকাণ্ডবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবজনব্রাতমধ্যবর্ত্তী ক্রিয়াপরঃ ॥ ৩৮ ॥
একদাপি ন শুশ্রাব যজ্ঞেশোঽহমিতি ভূপতেঃ।
তস্মগেহমথাভ্যাগাদ্বেদান্তকৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
মদ্ভক্তঃ কোঽপি পূজাং মে তুলসীদলবারিণা ॥
কৃতবাংস্তু গৃহে কিঞ্চিৎ ফলমূলং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪০ ॥
স্নানবারি ফলং কিঞ্চিৎ তস্মৈ প্রীত্যা দদৌ সুধীঃ ॥
অশ্রদ্ধয়া স্মিতং কৃত্বা সোঽপ্যগৃহ্নাদ্বিজস্মনঃ ॥ ৪১ ॥
তেন পাপেন সংজাতং বেণুত্বমতিদারুণং।
তেন পুণ্যেন তস্যার্থং মদীয়প্রিয়তাং গতঃ ॥ ৪২ ॥
অধুনা সোঽপি রাজেব কেতুমালে বিরাজতে।
যুগান্তেতু বিষ্ণুপরো ভূত্বা ব্রহ্মত্ব মাপ্স্যতি ॥ ৪৩ ॥
অহো ন জানন্তি নরা দুরাশয়াঃ
পুরীং মদীয়াং পরমাং সনাতনীং।
সুরেন্দ্রনাগেন্দ্রমুনীন্দ্রসংস্তুতাং
মনোরমাং তাং মথুরাং পুরাকৃতাং ॥ ৪৪ ॥

কাশ্যাদয়ো যদ্যপি সন্তি পূর্য্যঃ
তাসান্তু মধ্যে মথুরৈব ধন্যা।
যা জন্মমৌঞ্জীব্রতমৃত্যুদাহৈ
নৃণাং চতুর্ধা বিদধাতি মুক্তিং ॥ ৪৫ ॥
যদা বিশুদ্ধা বিষয়াদিনা জনাঃ
শুভাশয়া ধ্যানধরা নিরন্তরং।
তদৈব পশ্যন্তি মনোরমাং পুরীং
নচান্যথা কল্পশতৈর্দ্বিজোত্তম ॥ ৪৬ ॥
মথুরাবাসিনো ধন্যা মান্যা অপি দিবৌকসাং।
অজ্ঞাতমহিমানস্তে সর্ব্ব এব চতুর্ভুজাঃ ॥ ৪৭ ॥
মথুরাবাসিনাং যেতু দোষং পশ্যন্তি মানবাঃ।
তেষু দোষং স্ম পশ্যন্তি জন্মমৃত্যুসহস্রদং ॥ ৪৮ ॥
অধন্যা অপি তে ধন্যা মথুরাং যে স্মরন্তি তাং।
যত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ প্রাণিনামপি ॥ ৪৯ ॥
মম প্রিয়তমো নিত্যং দেবভূতেশ্বরঃ পরঃ।
যঃ কদাপি মম প্রীত্যৈ ন সংত্যজতি তাং পুরীং ॥ ৫০ ॥
ভূতেশ্বরং যো ন নমেৎ ন পূজয়েৎ
নবা স্মরেদ্ দুষ্চরিতানি দুষ্যন্।
নৈবং স পশ্যেন্মথুরাং মদীয়াং
স্বয়ং প্রকাশাং পরদেবতাখ্যাং ॥ ৫১ ॥
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপপূরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সংপূজয়েন্নহি ॥ ৫২ ॥
মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ প্রায়স্তে মানবাধমাঃ।
ভূতেশ্বরং নো নমন্তি ন স্মরন্তি স্তুবন্তি যে ॥ ৫৩ ॥
বালকঃ পিঞ্জরো যত্র তদারাধনতৎপরঃ।

প্রাপ স্থানং পরং শুদ্ধং যন্ন ভুক্তং পিতামহৈঃ ॥ ৫৪ ॥
তাং পুরীং প্রাপ্য মথুরাং মনীষীণাং সুদুর্লভাং ।
খঞ্জো ভুস্বান্ধকো বাপি প্রাণানেব পরিত্যজেৎ ॥ ৫৫ ॥
বেদব্যাস মমাংশস্তং মা কুথাঃ সংশয়ং ক্বচিৎ ।
রহস্যং বেদশিরসি যন্ময়াতে প্রকাশিতং ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াসিকে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

একদা রহসি শ্রীমদুদ্ধবো ভাবৎপ্রিয়ঃ ।
সনৎকুমার মেকান্ত মপৃচ্ছৎ পার্ষদং প্রভোঃ ॥ ১ ॥
যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দো নিত্যং নিত্যসুখাস্পদে ।
গোপাঙ্গনাভি স্তৎস্থানং কুত্র বা কীদৃশং পরং ॥ ২ ।
তত্তৎক্রীড়িতবৃত্তান্ত মন্যত্তদ্‌যদদ্ভুতং ।
জ্ঞাতঞ্চেদ্বদ তৎসর্ব্বং স্নেহো মে যদি বর্ত্ততে ॥ ৩ ॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

কদাচিত্তু মণস্যান্তে কস্যাপি চ তরোস্তলে ।
সুব্রতেনোপবিষ্টেন ভগবৎপার্ষদেন বৈ ॥ ৪ ॥
তত্রৈবোপস্থিতে খিন্নে পার্থেনচ মহাত্মনা ।
কৃষ্ণকৃতঞ্চ যদ্‌যত্তৎ প্রত্যক্ষাৎ কথিতং ময়ি ॥ ৫ ॥
ততেঽহং কথয়াম্যেতৎ শৃণু সাবহিতঃ পরং ।
কিন্ত্বেতৎ যত্র কুত্রাপি ন প্রকাশ্যং কথঞ্চন ॥ ৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ

কঙ্করাদ্যৈ স্তথাভক্তৈরদৃষ্ট মশ্রুতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বমেতৎ কৃপাম্ভোধে কৃপয়া কথিতং পরং ॥ ৭ ॥
কিন্তু যাঃ কথিতাঃ পূর্ব্ব মাভীর্য্যস্তব বল্লভাঃ।
তাস্তাঃ কতিবিধা দেব কতিবা সংখ্যয়া পুনঃ ॥ ৮ ॥
নামানি কতি বা তাসাং কা বা কুত্র ব্যবস্থিতাঃ।
কা সীমা কানি কর্ম্মাণি বয়ো বেশশ্চ কঃ প্রভো ॥ ৯ ॥
তাভিঃ সার্দ্ধং ক বা দেব বিহরিষ্যস্যহর্নিশং।
নিত্যং নিত্যসুখে নিত্যবিভুবে চ বনে বনে ॥ ১০ ॥
তৎস্থানং কীদৃশং কুত্র শাশ্বতং পরমং মহৎ।
কৃপা চেত্তাদৃশী তন্মে তৎ সর্ব্বং বক্তুমর্হসি ॥ ১১ ॥
যদপৃষ্টং ময়াপ্যেব মজ্ঞাদ্বা যদ্রহস্তব।
আর্ত্তার্ত্তিহন্মহাভাগ তৎসর্ব্বং কথয়িষ্যসি ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ॥

তৎস্থানং বল্লভা, স্তা মে বিহার স্তাদৃশো মম।
অপি প্রাণসমানানাং সত্যং পুংসামগোচরং ॥ ১৩ ॥
কথিতে দ্রষ্টু মুৎকণ্ঠা তব বৎস ভবিষ্যতি।
রমাদীনামদৃশ্যং তৎ কিং পুনঃ পুংজনস্য বৈ।
তস্মাদ্বিরম বৎসৈতঃ কিম্নুতেন বিনা তব ॥ ১৪ ॥
এবং ভগবতস্তস্য শ্রুত্বা বাক্যং সুদারুণং।
দীনঃ পদাম্বুজদ্বন্দ্বে দণ্ডবৎ পতিতোঽর্জ্জুনঃ ॥ ১৫ ॥
ততো বিহস্য ভগবান্ দোর্ভ্যামুত্থাপ্য তং বিভুঃ।
উবাচ পরমপ্রেম্ণা ভক্তায় ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৬ ॥
তৎকিং তৎ কথনেনাথ দ্রষ্টব্যঞ্চেচ্ছয়া হি যৎ।
যস্যাং সর্ব্বং সমুৎপন্নং যস্যামদ্যাপি তিষ্ঠতি ॥ ১৭ ॥

লয়মেষ্যতি তাং দেবীং শ্রীমত্রিপুরসুন্দরীং।
আরাধ্য পরয়া ভক্ত্যা তস্যৈ চেদং নিবেদয়॥ ১৮॥
তাং বিনৈতৎ পদং দাতুং ন শক্নোমি কদাচন।
শ্রুত্বৈতৎ ভগবদ্বাক্যং পার্থো হর্ষপরাকুলঃ॥ ১৯॥
শ্রীমত্যাস্ত্রিপুরাদেব্যা যত্রাস্তে পাদুকাতলং।
তত্র গত্বা দদর্শৈতাং শ্রীচিন্তামণিবেদিকাং॥ ২০॥
নানারত্নৈর্বিচিত্রৈশ্চ সোপানৈরুপশোভিতাং।
শুকৈশ্চ কোকিলৈশ্চৈব শারিকাভিঃ কপোতকৈঃ॥ ২১॥
লীলাচকোরকৈরন্যৈঃ পক্ষিভিশ্চ নিনাদিতাং।
যত্র গুঞ্জন্মত্তভৃঙ্গকোলাহলসমাকুলাং॥ ২২॥
মণিভির্ভাস্বরৈ রুদ্দ্যদালবালমনোহরং।
শ্রীরত্নমন্দিরং চিত্রং তলে তস্য মহাদ্ভুতং॥ ২৩॥
রত্নসিংহাসনং তত্র মহার্ঘমতিশোভনং।
তত্রবালার্কসঙ্কাশাং নানালঙ্কারভূষিতাং॥ ২৪॥
নবযৌবনসম্পন্নাং সৃণিপাশধনুঃশরৈঃ।
রাজচ্চতুর্ভুজলতাং সুপ্রসন্নাং মনোহরাং॥ ২৫॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিকিরীটমণিরশ্মিভিঃ।
বিরাজিতপদাম্ভোজমণিমাদিভিরাবৃতাং॥ ২৬॥
প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং ভক্তবৎসলাং।
অর্জ্জুনোহহমিতি জ্ঞাত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ॥ ২৭॥
বিহিতাঞ্জলিরেকান্তে স্থিতো ভক্তিপরান্বিতঃ।
ততস্তস্যেপ্সিতং জ্ঞাত্বা প্রসসাদ কৃপানিধিঃ।
উবাচ কৃপয়া দেবী তত্তৎস্মরণবিহ্বলা॥ ২৮॥

শ্রীভগবত্যুবাচ।

কিং বা দানং ত্বয়া বৎস কৃতং পাত্রাস্থ দুর্লভং।

ইষ্টং যজ্ঞেন কেনাত্র তপো বা কিমনুষ্ঠিতং ॥ ২৯ ॥
ভগবত্যমলা ভক্তিঃ কা বা সা সমুপার্জ্জিতা।
কিং বা সুদুর্লভং চাত্রে কৃতং কর্ম্ম শুভং মহৎ ॥ ৩০ ॥
প্রসাদস্তুষ্টি যেনায়ং প্রসন্নেচ মুদা কিল।
গাঢ়াতিগাঢ়শ্চানন্যলভ্যো ভগবতা কৃতঃ ॥ ৩১ ॥
নৈতাদৃঙ মর্ত্ত্যলোকানাং নবা ভূতলবাসিনাং।
স্বর্গিনাং দেবতাদীনাং তপস্বীশ্বরযোগিনাং ॥ ৩২ ॥
ভক্তানাং নৈব সর্ব্বেষাং নৈব নৈবচ নৈবচ।
প্রসাদস্তু কৃতো বৎস তব বিশ্বাত্মনা যথা ॥ ৩৩ ॥
তদেহি ভজ বৎসেদং কুলকুণ্ডং সরো মম।
সর্ব্বকামপ্রদা দেবী হ্যনয়া সহ গম্যতাং ॥ ৩৪ ॥
তত্রৈব বিধিবৎ স্নাত্বা দ্রুতমাগম্যতামিহ।
তদেবং তত্র গত্বাসৌ স্নাত্বা পার্থ ত্বয়া গতঃ ॥ ৩৫ ॥
আগতং তং কৃতস্নানং ন্যাসমুদ্রার্চ্চনাদিকং।
কারয়িত্বা ততো দেব্যা তস্য বৈ দক্ষিণশ্রুতৌ ॥ ৩৬ ॥
সদ্যঃসিদ্ধিকরী বালা বিদ্যা নিগদিতা পরা।
হরারার্দ্ধপরার্দ্ধীয় দ্বিতীয়া বিন্দুভাষিতা ॥ ৩৭ ॥
অনুষ্ঠানঞ্চ পূজাঞ্চ জপঞ্চ লক্ষসংখ্যকং।
কোরকৈঃ করবীরাণাং প্রয়োগঞ্চ যথাযথং ॥ ৩৮ ॥
নিভৃতে তমুবাচেদং কৃপয়া পরমেশ্বরী।
অনেনৈব বিধানেন ক্রিয়তাং মদুপাসনং ॥ ৩৯ ॥
ততো ময়ি প্রসন্নায়াং মমানুগ্রহকারণাৎ।
ততস্তু তত্র গন্তুং তেঽপ্যধিকারো ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥
ইত্যয়ং নিয়মঃ পূর্ব্বং স্বয়ং ভগবতা কৃতঃ।
শ্রুত্বৈবমর্জ্জুনস্তেন বর্ত্মনা তাং সমর্চ্চয়ৎ ॥ ৪১ ॥

ততঃ পূজাং জপঞ্চৈব কৃত্বা দেবীং প্রসাদিতাং।
কৃত্বা ততঃ শুভং হোমং স্নানঞ্চ বিধিনা ততঃ ॥ ৪২ ॥
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং প্রায়ঃপ্রাপ্তমনোরথং ॥
করস্থাং সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ স পার্থঃ সমপদ্যত ॥ ৪৩ ॥
তস্মিন্নবসরে দেবী তমাগত্য স্মিতাননা।
উবাচ বৎস গচ্ছ ত্বমধুনা তত্র হোহনয়া ॥ ৪৪ ॥
ততঃ সসম্ভ্রমঃ পার্থঃ সমুত্থায় মুদান্বিতঃ।
অসংখ্য ইব পূর্ণাত্মা দণ্ডবত্তং ননাম হ ॥ ৪৫ ॥
আজ্ঞপ্তস্তু তয়া সার্দ্ধং দেব্যা বয়স্যয়ার্জ্জুনঃ।
গতো রাধাপতিস্থানে সীম্নি বেদৈরগোচরে ॥ ৪৬ ॥
ততঃ সতদুপাদিষ্টো গোলোকাদুপরিস্থিতং।
স্থিরবায়ুধৃতং নিত্যং সত্যং সর্ব্বসুখাস্পদং ॥ ৪৭ ॥
নিত্যবৃন্দাবনংনাম নিত্যবাসমহোৎসবং।
অপশ্যৎ পরমং গুহ্যং পূর্ণং প্রেমরসাত্মকং ॥ ৪৮ ॥
তস্যাহি বচনাত্তস্মাদর্জ্জুনো বীক্ষ্য তদ্রহঃ।
বিবশঃ পতিতস্তত্র বিরুদ্ধপ্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৪৯ ॥
ততঃ কৃচ্ছ্রাল্লব্ধসংজ্ঞো দোর্ভ্যামুত্থাপিতস্তয়া।
সান্ত্বনাবচনৈস্তস্যাঃ কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্যমাগতঃ ॥ ৫০ ॥
ততস্ততঃ কিমন্যং মে কর্ত্তব্যং বিদ্যতে তব।
ইতি তদ্দর্শনোৎকণ্ঠাভরেণ তরলোহভবৎ ॥ ৫১ ॥
ততস্তয়া করে তস্য ধৃত্বা তৎপদদক্ষিণে
প্রদেশে স্বপ্রদেশে চ গত্বা চোক্তমিদং বচঃ ॥ ৫২ ॥
স্নাহি ত্বং শুভং পার্থ বিশ ত্বং জলধিস্তরং।
সহস্রদলপদ্মস্য সংস্থানং মধ্যকর্ণিকং ॥ ৫৩ ॥
চতুঃসরশ্চতুর্দ্বারমাশ্চর্য্যকুলসঙ্কুলং।

অন্যান্তরে প্রবিশ্যাথ বিশেষমিহ পশ্যসি ॥ ৫৪ ॥
এতস্য দক্ষিণে দেশে এষ চাত্র সরোবরঃ।
মধুমাধ্বীকপানীয়ো নাম্না মলয়নির্ঝরঃ ॥ ৫৫ ॥
এতচ্চ কুসুমোদ্যানং বসন্তে মদনোৎসবং।
কুরুতে যত্র গোবিন্দো বসন্তকুসুমোচিতং ॥ ৫৬ ॥
যত্রাবতারঃ কামস্য স্থগত্যেব নিরন্তরং।
ভবেৎ যৎস্মরণাদেব মুনেঃ শান্তঃ স্মরাঙ্কুরঃ ॥ ৫৭ ॥
ততোঽস্মিন্ সরসি স্নাত্বা গত্বা পূর্ব্বসরস্তটং।
উপস্পৃশ্য জলং তস্য সাধয়স্ব মনোরথং ॥ ৫৮ ॥
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা তস্মিন্ সরসি তজ্জলে।
কহ্লারকুসুমাম্ভোজরত্ননীলোৎপলচ্যুতৈঃ ॥ ৫৯ ॥
পরাগৈঃ রঞ্জিতে মঞ্জুবাসিতে মধুপপূরিতে।
পুলিনে কলহংসাদিনাদৈরান্দোলিতে ততঃ ॥ ৬০ ॥
রত্নাবদ্ধচতুস্তীরে মণিসোপানসুন্দরে।
স্বচ্ছস্বচ্ছলসন্নীরে মন্দানিলকৃতরঙ্গিতে ॥ ৬১ ॥
মগ্নে জলান্তরে পার্থে তত্রৈবান্তর্দধে হথ সা।
উত্থায় পরিতো বীক্ষ্য সম্ভ্রান্তামসহায়িনীং ॥ ৬২ ॥
সদ্যঃ শুদ্ধস্বর্ণবৎ শ্রীগৌরকান্তিতনুলতাং।
স্ফুরৎকিশোরবয়স্যাং শরদিন্দুনিভাননাং ॥ ৬৩ ॥
সুনীলকুন্তলস্নিগ্ধবিলসদ্ঘনকুণ্ডলাং।
সিন্দূরবিন্দুকিরণপ্রোজ্জ্বলালকপট্টিকাং ॥ ৬৪ ॥
উন্মীলদ্ভ্রূলতাভঙ্গীজিতস্মরশরাসনাং।
ঘনশ্যামলসল্লোলখেলল্লোচনখঞ্জনাং ॥ ৬৫ ॥
মণিকুণ্ডলনানাংশুবিস্ফুরৎ পাণ্ডুকুন্তলাং।
সুদতীং চারুচিবুকাং বন্ধুকমধুরাধরাং ॥ ৬৬ ॥

কম্বুগ্রীবাং নাগহারবিভ্রাজদ্ধৃদয়োত্তরাং।
কন্দর্পদ্যুস্তসর্ব্বস্বসম্পূর্ণস্তনমণ্ডলাং ॥ ৬৭ ॥
মৃণালকোমলভ্রাজদাশ্চর্য্যভুজবল্লরীং।
সদম্বুরুহগর্ভশ্রীচৌরশ্রীপাণিপল্লবাং ॥ ৬৮ ॥
বিদগ্ধরচিতস্বর্ণকটিসূত্রকৃতান্তরাং।
কূজৎকাঞ্চীকলাপাতবিভ্রাজজ্জঘনস্থলাং ॥ ৬৯ ॥
দুকুলাম্বরসম্বীতনিতম্বতরুমন্থরাং।
সিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরসুচারুপদপঙ্কজাং ॥ ৭০ ॥
স্ফুরদ্বিবিধকন্দর্পকলাকৌশলশালিনীং।
অনাহূতস্মিতসুধাবশীকৃতজগত্রয়াং ॥ ৭১ ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং।
আশ্চর্য্যললনাং শ্রেষ্ঠাং আত্মানঞ্চ ব্যলোকয়ৎ ॥ ৭২ ॥
বিসস্মার চ যৎকিঞ্চিৎ পৌর্ব্বদেহিকমেবচ।
মায়য়া গোপিকাপ্রাণনাথস্য তদনন্তরং ॥ ৭৩ ॥
ততঃ কর্ত্তব্যমূঢ়া সা তস্থৌ তত্র সুবিস্মিতা।
অত্রান্তরে হম্বরে ধীরো ধ্বনিরাকস্মিকাহভবৎ ॥ ৭৪ ॥
অনেনৈব পথা সুভ্রু গচ্ছ পূর্ব্বসরোবরং।
উপস্পৃশ্য জলং তস্য সাধয়স্ব মনোরথং ॥ ৭৫ ॥
তত্র সন্তি হি সখ্যস্তে মাসীদ বরবর্ণিনি।
তাহি সম্পাদয়িষ্যন্তে তবৈব বরমীপ্সিতং ॥ ৭৬ ॥
ইতি দৈবীং গিরং শ্রুত্বা গত্বা পূর্ব্বসরোহপি সা।
নানাপূর্ব্বপ্রচারঞ্চ নানাপক্ষিসমাকুলং ॥ ৭৭ ॥
স্ফুরৎকৈরবকহ্লারকমলেন্দীবরাদিভিঃ।
ভ্রাজিতং পদ্মরাগৈশ্চ বদ্ধসোপানসত্তটং ॥ ৭৮ ॥
বিবিধকুসুমোদ্যানৈ র্মঞ্জুকুঞ্জলতাক্রমৈঃ।

বিরাজিত চন্দ্রস্তীর মুপস্পৃশ্য স্থিতা ক্ষণং।
অত্রান্তরে ক্বণৎকাঞ্চীমঞ্জু মঞ্জীরশিঞ্জিতং।
কঙ্কণানাং রণৎকারং সগ্রীবোৎকর্ণমুজ্জ্বলং ॥ ৭৯ ॥
ততশ্চ প্রমদাবৃন্দমাশ্চর্য্যাশ্চর্য্যযৌবনং।
আশ্চর্য্যালঙ্কৃতিন্যাস মাশ্চর্য্যাকারভাষিতং ॥ ৮০ ॥
অদ্ভুতাঙ্গ মপূর্ব্ব শ্রীপ্রত্যঙ্গাশ্চর্য্যবিভ্রমং।
চিত্রসম্ভাষণং চিত্রহসিতালোকনাদিকং ॥ ৮১ ॥
মধুরাদ্ভুতলাবণ্যং সর্ব্বমাধুর্য্যসেবিতং।
চিত্রন্যাসগতায়াত মাশ্চর্য্যকুলসঙ্কুলং ॥ ৮২ ॥
আশ্চর্য্যস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য মাশ্চর্য্যানুগ্রহাদিকং।
সর্ব্বাশ্চর্য্যসমুদয়মাশ্চর্য্যাপশ্যদদ্ভুতং ॥ ৮৩ ॥
দৃষ্ট্বা তৎ পরমাশ্চর্য্যং চিন্তয়ন্তী হৃদাপি যৎ।
পদাঙ্গুষ্ঠে নালিখন্তী ভুবং নম্রাননস্থিতা ॥ ৮৪ ॥
ততস্তাসাং গণাৎ কাচিৎ দৃষ্ট্বৈনাঞ্চ পরস্পরং।
কেয়ং মদীয়জাতীয়া চিরেণ ন্যস্তকৌতুকা ॥ ৮৫ ॥
ইতি সর্ব্বাঃ সমালোক্য জ্ঞাতব্যোয় মিতি ক্ষণং।
আমন্ত্র্য মন্ত্রণাবিদ্ধাঃ কৌতুকাৎ প্রষ্টু মাগতাঃ ॥ ৮৬ ॥
আগত্য তাসামেকা হি নাম্না প্রিয়ম্বদা মতা।
গিরা মধুরয়া প্রীত্যা তামুবাচ মনস্বিনী ॥ ৮৭ ॥
কাসি ত্বং কস্য কন্যা বা কস্যত্বং প্রাণবল্লভা।
জাতা কুত্রাত্র কেনাস্মি ন্নানীতা বাগতা স্বয়ং ॥ ৮৮ ॥
এতচ্চ সর্ব্বমস্মাকং কথ্যতাং চিন্তয়ত্যলং।
স্থানেঽস্মিন্ পরমানন্দে কস্যাপি দুঃখমস্তি কিং ॥ ৮৯ ॥
ইতি স্পৃষ্টা তয়া সাতু বিনয়াভিনয়ং গতা।
উবাচ সুস্বরং তাসাং মোহয়ন্তী মনাংসি চ ॥ ৯০ ॥

শ্রীঅর্জ্জুনীয়োবাচ।

কাবাস্মি কস্য বা কন্যা প্রজাতা কস্য বল্লভা।
আনীতা কেন বা চিত্রে কিম্বার্থং স্বয়মাগতা ॥ ৯১ ॥
এতৎ কিঞ্চিন্ন জানামি দেবী জানাতি তত্ত্বতঃ।
কথ্যতাং শ্রূয়তাং তন্মে তদ্বাক্যে প্রত্যয়ো যদি ॥ ৯২ ॥
অস্যৈব দক্ষিণে পার্শ্বে একমস্তি সরোবরং।
তত্রাহং স্নাতুমায়াতা জাতা তত্রৈব চ স্থিতা ॥ ৯৩ ॥
বিস্ময়োৎকণ্ঠিতা সাহং পশ্যন্তী পরিতো দিশঃ।
এবমাকাশবচনমহমাশ্চর্য্যমশ্রুবং ॥ ৯৪ ॥
অনেনৈব পথা সুভ্রু গচ্ছ পূর্ব্বসরোবরং।
উপস্পৃশ্য জলং তস্য সাধয়স্ব মনোরথং ॥ ৯৫ ॥
তত্র সন্তি হি সখ্যস্তে মা সীদ বরবর্ণিনি।
তা হি সম্পাদয়িষ্যন্তি তত্রতে মনসেপ্সিতং ॥ ৯৬ ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য তস্মাদত্র সমাগতঃ।
বিষাদহর্ষপূর্ণাত্মা চিন্তাকুলসমাকুলা ॥ ৯৭ ॥
আগতাস্য জলং স্পৃষ্ট্বা নানাবিধশুভধ্বনিং।
অশ্রুবঞ্চ ততঃ পশ্চাদপশ্যং ভবতীঃ পরাঃ ॥ ৯৮ ॥
এতন্মাত্রং হি জানামি কায়েন মনসাপি বা।
এতদেব ময়া দেব্যঃ কথিতং যদি রোচতে ॥ ৯৯ ॥

প্রিয়ম্বদোবাচ।

যৎকিঞ্চিৎ কথিতং সুভ্রু সত্যং সর্ব্বং ন সংশয়ঃ।
দৈবেন বচসা তেন অস্মাকন্তু সখী মতা ॥ ১০০ ॥
ইতি চাস্যু গৃহীতা সা মন্ত্রবিধ্বস্তবিস্ময়া।
পাদয়োঃ পতিতা তস্যা উবাচ বিনয়াদিভিঃ ॥ ১০১ ॥
ভবতীভিঃ প্রসন্নাভিঃ প্রসাদ শ্চেৎ কৃতো ময়ি।

তৎপ্রষ্টব্যং ময়া কিঞ্চিৎ ক্ষন্তব্যং চাপলং মম ॥ ১০২ ॥

অর্জ্জুনীয়োবাচ।

কা যুয়ং তনুজাঃ কেষাং ক্ব জাতাঃ কস্য বল্লভাঃ।
কিং নামধেয়া স্তৎ পূর্ব্বং সম্যক্ কথয়তাখিলং ॥ ১০৩ ॥

প্রিয়ম্বদোবাচ।

কাচিদ্গোকুলনাথস্য রাধিকা প্রাণবল্লভা।
সন্ত্যেব প্রাণসখ্যঃ স্ম তস্যা এব বয়ং শুভে ॥ ১০৪ ॥
বৃন্দাবনকলানাথবিহারদায়িকাঃ সুখং।
তা আত্মমুদিতা স্তেন ব্রজবালা ইমা মতাঃ ॥ ১০৫ ॥
এতাঃ শ্রুতিগণাঃ খ্যাতা এতাশ্চ মুনয়স্তথা।
বয়ং বল্লভবালাহি কথিতাস্তে স্বরূপতঃ ॥ ১০৬ ॥
তত্র রাধাপতেরঙ্গান্যপূর্ব্বপ্রেয়সীতমাঃ।
নিত্যা নিত্যবিহারিণ্যো নিত্যকেলিভুবঃ পরাঃ ॥ ১০৭ ॥
ইয়ং পূর্ণরসাদেবী এষাচ রঙ্গবিহ্বলা।
এষা রসালয়ানাম এষা চ রসবল্লরী ॥ ১০৮ ॥
রসপীযুষধামেয় মেষা রসতরঙ্গিণী।
রসকল্লোলিনী চৈষা ইয়ঞ্চ রসবাপিকা ॥ ১০৯ ॥
অনঙ্গমঞ্জরী এষা ইয়ঞ্চানঙ্গমালিনী।
মদয়ন্তী ইয়ং বালা এষা চ রসমন্থরা ॥ ১১০ ॥
ইয়ঞ্চ ললিতা নাম ইয়ং ললিতযৌবনা।
অনঙ্গকুসুমা চৈব ইয়ং মদনমঞ্জরী ॥ ১১১ ॥
এষা কলাবতী নাম ইয়ং রতিকলা স্মৃতা।
কলকণ্ঠীয়মজ্ঞাস্যাদিয়ং বালা রতোৎসুকা ॥ ১১২ ॥
এষাচ রতিসর্ব্বস্বা রতিচিন্তামণিস্ত্বসৌ।
নিত্যাশ্চ কাশ্চিদেতাহি নিত্যপ্রেমরসপ্রদাঃ ॥ ১১৩ ॥

অতঃ পরং শ্রুতিগণা স্তাষাং কাশ্চিদিমাঃ শৃণু।
উদ্গীতা রসগীতেয়ং কলগীতা মতা ত্বিয়ং ॥ ১১৪ ॥
এষা কলস্বরা খ্যাতা বালেয়ং কলকণ্ঠিতা।
বিপঞ্চীয়ং কলপদা এষা বহুমতা মতা ॥ ১১৫ ॥
বহুকর্ম্মসুনিষ্ঠৈষা ইয়ংবহ্বী ভুবি স্মৃতা।
বহুশাখা শ্রুতা চৈষা বিশাখেয়ং প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১১৬
সুপ্রয়োগতমা চেয়ং বিপ্রয়োগা ত্বসৌ মতা।
এষা বহুপ্রয়োগেয়ং খ্যাতা বহুকলাবলা ॥ ১১৭ ॥
ইয়ং কলাবতী খ্যাতা মতা চৈষা ক্রিয়াবতী।
অতঃপরং মুনিগণা স্তাসাং কতিপয়া ইহ ॥ ১১৮ ॥
ইয় মুগ্রতপা নাম এষাচ সুতপা স্মৃতা।
এষাপ্রিয়ব্রতানাম সুব্রতাচ ইয়ং মতা ॥ ১১৯ ॥
সুরেখেয়ং মতা বালা সুপর্ব্বেয়ং বহুপ্রদা।
রত্নরেখা ত্বিয়ং খ্যাতা মনিগ্রীবা হ্যসৌ মতা ॥ ১২০
অপর্ণৈষা সুপর্ণৈষা মতৈষাতু সুলক্ষণা।
সুদতীয়ং গুণবতী এষা সৌকলিনী মতা ॥ ১২১ ॥
এষা সুলোচনা খ্যাতা ইয়ঞ্চ সুমনাঃ স্মৃতা।
সুভদ্রাচ সুশীলাচ সুরভিঃ সুখদায়িকা ॥ ১২২ ॥
অতঃপরং গোপবালা বয়মত্রাগতাস্তু যাঃ।
তাসাস্তু পরিচীয়তাং কাচিদম্বুরুহানা ॥ ১২৩ ॥
অসৌ চন্দ্রাবলী নাম চন্দ্রিকেয়ং শুতা মতা।
এষা কাঞ্চনমালেয়ং রুক্মমালাবতী তথা ॥ ১২৪ ॥
এষা চন্দ্রাননা চন্দ্ররেখেয়ং চন্দ্রিকাপ্যসৌ।
এষা খ্যাতা চন্দ্রমালা মতা চন্দ্রাবলীত্বিয়ং ॥ ১২৫ ॥
এষা চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রকলেয় মবলা স্মৃতা।

এষা চৈবহি সৌবর্ণমালেয়ং মণিমালিকা ॥ ১২৬ ॥
স্বর্ণপ্রভা সমাখ্যৈষা শুদ্ধকাঞ্চনসন্নিভা।
মতা শুভা মানিনীয়ং মালতীয় মিয়ং যুথী ॥ ১২৭ ॥
বাসন্তী নবমল্লীয় মসৌ শেফালিকা মতা।
লবঙ্গিকেয়ং বিখ্যাতা এষা এলালতা মতা ॥ ১২৮ ॥
সৌগন্ধিকেয়ং কস্তুরী পদ্মিনীয়ং কুমুদ্বতী।
এষৈবেয়ং রসালাসৌ সুরসামধুমঞ্জরী ॥ ১২৯ ॥
রম্ভেয় মুর্ব্বশী চৈষা সুরেখা স্বর্ণরেখিকা।
এষা কাঞ্চনমালেয়ং বসন্ততিলকা পরা ॥ ১৩০ ॥
এতাঃ পরিবৃতাঃ সর্ব্বা পরিচেয়াঃ পরা অপি।
সহিতাভিঃ কিলৈতাভিঃ বিহরিষ্যসি ভামিনি ॥ ১৩১ ॥
এহি পূর্ব্বসরস্তীরে তত্র ত্বাং বিধিবৎ সখি।
স্নাপয়িত্বা তু দাস্যামি মন্ত্রং সিদ্ধিপ্রদং তব ॥ ১৩২ ॥
ইতি প্রেম্নাতু তাং নীত্বা স্নাপয়িত্বা বিধানতঃ।
বৃন্দাবনকলানাথপ্রেয়স্যা মন্ত্রমুত্তমং ॥ ১৩৩ ॥
গ্রাহয়ামাস সংক্ষেপাদ্দীক্ষাবিধিপুরঃসরং।
পরং বরুণবীজস্য বহ্নিবীজপুরস্কৃতং ॥ ১৩৪ ॥
চতুর্থস্বরসংযুক্তং নাদবিন্দুবিভূষিতং।
পুটিতং প্রণবাভ্যাঞ্চ ত্রৈলোক্যে চাপি দুর্লভং ॥ ১৩৫ ॥
পরং গ্রহণমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং।
পুরশ্চর্য্যাবিধিফলং হোমসংখ্যজপাস্যচ।
কুসুমাভ্যাঞ্চ তৎসর্ব্বং জপাদি কৃপয়া ক্রমাৎ ॥ ১৩৬ ॥
তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং নানালঙ্কারভূষিতাং ॥ ১৩৭ ॥
আশ্চর্য্যরূপলাবণ্যাং সুপ্রসন্নাং বরপ্রদাং।
কহ্লারৈঃ করবীরৈশ্চ চম্পকৈঃ সরসীরুহৈঃ ॥ ১৩৮ ॥

সুগন্ধিকুসুমৈরন্যৈঃ সৌগন্ধিকসমন্বিতৈঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ ধূপদীপৈর্মনোহরৈঃ ॥ ১৩৯ ॥
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈর্দিব্যৈঃ সখিবৃন্দাযুতৈর্মুদা।
সংপূজ্য বিধিবৎ দেবীং জপ্ত্বা লক্ষমিদং ততঃ ॥ ১৪০ ॥
স্তুত্বা চ বিষ্ণুনা স্তুত্বা ননাম দণ্ডবদ্ভুবি।
ততঃ সৈবং স্তুতা দেবী নিমেষবিরহাতুরা ॥ ১৪১ ॥
পরিকল্প্য নিজাং ছায়াং মায়য়াতিসমীহয়া।
পার্শ্বেঽথ প্রেয়সী তত্র স্থাপয়িত্বা বলাদিব ॥ ১৪২ ॥
সখীভিরাবৃতা কৃষ্ণা শুদ্ধৈঃ পূজাজপৈরিহ।
স্তবৈর্ভক্ত্যা প্রণামৈশ্চ কৃপয়াবির্ভবৎ তদা ॥ ১৪৩ ॥
হেমচম্পকবর্ণাভা বিচিত্রাভরণোজ্জ্বলা।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গলাবণ্যলালিত্যমধুরাকৃতিঃ ॥ ১৪৪ ॥
নিষ্কলঙ্কশরৎপূর্ণকলানাথনিভাননা।
স্নিগ্ধমুগ্ধস্মিতালোকজগত্ত্রয়মনোহরা ॥ ১৪৫ ॥
নিজয়া প্রভয়াত্যন্তং দ্যোতয়ন্তী দিশো দশ।
অব্রবীদপি সা দেবী বরদা ভক্তবৎসলা ॥ ১৪৬ ॥

দেব্যুবাচ।

তৎসখীনাং বচঃ সত্যং তেন ত্বঞ্চ প্রিয়া সখি।
সমুত্তিষ্ঠ সমাগচ্ছ কামং তে সাধয়াম্যহং ॥ ১৪৭ ॥
সার্জ্জুনীয়া বচো দেব্যাঃ শ্রুত্বা চাত্মমনীষিতং।
পুলকাঙ্কিতমুগ্ধাঙ্গী বাষ্পাকুলবিলোচনা ॥ ১৪৮ ॥
পপাত চরণে দেব্যাঃ পুনশ্চ প্রেমবিহ্বলা।
ততঃ প্রিয়ম্বদাং দেবী সমুবাচ সখীমিমাং ॥ ১৪৯ ॥
পাণৌ গৃহীত্বা মৎসঙ্গে সমাশ্বস্য সমানয়।
ততঃ প্রিয়ম্বদা দেব্যা আজ্ঞয়া জাতসম্ভ্রমা ॥ ১৫০ ॥

তাং তথৈব সমাদায় সঙ্গে দেব্যা জগাম হ।
গন্ধোত্তরসরস্তীরে স্নাপয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ১৫১ ॥
সঙ্কল্পাদিকপূর্ণন্তু পূজয়িত্বা যথাবিধি।
শ্রীগোকুলকলানাথমন্ত্রং তস্যাঃ সুসিদ্ধিদং ॥ ১৫২ ॥
গ্রাহয়ামাস তাং দেবী কৃপয়া হরিবল্লভা।
ঙেন্তং গোকুলনাথস্য পূর্ব্বং মোহনভূষিতং ॥ ১৫৩ ॥
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং মন্ত্রং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতং।
গোবিন্দেঙ্গিতবিজ্ঞাসৌ দদৌ ভক্তিরসং মুদা ॥ ১৫৪ ॥
ধ্যানঞ্চ কথিতং তস্যৈ মন্ত্ররাজস্য মোহনং।
উক্তঞ্চ মোহনে তন্ত্রে স্মৃতিরপ্যস্য সিদ্ধিদা ॥ ১৫৫ ॥
নীলোৎপলদলশ্যামং নানালঙ্কারভূষিতং।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং ধ্যায়েদ্রাসরসাকুলং।
প্রিয়ম্বদামুবাচেদং রহঃ সম্পাদনেচ্ছয়া ॥ ১৫৬ ॥

রাধিকোবাচ।

অস্যা যাবৎ ভবেৎ পূর্ণং পুরশ্চরণমুত্তমং।
তাবদ্ধি পালয়ৈতাং ত্বং সাবধানং সহালিভিঃ ॥ ১৫৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ কৃষ্ণপাদাম্বুরুহসন্নিধিং।
ছায়ামাত্মভবামাত্মদেহলীলাং বিধায়চ ॥ ১৫৮ ॥
তস্থৌ তত্র যথাপূর্ব্বং রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা ॥ ১৫৯ ॥
তত্র প্রিয়ম্বদাদেশাৎ পদ্মমষ্টদলং শুভং।
গোরোচনাভি র্নির্ম্মায় কুঙ্কুমৈরপি চন্দনৈঃ।
এভিঃ সংমিশ্রিতং সিদ্ধিদায়কং সিদ্ধিনামকং ॥ ১৬০ ॥
লিখিত্বা মন্ত্ররাজেষু সুসিদ্ধং মন্ত্রমদ্ভুতং।
কৃত্বা ন্যাসাদিকং চার্ঘ্যপাত্রঞ্চাপি যথাবিধি ॥ ১৬১ ॥
নানর্ত্তুসম্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ কুঙ্কুমৈরপি চন্দনৈঃ।

ধুপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈ স্তাম্বুলৈ র্মুখবাসনৈঃ ॥ ১৬২ ॥
বাসালঙ্কারমাল্যৈশ্চ সংপূজ্য নন্দনন্দনং।
পরিবারৈঃ সমং সর্ব্বৈঃ সায়ুধঞ্চ সবাহনং ॥ ১৬৩ ॥
স্তুত্বা প্রণম্য বিধিবৎ চেতসা শরণং যযৌ।
ততো ভক্তিবশং দেবং যশোদানন্দনং প্রভুং ॥ ১৬৪ ॥
স্মিতাবলোকিতাপাঙ্গতরঙ্গসরসাত্মকং।
পূর্ব্বোত্তরে পুরস্তাৎ সা দদর্শ প্রাণবল্লভং ॥ ১৬৫ ॥
ভূমৌ পপাতার্জ্জুনীয়া পশ্যন্তী সর্ব্বমদ্ভুতং।
কৃচ্ছ্রাৎ কথঞ্চিদুত্থায় শনৈরুন্মীল্য লোচনে ॥ ১৬৬ ॥
স্বেদাশ্রুপুলকোৎকম্প্রভাবভারাকুলা সতী।
দদর্শ প্রথমং তত্র স্থলং চিন্তামনোরথং ॥ ১৬৭ ॥
ততঃ কল্পতরুস্তত্র লসন্মরকতচ্ছদঃ।
প্রবালপল্লবৈর্যুক্তঃ কোরকো হেমদণ্ডকঃ ॥ ১৬৮ ॥
স্ফাটিকালবালমূলঃ কামদঃ কামসম্পদাং।
প্রার্থকাভীষ্টফলদ স্তস্যাধো রত্নমন্দিরং ॥ ১৬৯ ॥
রত্নসিংহাসনং তত্র তত্রাষ্টদলপদ্মকং।
শঙ্খপদ্মনিধী তত্র সব্যাপসব্যসংস্থিতৌ ॥ ১৭০ ॥
চতুর্দ্দিক্ষু যথাস্থানং সংস্থিতা কামধেনবঃ।
পরিতো নন্দনোদ্যানং মলয়ানিলসেবিতং ॥ ১৭১ ॥
ঋতূনাং চৈব সর্ব্বেষাং কুসুমানাং মনোহরৈঃ।
আমোদৈ র্বাসিতং সর্ব্বং পরিতো রূপরঞ্জিতং ॥ ১৭২ ॥
মকরন্দকণাবৃষ্টিশীতলং সুমনোহরং।
মকরন্দরসাস্বাদমত্তানাং ভৃঙ্গযোষিতাং ॥ ১৭৩ ॥
বৃন্দানাং হূঙ্কৃতৈঃ শশ্বৎ চিরং মুখরিতান্তরং।
কলকণ্ঠী কপোতানাং সারিকাশুকযোষিতাং ॥ ১৭৪ ॥

অন্যাসাং পত্রিকান্তানাং কলনাদৈর্নিনাদিতং।
নৃত্যন্মত্তময়ূরাণামাকুলং স্মরবর্দ্ধনং॥ ১৭৫॥
মন্দমারুতসংলাপজ্জলোর্ম্মিকণশীতলং।
লসৎকুসুমিতানেকশতদ্রুমসুশোভিতং॥ ১৭৬॥
নানাচিত্রবিচিত্রাভং নানাদ্ভুতমহাদ্ভুতং।
অথাষ্টদলপদ্মেচ যোগপীঠাত্মকে শুভে॥ ১৭৭॥
শ্রীগোবিন্দং সুখাসীনং পূর্ণরাসরসাত্মকং।
রসাম্বুসেকসংমৃষ্টনীলাঞ্জনতমদ্দ্যুতিং॥ ১৭৮॥
সুস্নিগ্ধনীলকুটিলকষায়বাসিকুন্তলং।
মদমত্তময়ূরোদ্যচ্ছিখণ্ডাবদ্ধচূড়কং॥ ১৭৯॥
সঙ্গীতসর্ব্বোপক্রমং কৃতপুষ্পাবতংসকং।
নীলোৎপলাদিবিলসৎ কপোলাদর্শকর্ণিকং॥ ১৮০॥
বিচিত্রতিলকোদ্দামকালশোভান্বিতাননং।
তিলপুষ্পশুকপক্ষিচঞ্চুমঞ্জুলনাসিকং॥ ১৮১॥
চারুবিম্বাধরং মন্দস্মিতদীপিতমন্মথং।
বন্যপ্রসূনসঙ্কাশগৈরেয়কমনোহরং॥ ১৮২॥
মদোন্মত্তভ্রমদ্ভৃঙ্গীসহস্রগ্রথিতভূষণং।
সুরবজ্রপ্রভারাজদ্রূপীতাংশুকদ্বয়ং॥ ১৮৩॥
মুক্তাহারস্ফুরদ্বক্ষঃস্থলকৌস্তুভশোভিতং।
শ্রীবৎসলক্ষণং জানুলম্বিবাহুমনোহরং॥ ১৮৪॥
গভীরনাভিপদ্মস্থ মধ্যমধ্যাতিসুন্দরং।
সুজাতক্রমসদ্বৃত্তসদূরুজানুমণ্ডলং॥ ১৮৫॥
কঙ্কনাঙ্গদমঞ্জীরৈর্ভূষিতং ভূষণৈঃ পরৈঃ।
পীতাংশুকসমাবিষ্টনিতম্বঘটনায়কং॥ ১৮৬॥
লাবণ্যৈরপি সৌন্দর্য্যৈর্জ্জিতকোটিমনোভবং।

বেণুপ্রবর্ত্তিতৈ রাগৈগী তৈরপি মনোহরৈঃ॥ ১৮৭ ॥
মোহয়ন্তং সুধাম্ভোধৌ মজ্জয়ন্তং জগত্রয়ং।
প্রত্যঙ্গমদনাবেশধরং রাসরসাকুলং॥ ১৮৮ ॥
চামরব্যজনং মাল্যং গন্ধচন্দনমেবচ।
তাম্বুলং দর্পণং পানপাত্রচর্ব্বিতপাত্রকং॥ ১৮৯ ॥
অন্যৎ ক্রীড়ারতং যদ্যৎ কলয়ন্তীভি রাদধাৎ॥ ১৯০ ॥
যথাস্থানং নিযুক্তাভিঃ পশ্যন্তীভি স্তদিঙ্গিতং।
তম্মুখাম্ভোজদত্তাক্ষিচঞ্চলাভি রনুক্রমাৎ॥ ১৯১ ॥
শ্রীমত্যা রাধিকাদেব্যা বামভাগে সসত্ত্রমং।
আরাধয়ন্ত্যা তাম্বুল মর্পয়ন্ত্যা শুচিস্মিতং॥ ১৯২ ॥
সমালোক্যার্জ্জুনীয়াসৌ মদনাবেশবিহ্বলা।
ততস্তাঞ্চ যথাজ্ঞাত্বা হৃষীকেশোঽপি সর্ব্ববিৎ॥ ১৯৩ ॥
তস্যাঃ পাণিং গৃহীত্বৈবং সর্ব্বক্রীড়াবনান্তরে।
যথাকামং রহো রেমে মহাযোগেশ্বরো বিভুঃ॥ ১৯৪ ॥
ততস্তস্যাঃ স্কন্ধদেশে প্রবৃত্তভুজপল্লবঃ।
আগত্য সারদাং প্রাহ পশ্চিমেঽস্মিন্ সরোবরে॥ ১৯৫
শীঘ্রং স্নাপয় তন্বঙ্গীং ক্রীড়াশ্রান্তাং শুচিস্মিতাং।
ততঃ সা সারদা দেবী তস্মিন্ ক্রীড়াসরোবরে॥ ১৯৬ ॥
স্নানং কুর্ব্বিত্যুবাচৈনাং সাচ শ্রান্তা তথাকরোৎ।
জলাভ্যন্তরমগ্নাসৌ পুনরর্জ্জুনতাং গতঃ॥ ১৯৭ ॥
উত্তস্থৌ যত্র দেবেশঃ শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠনায়কঃ।
দৃষ্ট্বা তমর্জ্জুনং দেবো বিষণ্ণং ভগ্নমানসং॥ ১৯৮ ॥
মায়য়া পাণিনা স্পৃষ্ট্বা প্রকৃতং বিদধে পুনঃ।
ধনঞ্জয় ত্বং মাসীদ ভবান্ প্রিয়সখো মম॥ ১৯৯ ॥
ত্বৎসমো নাস্তি মে কোঽপি রহোবিজ্জগতস্ত্রয়ে।

যদ্রহস্যং ত্বয়াদৃষ্ট মনুভূতঞ্চ যৎ পুনঃ ॥ ২০০ ॥
কথ্যতে যদি তৎ কস্মৈ শপসে মাং তদার্জ্জুন।
ইতি প্রসাদ মাসাদ্য শপথে জাতনিশ্চয়ঃ।
যযৌ হৃষ্টমনা স্তস্মাৎ স্বধামাদ্ভুতসংস্মৃতিঃ ॥ ২০১ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

ইতি তে কথিতং সর্ব্বং রহো যদ্গোচরং মম।
গোবিন্দস্য তথাচাস্য কথনে শপথস্তব ॥ ২০২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াসিকে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়

পার্ব্বত্যুবাচ।

বৃন্দাবনরহস্যঞ্চ বহুধা কথিতং বিভো।
কেন পুণ্যবিশেষেণ নারদঃ প্রকৃতি র্ভবেৎ ॥ ১ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

এতদাশ্চর্য্যবৃত্তন্তু ময়া জিজ্ঞাসিতং পুরা।
ব্রহ্মণা কথিতং গুহ্যং শ্রুতং কৃষ্ণমুখাম্বুজাৎ ॥ ২ ॥
ময়াবক্তু মশক্যেত কথনোপকথঞ্চ বৈ।
তদা ব্রহ্মা ণমাহুয় ঈশোঽপ্যাজ্ঞাং প্রকুর্ব্বত।
ত্বয়া যৎ কথিতং মহ্যং ব্রুহি তৎ পুনরেবচ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

কিমিদঞ্চাপি সুমহদ্বৃন্দারণ্যং বিশাম্পতে।
শ্রোতু মিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোঽস্মি মে বদ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদংবৃন্দাবনং রম্যং মমধামৈব কেবলং ।
তত্র যে পশবঃ সাক্ষাদ্বৃক্ষাঃ কীটা নরাধমাঃ ॥ ৫ ॥
যে বসন্তি মম ধিষ্ণ্যং মৃতা যান্তি মমান্তিকং ।
তত্র যা গোপপত্ন্যশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে ॥ ৬ ॥
যোগিন্যস্তাত এবং হি মম দেবাঃ পরায়ণাঃ ।
পঞ্চযোজন মেবং হি বনং মে দেহরূপকং ॥ ৭ ॥
কালিন্দীয়ং সু যুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী ।
যত্র দেবাশ্চ ভুতানিব র্ত্তন্তে স্বস্বরূপতঃ ॥ ৮ ॥
সর্ব্বতেজোময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ ।
আবির্ভাব স্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে ॥ ৯ ॥
তোজোময় মিদং রম্য মদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা ।
রহস্যং প্রেমভাবস্য বৃন্দারণ্যে যুগে যুগে ।
ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ ন দৃশ্যং চাক্ষিগোচরং ॥ ১০ ॥

নারদ উবাচ ।

এবং নানাবিধঃ প্রশ্নঃ কৃতোহহংবৈ পুনঃপুনঃ ।
এতান্ বৈ শ্রাবয়িষ্যামি যথা প্রশ্নেন তত্ত্বতঃ ॥ ১১ ॥

শৌনকাদয় উবাচ ।

বৃন্দারণ্যরহস্যং হি যদুক্তং ব্রহ্মণা ত্বয়ি ।
তদস্মাকং সমাচক্ষ্ব যদ্যস্মাসু কৃপা তব ॥ ১২ ॥

নারদ উবাচ ।

কদাচিৎ সরযুতীরে দৃষ্টোহস্মাভিশ্চ গৌতমঃ ।
মনস্বীচ মহাদুঃখী চিন্তাকুলিতচেতনঃ ॥ ১৩ ॥
মাং দৃষ্ট্বা গৌতমো দেবঃ পপাত ধরণীতলে ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বৎসেতি তমূচে.চাহমেবহি ।

কথং ভবান্ মহাদুঃখী প্রোচ্যতাং যদি রোচতে ।। ১৪ ।।

গৌতম উবাচ।

শ্রুতং তব মুখাদেব কৃষ্ণতত্ত্বমপীদৃশং।
দ্বারকাখ্যং মথুরাখ্যং রহস্যং বহুশো ময়া ॥ ১৫ ॥
বৃন্দাবনরহস্যন্তু ন শ্রুতং ত্বন্মুখাম্বুজাৎ।
নাতো মে মনসি স্থৈর্য্যং কথিতং ত্বয়ি সদ্গুরো ॥ ১৬ ॥

নারদ উবাচ।

ইদন্তু পরমং গুহ্যং রহস্যাতিরহস্যকং।
পুরা মে ব্রহ্মণে প্রোক্তং কীদৃগ্ বৃন্দাবনোদ্ভবং ॥ ১৭ ॥
রহস্যং মম দেবেশ কথয়স্ব জগৎপিত।
ইতি জিজ্ঞাসিতো ব্রহ্মা ক্ষণং মৌনী তদাভবৎ ॥ ১৮ ॥
অহমুক্তো মহাবিষ্ণুং গচ্ছ বৎস প্রিয়ো মম।
ময়াপি তত্র গন্তব্যং ত্বয়া সহ ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা মাং গৃহীত্বাচ গতং বিষ্ণুস্বধামনি।
মহাবিষ্ণৌচ কথিতং ময়োক্তং যৎ তদেবহি ।। ২০ ।।
তচ্ছ্রুত্বোবাচ মহাবিষ্ণুঃ স্বায়ম্ভুবং সমাহ্বয়ৎ।
তঞ্চাপ্যাদেশয়ামাস নীত্বা তং নারদং মুনিং ।। ২১ ।।
স্নাপয়েমং মন্নিযুক্তঃ সরস্যমৃতসংজ্ঞকে।
মহাবিষ্ণুসমাযুক্তঃ স্বয়ম্ভুর্মাং তথাকরোৎ ।। ২২ ।।
তত্রামৃতসরশ্চাহং নিমজ্য স্নানমাচরন্।
তৎক্ষণাৎ তৎসরঃপারে যোষিদ্রূপং ততোঽভবং ।। ২৩ ।।
পাদাঙ্গুলনখাগ্রেণ লিখন্ চাহং বিমোহিতঃ।
কোঽহং কিং বা কৃতি র্বান্যাদিতি চিন্তাসমাকুলঃ ।। ২৪ ।।
তদা তত্র বেণুবীণানিনাদৈস্তুমুলংমহৎ।
শ্রুতং সরস্তটে বৎস যন্ত্রাঃ কাশ্চিচ্চ য়োষিতঃ ॥ ২৫ ॥

বেণুবীণাবাদ্যমানা নৃত্যগীতপরায়ণাঃ ।
সর্ব্বালক্ষ্মীসমাস্তাস্তু বিস্মিতোঽহঞ্চ মূর্চ্ছিতঃ ॥ ২৬ ॥
মাং দৃষ্ট্বা তাঃ সমায়ান্তি পৃচ্ছন্তি চ পুনঃ পুনঃ ।
কা ত্বং কুতঃ সমায়াতা কথং বা বিস্মিতা হি চ ॥ ২৭ ॥
তাসাং প্রিয়কথাং শ্রুত্বা ময়োক্তং তন্নিশাময় ।
কুতঃ কোঽহং সমায়াতঃ কথং বা যোষিদাকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥
স্বপ্নবদ্দৃশ্যতে সর্ব্বং কিম্বা মুগ্ধাস্মি ভূতলে ।
তৎশ্রুত্বা প্রণয়াদ্দেবী প্রোবাচ মধুরং স্বরৈঃ ॥ ২৯ ॥
বৃন্দানাম্নী পুরী চেয়ং কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া সদা ।
অহঞ্চ ললিতা দেবী চর্য্যাতীতা চ নিষ্কলা ॥ ৩০ ॥
ইত্যুক্ত্বা চ মহাদেবী করুণাশান্তমানসা ।
মাংপ্রত্যাহ মহাদেবি সমাগচ্ছানয়া সহ ॥ ৩১ ॥
অন্যাশ্চ যোষিতঃ সর্ব্বা কৃষ্ণপাদপরায়ণাঃ ।
তাশ্চ মাং প্রবদন্ত্যাশু সমাগচ্ছানয়া সহ ॥ ৩২ ॥
ততোঽহং কৃষ্ণচন্দ্রস্য চতুর্দ্দশাক্ষরো মনুঃ ।
কথিতো মে তয়া তস্যা দেব্যা শ্চাপি নিজো মনুঃ ॥ ৩৩ ।
তৎক্ষণাদেব তৎসাম্যং লভেয়ং বিবুধোপমা ।
তাভিঃ সহাগত স্তত্র যত্র কৃষ্ণঃ সনাতনঃ ॥ ৩৪ ॥
কেবলং সচ্চিদানন্দঃ স্বয়ং যোষিন্ময়ঃ প্রভুঃ ।
যোষিদানন্দহৃদয়ো দৃষ্ট্বা মাং সহ তৈ মুর্হুঃ ॥ ৩৫ ॥
সমাগচ্ছ প্রিয়ে কান্তে স উক্ত্বা পরিরম্ভয়ন্ ।
রেমে বর্ষপ্রমাণেন ময়া সহ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৬ ॥
তদোক্তং রমণেশেন দেবীঞ্চ রাধিকাং প্রতি ।
ইয়ন্তে প্রকৃতি স্তত্র চাসীন্নারদরূপধৃক্ ॥ ৩৭ ॥
নীত্বা মৃতসরস্তীরে স্নানার্থং সংনিযোজয় ।

তথা তু রমণেশেন গদিতং প্রিয়ভাষিতং ॥ ৩৮ ॥
ইয়ঞ্চ ললিতা বিদ্যা রাধিকা যাচ গীয়তে।
অহঞ্চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ ॥ ৩৯ ॥
সত্যং যোষিৎস্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী।
অহঞ্চ ললিতাদেবীস্বরূপা বিষ্ণুবিগ্রহা ॥ ৪০ ॥
আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ।
ত্বমেব নারদো নাম্না ললিতায়াশ্চ বিগ্রহঃ ॥ ৪১ ॥
এবং ভাবপরা যে বৈ তে মে বিগ্রহরূপিণঃ।
যা দুর্গা সৈব ললিতা ললিতা সৈব রাধিকা ॥ ৪২ ॥
এতাসামন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদঃ।
এবং যো বেত্তি মে তত্ত্বং সময়ঞ্চ যথা মম ॥ ৪৩ ॥
সময়াচারসঙ্কেতং ললিতাবৎ মমৈবহি।
ইতি বৃন্দাবনং নাম রহস্যং মম বিগ্রহং ॥ ৪৪ ॥
ন প্রকাশ্যং কদা কুত্র ন বক্তব্যং পশৌ ক্বচিৎ।
ততো নু রাধিকা দেবী মাং নীত্বা তৎসরোবরে ॥ ৪৫ ॥
স্থিত্বা সা কৃষ্ণচন্দ্রস্য চরণান্তং গতা পুনঃ।
ততো নিমজ্জনাদেব নারদোঽহ মুপাগতঃ ॥ ৪৬ ॥
বীণাহস্তো গানপর স্তদ্রহস্যং মুহুর্মুদা।
সরস্তীরে স্বয়ম্ভুশ্চ তত্রস্থং বিষ্ণুপার্ষদং ॥ ৪৭ ॥
স্বয়ম্ভুনা তথা দৃষ্টং নোক্তং কিঞ্চিন্ময়া পুনঃ।
ইতি তে কথিতং বৎস সুগোপ্যঞ্চ ময়া ত্বয়ি ॥ ৪৮ ॥
ত্বয়াপি কৃষ্ণচন্দ্রস্য কেনচিৎ ধামচিৎ কুলং।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন মাতুর্জার ইব প্রিয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

মহেশ্বর উবাচ।

যথা মম প্রিয়ে শিষ্যে পুরৈবেদং রহস্যকং।

তথা ভবতি সদ্বৃত্তে কথিতং চাতিগোপিতং॥ ৫০॥
যদি কুত্র কদাচিত্তু প্রকাশ্যং মুনিপুঙ্গবাঃ।
তদা শাপা ভবিষ্যন্তি কৃষ্ণচন্দ্রস্য নিশ্চিতং॥ ৫১॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াসিকে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়।
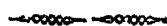
অত্র শিশুপালবধং শ্রুত্বা দন্তবক্রঃ কৃষ্ণেণ যোদ্ধুং মথুরামাজগাম কৃষ্ণস্তু তচ্ছ্রুত্বা রথমারুহ্য তেন সহ মথুরাং যযৌ। অথ তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যামালিঙ্গিতঃ সকলগোপজনবৃদ্ধান্ পরিষজ্য তানাশ্বাস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিঃ তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস। কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাকীর্ণে গোপস্ত্রীভি রনিশং ক্রীড়াসুখেন ত্রিযামদ্বয়মুবাস। তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারসহিতাঃ পক্ষিমৃগাদয়োঽপি বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমধিরূঢ়াঃ পরমবৈকুণ্ঠলোকমবাপুঃ। শ্রীকৃষ্ণস্তু নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্ব্বেষাং নিরাময়ং স্বপদং দত্বা দেবীদেবগণৈ স্তূয়মানঃ দ্বারবতীং বিবেশ। অত্র বসুদেবোগ্রসেনসংকরণপ্রদ্যুম্নাদিভিঃ। প্রত্যহং সংপূজিতঃ ষোড়শসহস্রাদ্যষ্টদিব্যমহিষীভি র্বিশ্বরূপধরো দিব্যরূপধরো দিব্যরত্নময়লতাগৃহান্তরে সুরতরুকুসুমাঞ্চিতঃ শ্লক্ষ্নতরপর্য্যঙ্কেষু রময়ামাস। এবং হিতার্থায় সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বভূভারং বিনাশ্য স চ যদুবংশে অবতীর্য্য সকলরাক্ষসবিনাশং কৃত্বা

মহান্ত মুর্ব্বীভারং বিনাশয়িত্বা নন্দব্রজদ্বারকামথুরাবাসিনঃ সর্ব্বান্ স্থাবরজঙ্গমান্ ভববন্ধনান্মোচয়িত্বা পরমে শাশ্বতে য়োগিধ্যেয়ে হিরন্ময়ে রম্যে ধাম্নি সংস্থাপ্য নিত্যং দিব্য-মহিষ্যাদিভিঃ সংসেব্যমানো বাসুদেবো মুদা চোবাস ॥ ১॥

আসীদব্যাকৃতং ব্রহ্ম করকাম্বুতয়োবির।
প্রকৃতিস্থো গুণান্ ভুক্ত্বা দুরীভুত্বা দিবং গতঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াসিকে
অষ্টোমোঽধ্যায়ঃ

নবমোঽধ্যায়

পার্ব্বত্যুবাচ।
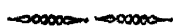
বিস্তরেণ সমাচক্ষ্ব মন্ত্রার্থপদগৌরবং।
ঈশ্বরস্য স্বরূপঞ্চ তৎস্থানানি বিভুতয়ঃ ॥ ১ ॥
যদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম ব্যূহভেদা স্তথা হরেঃ।
নির্ব্বাণাখ্যাতিতত্ত্বেন মম সর্ব্বং সুরেশ্বর ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

স্মরেদ্বৃন্দাবনে কৃষ্ণং গোপীকোটীভি রাবৃতং
তত্র গঙ্গা পরাশক্তি স্তস্যামানন্দকাননং ॥ ৩ ॥
নানাকুসুমসঙ্কীর্ণং নানাক্রুমলতাকুলং।
নিত্যনানাপশুব্রাতং নানাপক্ষিকলস্বনং ॥ ৪ ॥
সুগন্ধিকুসুমামোদসমীরসুরভীকৃতং।
কলিন্দীতনয়াদিব্যতরঙ্গসঙ্গশীতলং ॥ ৫ ॥
সনকাদ্যৈ র্ভাগবতৈঃ সংঘুষ্টং মুনিপুঙ্গবৈঃ।

আহ্লাদিমধুরারাবৈ র্গোবৃন্দৈ রভিমণ্ডিতং ॥ ৬ ॥
রম্যভ্রুষগোপেতৈর্নৃত্যদ্ভি র্বালকৈ র্বৃতঃ।
তত্র শ্রীমান্ কল্পতরু র্জাম্বূনদপরিচ্ছদঃ ॥ ৭ ॥
নানারত্নপ্রবালাঢ্যো নানামণিগণোজ্জ্বলঃ।
তস্য মূলে রত্নবেদী রত্নদীধিতিদীপিতঃ ॥ ৮ ॥
তত্র একং রত্নময়ং রত্নসিংহাসনোত্তমং।
তত্রাসীনং জগন্নাথং ত্রিগুণাতীত মব্যয়ং ॥ ৯ ॥
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং কোটিভাস্করভাস্বরং।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং ভাষয়ন্তং দিশ স্ত্বিষা ॥ ১০ ॥
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গৌরং তপ্তজাম্বূনদপ্রভং।
শ্লিষ্যমানঞ্চাঙ্গনাভিঃ মুদা যুক্তঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥
ব্রহ্মাদ্যৈঃ শনকাদ্যৈশ্চ ধ্যেয়ং ভক্তবশীকৃতং।
মদাঘূর্ণিতনেত্রাভিঃ নৃ্ত্যন্তীভি মহোৎসবৈঃ ॥ ১২ ॥
চুম্বন্তীভির্হসন্তীভিঃ শ্লিষ্যন্তীভি র্মুহু র্মুহুঃ ॥
অবাপ্তদেহাভিরেবং শ্রুতিভিঃ কোটিকোটিভিঃ ॥ ১৩ ॥
তৎপদাম্বুজমাধ্বীকবিদ্ধাভিঃ পরিতো বৃতং।
তাসান্তু মাগধা দেবী তপ্তচামীকরপ্রভা ॥ ১৪ ॥
দ্যোতমানা দিশঃ সর্ব্বা কুর্ব্বন্তী বিদ্যুদুজ্জ্বলা।
প্রধানা যা ভগবতী যয়া সর্ব্বমিদং শুভং ॥ ১৫ ॥
সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপাচ বিদ্যাবিদ্যাত্রয়ী পরা।
স্বরূপা শক্তিরূপাচ মায়ারূপাচ চিন্ময়ী ॥ ১৬ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং দেহকারণকারণং।
চরাচরং জগৎ সর্ব্বং যন্মায়াপরিরঞ্জিতং ॥ ১৭ ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী নাম্না রাধা ধাত্ত্বর্থকারণাৎ।
তামালিঙ্গ্য বসন্তং তং তত্র বৃন্দাবনেশ্বরং ॥ ১৮ ॥

অন্যোন্যচুম্বনাশ্লেষমদাবেশবিঘূর্ণিতং।
ধ্যায়েদেবংবিধং দেবং সচ সিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ॥ ১৯॥
মন্ত্ররাজমিদং গুহ্যং তস্যা মন্ত্রঞ্চ মন্ত্রবিৎ।
যো জপেৎ শৃণুয়াচ্চৈব স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ২০॥
রাধিকা চিত্রলেখাচ চন্দ্রা মদনসুন্দরী।
প্রিয়াচ শ্রীমধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া॥ ২১॥
স্বর্ণশোভাতিসম্মোহা প্রেমরোমাঞ্চবন্দিতা।
বৈবর্ত্তখেদসংযুক্তা ভাবরক্তা প্রিয়ম্বদা॥ ২২॥
নিরন্তরা সরসিকা দীনবন্ধুপ্রিয়া তথা।
সর্ব্বস্ত্রীজীবনাদ্যাচ বৎসলা বিমলাশয়া॥ ২৩॥
নিপীতকামপীযূষা সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা।
গৌরাঙ্গী চিত্রলেখা চ সদা রোদনতৎপরা॥ ২৪॥
দৈন্যানুরাগনটনামূর্চ্ছারোমাঞ্চবিহ্বলা।
হরে র্দক্ষিণপার্শ্বস্থা সর্ব্বমন্ত্রাহ্বয়া তথা॥ ২৫॥
অনঙ্গালাপমাৎসর্য্যা চন্দ্রা সা পরিকীর্ত্তিতা।
লীলয়া মন্থরগতি র্মঞ্জুমুদ্রিতলোচনা॥ ২৬॥
প্রেমধারাজলাকীর্ণা দলিতাঞ্জনশোভনা।
কৃষ্ণানুরক্তিরসিকা রাসধ্বনিসমুৎসুকা॥ ২৭॥
অহঙ্কারসমাযুক্তা সা বৈ মদনমঞ্জরী।
বিবিক্তরাগরসিকা শ্যামা শ্যামমনোহরা॥ ২৮॥
প্রেমা প্রেমকটাক্ষেণ হরেশ্চিত্তবিমোহিনী।
জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা সা প্রিয়া পরিকীর্ত্তিতা॥ ২৯॥
সুতপ্তস্বর্ণগৌরাঙ্গী লীলাগমনসুন্দরী।
স্মরসুপ্রেমরোমাঞ্চপ্রেমধারাসমন্বিতা॥ ৩০॥
গানধ্বনিবিনোদাচ রাসধ্বনিমহানটী।

শশিরেখাচ বিজ্ঞেয়া গোপালপ্রেয়সী সদা ॥ ৩১ ॥
কৃষ্ণাত্মা চোত্তমশ্যামা মধুপিঙ্গললোচনা।
উন্মাদপ্রেমসম্মোহা কচিৎ পুলকচুম্বিতা ॥ ৩২ ॥
ক্রোধনা কামরূপাচ পরস্ত্রীসুরতপ্রিয়া।
রাসধ্বনিপরা দাস-হরিভক্তিপ্রিয়ম্বদা ॥ ৩৩ ॥
বৈরাগ্যস্নেহসংযুক্তা বর্ণিতা সা হরিপ্রিয়া।
শিবকুম্ভা শিবানন্দা নন্দিনী যমুনাতটে ॥ ৩৪ ॥
রুক্মিণী দ্বারবত্যাস্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।
দেবক্যাং মথুরায়াস্তু জাতা মে পরমেশ্বরী ॥ ৩৫ ॥
চন্দ্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যনিবাসিনী।
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে ॥ ৩৬।
বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রতুষ্যতা।
কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে। ৩৭ ॥
নিত্যানন্দতনুঃ শৌরি র্বশবর্ত্তীতি ভাষতে।
ন স্বপ্নেঽপি ত্যজেৎ সঙ্গো যদি স স্যাৎ নরাধমঃ ॥ ৩৮
বায্বগ্নিভূমীনাং যস্ত সাঙ্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
বিরূপস্য ব্রহ্মণোঽপি তথা গোবিন্দবিগ্রহঃ ॥ ৩৯ ॥
সেন্দ্রিয়োঽপি যথা সূর্য্যবৃন্দং নানোপলক্ষ্যতে।
তথা কান্তযুতঃ কৃষ্ণঃ কং ন মোহয়তি ধ্রুবং ॥ ৪০ ॥
নতস্য প্রাকৃতী মূর্ত্তি র্মেদোমাংসাস্থিসম্ভবঃ।
যোগী চৈবেশ্বর শ্চাদ্যঃ সর্ব্বাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ ॥ ৪১ ॥
ভক্তস্যানুগ্রহায়ৈব পরমানন্দবিগ্রহঃ।
কাঠিন্যং দৈবযোগেন করকাম্বুতয়োরিব ॥ ৪২ ॥
কৃষ্ণস্যাম্বুতত্ত্বস্য পাদস্পৃষ্টং সদেবহি।
বৃন্দাবনরজো বন্দে যত্র সন্ত্যি বিষ্ণুকোটয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

আনন্দকিরণব্যাপ্তো বিশ্বঃ কৃষ্ণকলানিধেঃ।
গুণাবৃতা অনীয়সো জীবা স্তৎকারণাত্মকাঃ ॥ ৪৪ ॥
ভুজদ্বয়বৃতঃ কৃষ্ণো ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া তত স্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ব্বদা ॥ ৪৫ ॥
গোবিন্দ স্তত্র পুরুষো ব্রহ্মাদ্যাঃ স্ত্রিয় এবচ।
অতএবং স্বভাবোঽয়ং প্রকৃতের্ভাব ঈশ্বরঃ ॥ ৪৬ ॥
পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চাদ্যো রাধাবৃন্দাবনেশ্বরৌ।
প্রকৃতে র্বিকৃতিঃ সর্ব্বং বিনা বৃন্দাবনেশ্বরং ॥ ৪৭ ॥
সমুদ্রেষু সমুদ্ভূত স্তরঙ্গ স্তত্র মজ্জতি।
তদ্বৎ কৃষ্ণসমুৎপন্নো মৎস্যাদি স্তত্র লীয়তে ॥ ৪৮ ॥
যথা সুবর্ণে কটকাদিভেদাৎ
ভেদংগতংতস্যবিনাশনেঽপি
সুবর্ণনাশোনহিবিদ্যতে তথা।
মৎস্যাদিনাশে ন হি কৃষ্ণবিচ্যুতিঃ ॥ ৪৯ ॥
নির্গুণাচ্চ প্রপঞ্চোঽয়ং বৃন্দাবনবিহারিণঃ।
ঊর্ম্মিরব্ধেস্তরঙ্গস্য যথাব্ধি র্নৈব জায়তে ॥ ৫০ ॥
ন রাধিকাসমা নারী নৈব কৃষ্ণসমঃ পুমান্।
বয়ঃ পরং ন কৈশোরাৎ স্বভাবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৫১ ॥
ধ্যেয়ং কৈশোরকং ধ্যেয়ং বনং বৃন্দাবনং বনং।
শ্যামমেব পরং রূপং আদিরেব পরো রসঃ ॥ ৫২ ॥
বাল্যং পঞ্চতমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমান্তকং।
আপঞ্চদশকৈশোরং যৌবনন্তু ততঃ পরং ॥ ৫৩ ॥
বালগোপালরূপঞ্চ স্মরগোপালরূপিণঃ।
বন্দে মদনগোপালং কৈশোরাকারমদ্ভুতং ॥ ৫৪ ॥
যমাহু র্যৌবনোদ্ভিন্নে শ্রীমন্মদনমোহনং।

অখণ্ডাতুলপীযূষ রসানন্দমহার্ণবঃ ॥ ৫৫ ॥
জয়তি শ্রীপতে র্গূঢ়ং বয়ঃ কৈশোররূপিণঃ।
এবঞ্চ অব্যয়ং পূর্ণং বল্লবীবৃন্দবল্লভং ॥ ৫৬ ॥
ধ্যানগম্যং প্রপশ্যন্তি রুচিভেদাৎ পৃথগ্বিভুং ॥
যন্নখেন্দুরুচি র্ব্রহ্ম ধ্যেয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ ॥ ৫৭ ॥
গুণত্রয় মতীতং তং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরং।
বৃন্দাবনপরিত্যাগো গোবিন্দস্য ন বিদ্যতে।
অন্যত্র যদ্বপুস্তত্র ব্রহ্মমোহাদিদেবনং ॥ ৫৮ ॥
সুলভং ব্রজরমণীনাং দুর্লভ মনিশং মুমুক্ষূণাং।
তং ভজ নন্দসুতং যৎপদনখতেজঃ পরং ব্রহ্ম ॥ ৫৯ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ প্রেমসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ৬০ ॥

ঈশ্বরউবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ভদ্রে যন্মে মনসি বর্ত্ততে।
তৎ সর্ব্বং কথয়িষ্যামি সাবধানং নিশাময় ॥ ৬১ ॥
শ্রুত্বা গুণান্ স্মরন্নাম গানং বা মননঞ্চ বা।
শোধয়ত্যাত্মনাত্মানং সা প্রেম্নি পরিনীয়তে ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্য বৈয়াসিকে
নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়

পার্ব্বত্যুবাচ।

বৈষ্ণবানাঞ্চ যদ্ধর্ম্মং কর্ম্মাপি তস্য তদ্বদ।
যৎকৃত্বা মানবাঃ সর্ব্বে ভবাম্ভোধৌ তরন্তি বৈ ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ ।

অথ দ্বাদশশুদ্ধিঞ্চ বৈষ্ণবানামিহোচ্যতে।
গৃহোপসর্পনঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ ॥ ২ ॥
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব গুণানাঞ্চৈব কীর্ত্তনং ।
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৩ ॥
তৎকথাশ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসবনিরীক্ষণং ।
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে ॥ ৪ ॥
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মালানামপি ধারণং।
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্য হরেঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥
আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদে নির্ম্মাল্যস্য তপোধন।
বিশুদ্ধিঃ স্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যাপি বিধীয়তে ॥ ৬ ॥
তত্র পুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতং।
তদেব পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েৎ ॥ ৭ ॥
পুজাচ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ্ব মে ।
অভিগমন মুপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এবচ ॥ ৮ ॥
ইষ্টাঃ পঞ্চপ্রকারার্চ্চাঃ ক্রমেণ কথয়ামি তে।
তত্রাভিগমনং নাম দেবতাস্থানমার্জ্জনং ॥ ৯ ॥
উপলেপনং নির্ম্মাল্যদূরীকরণমেবচ ।
উপাদানং নাম গন্ধপুষ্পাদিচয়নং যথা ॥ ১০ ॥
ইষ্টা নাম সশক্তেহি পূজনঞ্চ যথার্থতঃ ।
স্বাধ্যায়ো মন্ত্ররাজস্য অর্থসন্ধানতো জপঃ ॥ ১১ ॥
সূক্তস্তোত্রাদিপাঠশ্চ হরেঃ সংকীর্ত্তনং তথা ।
তন্নাম শাস্ত্রাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২ ॥
যোগো নাম ভগবতঃ সেব্যরূপেণ ভাবনা ।
ইতি পঞ্চপ্রকারার্চ্চাঃ কথিতা স্তব সুব্রতে ॥ ১৩ ॥

অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাব্যশাস্ত্রেষু মূর্খানাং মুমুক্ষোরাত্মদেবতা ॥ ১৪ ॥
প্রসঙ্গাৎ কথয়িষ্যামি শালগ্রামশিলার্চ্চনং।
নিষ্কামো মুক্তি মাপ্নোতি মূর্ত্তিংধ্যায়ন্ স্তুবন্ জপন্। ১৫ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মং কেশবাখ্যো গদাধরঃ।
সাব্জকৌমোদকীচক্রশঙ্খী নারায়ণো বিভুঃ ॥ ১৬ ॥
সচশঙ্খাব্জপদো মাধবঃ শ্রীগদাধরঃ।
গদাব্জশঙ্খচক্রী বা গোবিন্দাখ্যো গদাধরঃ ॥ ১৭ ॥
পদ্মশঙ্খাদিগদিনে বিষ্ণুসংজ্ঞায় বৈ নমঃ।
সশঙ্খাব্জগদাচক্র মধুসূদনমূর্ত্তয়ে ॥ ১৮ ॥
নানাগদাসিচক্রাব্জযুক্তত্রিবিক্রমায় চ।
সারিকৌমোদকীপদ্মশঙ্খবামনমূর্ত্তয়ে ॥ ১৯ ॥
শঙ্খাব্জচক্রগদিনে নমঃ শ্রীধরমূর্ত্তয়ে।
হৃষীকেশ সারিগদাশঙ্খপদ্মিন্নমোঽস্তুতে ॥ ২০ ॥
সাব্জশঙ্খগদাচক্রপদ্মনাভস্বরূপিণে।
দামোদরঃ শঙ্খগদাচক্রপদ্মিন্নমোঽস্তুতে ॥ ২১ ॥
সারিশঙ্খগদাব্জায় বাসুদেবায় বৈ নমঃ।
শঙ্খাব্জচক্রগদিনে নমঃ সঙ্কর্ষণায়চ ॥ ২২ ॥
শঙ্খচক্রগদাব্জায় ধৃতপ্রদ্যুম্নমূর্ত্তয়ে।
নমোঽনিরুদ্ধায় গদাশঙ্খাব্জচক্রধারিণে ॥ ২৩ ॥
সাব্জশঙ্খগদাচক্রপুরুষোত্তমমূর্ত্তয়ে।
নমোঽধোক্ষজরূপায় গদাশঙ্খারিধারিণে ॥ ২৪ ॥
নৃসিংহমূর্ত্তয়ে পদ্মগদাশঙ্খারিধারিণে।
পদ্মারিশঙ্খগদিনে নমোঽস্তচ্যুতমূর্ত্তয়ে ॥ ২৫ ॥
সশঙ্খচক্রাব্জগদ জনার্দ্দন নমোনমঃ।

উপেন্দ্রং গদিনং সারিপদ্মশঙ্খনমোঽ স্তুতে ॥ ২৬ ॥
সচক্রাব্জগদাশঙ্খযুক্তায় হরিমূর্ত্তয়ে।
সগদাব্জারিশঙ্খায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তয়ে ॥ ২৭ ॥
শালগ্রামশিলাদ্বারগতলগ্নদ্বিচক্রধৃক্।
শুক্লাভাখ্যশ্চ সোঽব্যাৎশশ্বদেব শ্রীগদাধরঃ ॥ ২৮ ॥
লগ্নদ্বিচক্রো রক্তাভঃ পূর্ব্বভাগস্তু পুষ্কলঃ।
সঙ্কর্ষণোঽথ প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রস্তু পীতকঃ ॥ ২৯ ॥
সদীর্ঘঃ স্বশিরশ্ছিদ্রোযোঽনিরুদ্ধস্তু বর্ত্তুলঃ।
নানাহারদ্বিরেখশ্চ অথ নারায়ণো ঽসিতঃ ॥ ৩০ ॥
মধ্যেগদাকৃতারেখা নাভিপদ্মমহোন্নতঃ।
পৃথুচক্রো নৃসিংহোরঃ কপিলোঽব্যাত্রিবিন্দুকঃ ॥ ৩১ ॥
অথবা পঞ্চবিন্দু স্তৎ পূজনং ব্রহ্মচারিণঃ।
বরাহঃ শক্তিলিঙ্গোঽব্যাৎ বিষমদ্বয়চক্রকঃ ॥ ৩২ ॥
নীলস্ত্রিরেখঃ স্থূলোঽথ কূর্ম্মমূর্ত্তিঃ সবিন্দুমান্।
কৃষ্ণঃ সবর্ত্তুলাবর্ত্তঃ পাণ্ডরোন্নতপৃষ্ঠকঃ ॥ ৩৩ ॥
শ্রীধরঃ পঞ্চরেখোঽব্যাৎ বনমালী গদাঙ্কিতঃ।
বামনো বর্ত্তুলো নাম বামচক্রঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥
নানাবর্ণোঽনেক মূর্ত্তির্নাগভোগী ত্বনন্তকঃ।
স্থূলো দামোদরো নীলো মধ্যে চক্রঃ সুনীলকঃ ॥ ৩৫ ॥
সঙ্কীর্ণদ্বারকো বোঽব্যাৎ অথ ব্রহ্মা সুমোহিতঃ।
সদীর্ঘরেখঃ সুশির একচক্রাম্বুজঃ পৃথুঃ ॥ ৩৬ ॥
প্রত্যুচ্ছিদ্রঃ স্থূলচক্রঃ কৃষ্ণো বিন্দুশ্চ বিন্দুমৎ।
হয়গ্রীবোঽশ্বসাকারঃ পঞ্চরেখঃ সমো স্তুতঃ ॥ ৩৭ ॥
বৈকুণ্ঠোঽমলবস্তাতি একচক্রাব্জকোঽসিতঃ।
মৎস্যো দীর্ঘাম্বুজাকারো দ্বাররেখস্তু পাণ্ডরঃ ॥ ৩৮ ॥

বামচক্রো দক্ষরেখঃ শ্যামো বোঽব্যাস্ত্রিবিক্রমঃ ।
শালগ্রামে দ্বারকায়াং স্থিতায় গদিনে নমঃ ॥ ৩৯ ॥
একেন লক্ষিতো যোঽব্যা দ্গদাধারী সুদর্শনঃ ।
লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বাভ্যাং ত্রিভি মূর্ত্তিস্ত্রিবিক্রমঃ ॥ ৪০ ॥
চতুর্ভিশ্চ চতুর্ব্যূহো বাসুদেবশ্চ পঞ্চভিঃ ।
প্রদ্যুম্নঃ ষড়্ভিরেব স্যাৎ সঙ্কর্ষণ ইতস্তুতঃ ॥ ৪১ ॥
পুরুষোত্তমোঽষ্টভিঃ সপ্ত নবব্যূহো হরো হরিঃ ।
দশাবতারো দশভিঃ অনিরুদ্ধ একাদশ ॥ ৪২ ॥
দ্বাদশাত্মাদ্বাদশভি রতঊর্দ্ধোহ্যনন্তকঃ ।
ব্রহ্মাচতুর্মুখো দণ্ডী কমণ্ডলুধরো মতঃ ॥ ৪৩ ॥
মহেশ্বরঃ পঞ্চবক্ত্রো দশবাহুর্বৃষধ্বজঃ ।
যথায়ুধস্তথা গৌরী চণ্ডিকাচ স্বরস্বতী ॥ ৪৪ ॥
মহালক্ষ্মী র্মাতরশ্চ পদ্মহস্তো দিবাকরঃ ।
এতেঽর্চ্চিতাঃ স্থাপিতাশ্চ প্রাসাদে বাস্তুপূজনে ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ প্রাপ্যন্তে পুরুষেণচ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াসিকে
দশমোঽধ্যায়ঃ

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে মণ্ডলে প্রতিমাসুচ ।
নিত্যন্তু শ্রীহরেঃ পূজা কেবলো জলেনতু ॥ ১
গণ্ডক্যামেকদেশেতু শালগ্রামস্থলং মহৎ ।
পাসাণান্তর্ভবং যত্তৎ শালগ্রামমিতি স্থিতং ॥

শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনং।
কিং পুন র্যজনং তত্র হরেঃ সান্নিধ্যকারণং॥ ৩॥
শালগ্রামৈকযজনাৎ শতলিঙ্গফলং লভেৎ।
বহুভি র্জন্মভিঃ পুণ্যৈ র্যদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ॥ ৪॥
গোষ্পদেন চ চিহ্নেন তেনৈব ত্রায়তে জনঃ।
আদৌ শিলাং পরীক্ষেত স্নিগ্ধাং শ্রেষ্ঠাং চ মেচকাং॥ ৫॥
অকৃষ্ণা মধ্যমা প্রোক্তা মিশ্রা মিশ্রফলপ্রদা।
সর্ব্বকামপ্রদা সৌম্যা করালা ভয়দুঃখদা॥ ৬॥
স্নিগ্ধাচ শ্রীকরী নিত্যং রুক্ষা দারিদ্র্যদায়িকা।
ক্ষুদ্রা ক্ষুদ্রফলা প্রোক্তা স্থূলা স্থূলফলপ্রদা॥ ৭॥
সদা কাষ্ঠে স্থিতো বহ্নি র্মন্থনে চ প্রকাশতে।
যথা তথা হরি র্ব্যাপী শালগ্রামে প্রকাশতে॥ ৮॥
প্রত্যহং দ্বাদশশিলাঃ শালগ্রামস্য যোঽর্চ্চয়েৎ।
দ্বারবত্যাঃ শিলাযুক্তাঃ স বৈকুণ্ঠে মহীয়তে॥ ৯॥
শালগ্রামশিলায়াস্তু গহ্বরং লক্ষ্যতে নরঃ।
পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পান্তরং দিবি॥ ১০॥
শালগ্রামশিলা যত্র যত্র দ্বারবতী শিলা।
মৃতে বিষ্ণুপুরং যাতি কৃতার্থং যোজনত্রয়ং॥ ১১॥
জপঃপূজাচ হোমশ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ।
মনস্কামসদাভীষ্টং তোয়মাত্রং সমন্ততঃ॥ ১২॥
কীটকোঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভবনং নরঃ।
শালগ্রামশিলায়াং যো মূল্যমুৎপাদয়েন্নরঃ॥ ১৩॥
বিক্রেতা চানুমন্তাচ যঃ পরীক্ষানুমোদকঃ।
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি যাবদাহূতসংপ্লবং॥ ১৪॥
অতস্তং বর্জ্জয়ে দ্দেবি হরিবিক্রয়ণক্রয়ং।

শালগ্রামোদ্ভবো দেবো যো দেবো দ্বারকোদ্ভবঃ॥ ১৫॥
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তি স্তত্র ন সংশয়ঃ।
দ্বারকোদ্ভবঃ শুক্লশ্চ বহুচক্রেণ চিহ্নিতঃ॥ ১৬॥
চক্রশ্চ স্যাৎ শিবা কারচিৎস্বরূপং নিরঞ্জনং।
নমোঽস্ত্বোঙ্কাররূপায় সদানন্দস্বরূপিণে॥ ১৭॥
শালগ্রাম মহাভাগ ভক্তস্যানুগ্রহং কুরু।
ত্বয়া চ্যুতস্য নীচস্য ধ্যানগ্রস্তস্য মে প্রভো॥ ১৮॥
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি তিলকস্য বিধিং মুদা।
যৎশ্রুত্বা মানবাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুসারূপ্যবান্ ভবেৎ॥ ১৯॥
ললাটে কেশবং বিদ্যাৎ কর্ণে শ্রীপুরুষোত্তমং।
নাভৌ নারায়ণং দেবং বৈকুণ্ঠং হৃদয়ে তথা॥ ২০॥
দামোদরং বামপার্শ্বে দক্ষিণেচ ত্রিবিক্রমং।
মূর্দ্ধ্নি চৈব হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ॥ ২১॥
কর্ণয়োর্যমুনাং গঙ্গাং বাহ্বোঃ কৃষ্ণং হরিং তথা।
যথাস্থানেষু তুষ্যন্তি দেবতা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥ ২২॥
দ্বাদশৈতানি নামানি কর্ত্তব্যে তিলকে পঠেৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ২৩॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং সমূর্দ্ধণ্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
স চণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্যএব ন সংশয়ঃ॥ ২৪॥
যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে নো নরস্য হি।
তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ॥ ২৫॥
ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে।
তং দৃষ্টা প্যথবা স্পৃষ্টা সচেলং স্নানমাচরেৎ॥ ২৬॥
সান্তরালং প্রকুর্ব্বীত পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি।
নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং নরাধমঃ॥ ২৭॥

ললাটং তস্য সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়।
নাসাগ্রকেশপর্য্যন্ত মূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং ॥ ২৮ ॥
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং ॥
বামভাগে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে চ সদাশিবঃ ॥ ২৯ ॥
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ।
বীক্ষ্যাদর্শে জলেবাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৩০ ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগঃ স যাতি পরমাং গতিং।
অগ্নিরাপশ্চ দেবাশ্চ চন্দ্রাদিত্যৌ তথানিলাঃ ॥ ৩১ ॥
নিত্যমেতি হি বিপ্রাণাং কর্ণেতিষ্ঠতি দক্ষিণে।
গঙ্গাদেবী বামশ্রোত্রে নাসিকায়াং হুতাশনঃ ॥ ৩২ ॥
উভয়োরপি সংস্পর্শাৎ তৎক্ষণাদেব শুদ্ধ্যতি।
অনাচান্তঃ পিবেৎ যস্তু ভক্ষয়েদ্বাপি কিঞ্চন ॥ ৩৩ ॥
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু জপং কৃত্বা বিশুদ্ধ্যতি।
কৃত্বা পাদোদকং শঙ্খে বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং ॥ ৩৪ ॥
তুলসীমিশ্রিতং দত্ত্বা পিবে মূর্দ্ধ্নাভিবন্দয়েৎ।
প্রাশ্নীয়াৎ প্রোক্ষয়েদ্দেহং পুত্রমিত্রপরিগ্রহং ॥ ৩৫ ॥
বিষ্ণুপাদোদকং পীতং কোটিজন্মাঘনাশনং।
তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দু নিপাতনাৎ ॥ ৩৬ ॥
জলশঙ্খং করে কৃত্বা স্তুত্বা নত্বা প্রদক্ষিণং।
সততং ধার্য্যতে বাপি তেনাপ্তে জন্মনঃ ফলং ॥ ৩৭ ॥
শঙ্খো যস্য গৃহে নাস্তি ঘণ্টা বা গরুড়ান্বিতা।
পুরতো বাসুদেবস্য ন স ভাগবতঃ কলৌ ॥ ৩৮ ॥
যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্‌গৃহে।
দেবোৎসবাদ্যসেবাচ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ ॥ ৩৯ ॥
উচ্ছিষ্টে চৈব বাশৌচে ভগবদ্বন্দনাদিকং।

একহস্তপ্রণামস্ত তথাচৈকং প্রদক্ষিণং ॥ ৪০ ॥
পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনং।
শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যাভাষণ মেবচ ॥ ৪১ ॥
উচ্চৈর্ভাষো মিথোজল্পো রোদনাদিচ বিগ্রহঃ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব স্ত্রীষু থক্রুরভাষণং ॥ ৪২ ॥
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা ॥ ৪৩ ॥
অপরাধ স্তথা বিষ্ণো র্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতা।
অপরাধসহস্রানি ক্রিয়তে হহ্যনিশং ময়া ॥ ৪৪ ॥
তবাহ মিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন।
ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৪৫ ॥
অপরাধসহস্রাণি ক্ষম মে সর্ব্বগো হরিঃ।
সায়ং প্রাত দ্বিজাতীনাং শ্রেত্যুক্তমশনং তথা ॥ ৪৬ ॥
বিষ্ণুভুক্তাবশিষ্টেন দিনপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
অন্নং ব্রহ্মা রসো বিষ্ণুঃ খাদয়ন্নামমোচ্চরন্ ॥ ৪৭ ॥
এবং জ্ঞাত্বা তু যো ভুঙ্ক্তে সোঽন্নদোষৈর্নলিপ্যতে।
অলাবুং বর্তুলাকারং মসুরঞ্চ সবল্কলং ॥ ৪৮ ॥
তালং শুক্রান্ত বার্ত্তাকুং নখাদেদ্বৈষ্ণবো জনঃ।
বটাশ্বত্থার্কপত্রেষু কুম্ভীতিন্দুকপত্রয়োঃ ॥ ৪৯ ॥
কোবিদারকদম্বেচ নখাদেদ্বৈষ্ণবো নরঃ।
শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছুক্তং দধি ভাদ্রপদে ত্যজেৎ ॥ ৫০ ॥
দুগ্ধন্তু আশ্বিনে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ।
দুগ্ধমন্নঞ্চ জম্বীরং যদ্বিষ্ণো রনিবেদিতং ॥ ৫১ ॥
বীজপূরঞ্চ শাকঞ্চ প্রত্যক্ষং লবণং তথা।
যদি দৈবাচ্চ ভুজ্যন্তে তদা তন্নামকং স্মরেৎ ॥ ৫২ ॥

কলায়ং কঙ্কুধ্যান্যানি শাকঞ্চৈব হি মোচিকাং।
ষাষ্ঠিকা কালশাকঞ্চ মুস্তকং ক্রমুকং তথা॥ ৫৩॥
লবণে সৈন্ধবং প্রোক্তং বচাচ দধিনর্পিষী।
পয়োঽমুদ্ধৃত্য সারঞ্চ কলমাম্রঃ হরীতকী॥ ৫৪॥
পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গকতিন্তিড়ী।
কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৌক্ষকং॥ ৫৫॥
অতৈলপক্কং ভুঞ্জীত হবিষ্যেষু প্রচক্ষতে।
উদ্যানতুলসীপুষ্পমাল্যং বহতি যো নরঃ॥ ৫৬॥
তং হি বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহং।
ধাত্রীবৃক্ষং সমারোপ্য বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ॥ ৫৭॥
কুরুক্ষেত্রং বিজানীয়াৎ সার্দ্ধহস্তশতত্রয়ং।
তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈঃ রুদ্রাক্ষাকারকারিতৈঃ॥ ৫৮॥
নির্ম্মিতা মালিকা কণ্ঠে নিধায়ার্চ্চনমাচরেৎ।
তথামলকমালাঞ্চ এবং পুষ্করমালিকাং॥ ৫৯॥
কর্ণমালাং প্রযত্নেন ধারয়েদ্বিষ্ণুপূজকঃ।
নির্ম্মাল্যতুলসীমালাং শিরস্যপি নিধায় বৈ॥ ৬০॥
নির্ম্মাল্যচন্দনেনাঙ্গমঙ্কয়েৎ তস্য নামভিঃ।
ললাটেচ গদা কার্য্যা মূর্দ্ধ্নি চাপং শরং তথা॥ ৬১॥
নন্দনঞ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খং চক্রং ভুজদ্বয়ে।
শঙ্খচক্রাঙ্কিতো মর্ত্ত্যঃ শ্মশানে ম্রিয়তে যদি॥ ৬২॥
প্রাগেব যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতি স্তস্য নিশ্চিতং।
যো ধৃত্বা তুলসীপত্রং শিরসা বিষ্ণুতৎপরঃ॥ ৬৩॥
করোতি সর্ব্বকার্য্যানি ফলমাপ্নোতি চাক্ষয়ং।
তুলসীকাষ্ঠমালায়াং ভূষিতঃ পুণ্যমাচরন্॥ ৬৪॥
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং ভবেৎ।

নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতাং ॥ ৬৫ ॥
বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য নশ্যতি পাতকং ।
পাদ্যাদিভি স্তথা পূজ্য ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৬৬ ॥
যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
দেবানামভিবন্দিতা ভগবতী গীর্ণা বিপত্তারিণী ।
নিত্যাসক্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥ ৬৭ ॥
হর্ষাশ্রুপূর্ণঃ পুলকাচিতাঙ্গঃ
প্রসীদ নাথেতি বদন্নথোচ্চৈঃ ।
দণ্ডপ্রণামায় পপাত ভূমৌ
সবেপমান স্ত্রিজগদ্বিধাতুঃ ॥ ৬৮ ॥
তং ভক্তকান্তঃ প্রণতং ধরণ্যাং ।
উত্তিষ্ঠ বৎসেতি বদন্ করাব্জৈঃ ।
উত্থাপয়ামাস ভুজৌ গৃহীত্বা
সংস্পর্শহর্ষোপচিতৌ ক্ষণেন ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াসিকে
একাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষয়গ্রাহসংকুলে ।
পুত্রদারধনৈ র্বার্ত্ত স্তৎ কথং তার্য্যতে বিভো ।
তদুপায়ং মহাদেব কথয়স্ব কৃপানিধে ॥ ১ ॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং ।
হরে রাম হরে রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি মঙ্গলং ॥ ২ ॥

ইতি বদন্তি যে নিত্যং নহি তান্ বাধতে কলিঃ।
অন্তরান্তরকর্ম্মাণি কৃত্বা নামানি চ স্মরেৎ ॥ ৩।
কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেত্যাহ পুনঃপুনঃ।
তন্নাম চৈব মন্নাম যোজয়িত্বা ব্যতিক্রমাৎ ॥ ৪ ॥
সোঽপি পাপাৎ প্রমুচ্যেত তুলরাশিমিবানলঃ।
জয়ত্যেব জয়ত্যেবাথ শ্রীশব্দপূর্ব্বতঃ ॥ ৫ ॥
তচ্ছমে মঙ্গলং নাম জপাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
দিবানিশি তথা সন্ধ্যা সর্ব্বকালেচ সংস্মরেৎ ॥ ৬ ॥
অহর্নিশং স্মরন্নাম কৃষ্ণং পশ্যতি চক্ষুষা।
অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি সর্ব্বকালেচ সর্ব্বদা ॥ ৭ ॥
পশুযোনিং ভ্রমন্ বাপি পক্ষিযোনিং ভ্রমন্নপি।
নাম সংস্মরণাদেব সংসারান্মুচ্যতে ক্ষণাৎ ॥ ৮ ॥
নানাপরাধযুক্তস্যতন্নাম্নাপিচ হন্ত্যঘং ॥ ৯ ॥
যচ্চ ব্রতং তপো দানং সাপায়ং তৎ কলৌ যুগে।
গঙ্গাস্নানং হরের্নাম নিরপায়মিদং দ্বয়ী ॥ ১০ ॥
হত্যাযুতং পানসহস্রমুগ্রং
গুর্ব্বঙ্গনাকোটিনিষেবনঞ্চ।
স্তেয়ান্যশেষাণি হরিপ্রিয়েণ
গোবিন্দনাম্না নিহতানি সদ্যঃ ॥ ১১ ॥
যঃস্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।
নাম সংস্মরণাদেব তথাতৎ পাদচিন্তনাৎ ॥ ১২ ॥
গুরুসেবাথবা কুর্য্যাৎ কলৌচ হরিকীর্ত্তনাৎ।
সৌবর্ণীং রাজতাং বাপি পাষাণনির্ম্মিতামপি ॥ ১৩ ॥
পাদয়োশ্চাঙ্কিতাং কৃত্বা পূজাঞ্চৈব সমাচরেৎ।
দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যজঃ ॥ ১৪ ॥

তত্র নম্‌ জনযোগ্রসংসারচ্ছেদনায় সঃ
মধ্যমাঙ্গুলিমূলে তু ধত্তে কমলমচ্যুতঃ ॥ ১৫ ॥
ধ্যাতুশ্চিত্তদ্বিরেকাণাং লোভমায়াতি শোভনং।
পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে সর্ব্বানর্থজয়ধ্বজং ॥ ১৬ ॥
কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্তপাপাদ্রিভেদনং।
পার্ষ্ণিমধ্যেঽঙ্কুশং ভক্তচিত্তেভশমনকারণং ॥ ১৭ ॥
সর্ব্ববিদ্যাপ্রকাশায় ধত্তে চ ভগবানজঃ।
তস্মাদ্‌গোবিন্দমাহাত্ম্যমানন্দরসমন্দিরং ॥ ১৮ ॥
শৃণুযাৎ কীর্ত্তয়েন্নিত্যং স নির্ম্মুক্তো ন সংশয়ঃ।
মাহাত্ম্যং বৈষ্ণবং শ্রুত্বা পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥
মাসকৃত্যং প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণোঃ প্রীতিকরং পরং।
জ্যৈষ্ঠেতু স্নাপনং কুর্য্যাৎ শ্রীবিষ্ণোঃ স্নানবাসরে ॥ ২০ ॥
দৈনন্দিনন্তু দুরিতং পক্ষমাসাব্দবর্ষজং।
ব্রহ্মহত্যাসহস্রানি জ্ঞানাজ্ঞান কৃতানিচ ॥ ২১ ॥
স্বর্ণস্তেয়সুরাপানগুরুতল্পাযুতানিচ।
কোটিকোটিসহস্রাণি হ্যুপপাপানি যানিচ ॥ ২২ ॥
সর্ব্বাণ্যপি প্রণশ্যন্তি পৌর্ণমাস্যান্তু বাসরে।
অভিষিঞ্চেচ্চ তন্মূর্দ্ধ্নি তদেতৎ কলসোদকং ॥ ২৩ ॥
পুরুষসূক্তেন মন্ত্রেণ পাবমানী ঋচা তথা।
নারিকেলোদকেনাথ তথা তালফলাম্বুনা ॥ ২৪ ॥
রত্নোদকেন গন্ধেন তথা পুষ্পোদকেন চ।
পঞ্চোপচারৈ রারাধ্য তথা বিভববিস্তরৈঃ ॥ ২৫ ॥
ঘংঘণ্টায়ৈ নম ইতি ঘণ্টাবাদ্যং নিবেদয়েৎ।
পাদে তস্য মহাত্মানৌ ধ্বস্তপাতকপঙ্কমৌ ॥ ২৬ ॥
পাহি মাং পাপিনং ঘোরং সংসারার্ণবপাতিতং।

য এবং কুরুতে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ শ্রোত্রিয়ঃ শুচিঃ ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ।
আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং কুর্য্যাৎ স্নাপং মহোৎসবং ॥ ২৮ ॥
আষাঢ়ে চ রথং কুর্য্যাৎ শ্রাবণে শ্রবণাবিধিং ।
ভাদ্রেচ জন্মদিবসে উপবাসপরো ভবেৎ ॥ ২৯ ॥
প্রসুপ্তঞ্চ পরিবর্ত্ত মাশ্বিনে মাসি কারয়েৎ ।
উত্থানং শ্রীহরেঃ কুর্য্যাৎ অন্যথা বিষ্ণুদ্রোহকৃৎ ॥ ৩০ ॥
শুভে চৈবাশ্বিনে মাসি মহামায়াঞ্চ পূজয়েৎ ।
কার্ত্তিকে মাসি যৎ কৃত্যং শৃণু দেবি বরাননে ॥ ৩১ ॥
সপ্তবর্ত্ত্যাঃ প্রমাণেন দীপঃ স্যাচ্চতুরাঙ্গুলঃ ।
পক্ষান্তে চ প্রকর্ত্তব্যা দীপমালাবলিঃ শুভা ॥ ৩২ ॥
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে ষষ্ঠ্যাঞ্চ সিতবস্ত্রকৈঃ ।
পূজয়েজ্জগদীশঞ্চ তৃণবস্ত্রে র্বিশেষতঃ ॥ ৩৩ ॥
পৌষে পুণ্যাভিষেকে চ বর্জ্জয়েচ্চন্দনং তথা ।
সংক্রান্ত্যাং মাঘমাসে চ সাধিবাসিততণ্ডুলান্ ॥ ৩৪ ॥
নিবেদ্য বিষ্ণবে ভক্ত্যা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ।
জীবনং সর্ব্বভূতানাং জনকস্ত্বং জগদ্গুরো ॥ ৩৫ ॥
ত্বন্ময়া লীলতা প্রাপ্তা ত্বয়ৈব জনিতা প্রভো ।
সকর্পূরাণি দ্রব্যাণি ঘৃতাক্তানি নিবেদয়েৎ ॥ ৩৬ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ভক্ত্যা দেবদেবপুরস্থিতান্ ।
অভ্যর্চ্চ্য ভগবদ্ভক্ত্যা দ্বিজাংশ্চ ভগবদ্ধিয়া ॥ ৩৭ ॥
একস্মিন্ ভোজিতে ভক্তে কোটি র্ভবতি ভক্তিতঃ ।
বিপ্রভোজনমাত্রেণ কর্ম্ম সাঙ্গং ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ৩৮ ॥
পঞ্চম্যাং শুক্লপক্ষেতু স্নাপয়িত্বা চ কেশবং ।
পূজয়েদ্ভগবদ্ভক্ত্যা চূতপল্লবসম্মিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥

ফল্গুচূর্ণৈশ্চ বিবিধৈর্বাসিতৈঃ পটবাসিতৈঃ ।
কাননং রমনীয়ঞ্চ প্রদীপ্তদীপদীপিতং ॥ ৪০ ॥
দ্রাক্ষেক্ষুরম্ভাজম্বীরনাগরঙ্গকপূগকং ।
নারিকেলঞ্চ ধাত্রী চ বংশতালহরীতকী ॥ ৪১ ॥
অন্যৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাচিতং ।
পুষ্পৈশ্চ বিবিধৈশ্চৈব ফলপুষ্পসমন্বিতং ॥ ৪২ ॥
বিতানৈঃ কুসুমোদ্যানৈর্বারিপূর্ণঘটৈস্তথা ।
চূতশাখোপশাখাভিঃ শোভিতং ছত্রচামরৈঃ ॥ ৪৩ ॥
বিশেষতঃ কলিযুগে দোলোৎসবো বিধীয়তে ।
ফাল্গুনে চ চতুর্দ্দশ্যা মষ্টমে যামসংজ্ঞকে ॥ ৪৪ ॥
অথবা পৌর্ণমাস্যান্তু প্রতিপৎসন্ধিসম্মিতে ।
পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা ফল্গুচূর্ণৈশ্চতুর্বিধৈঃ ॥ ৪৫ ॥
সিতরক্তৈর্গৌরপীতৈঃ কর্পূরাদিবিমিশ্রিতৈঃ ।
হরিদ্রাক্ষারযোগাচ্চ রঙ্গরম্যৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৪৬ ॥
অন্যৈর্বা রঙ্গরম্যৈশ্চ প্রীণয়েৎ পরমেশ্বরং ।
একাদশ্যাং সমারভ্য পঞ্চম্যন্ত্যং সমাপয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
পঞ্চাহানি ত্রহানি স্যু দোলোৎসবো বিধীয়তে ।
দক্ষিণাভিমুখং কৃষ্ণং দোলযানং সকৃন্নরাঃ ॥ ৪৮ ॥
দৃষ্টাপরাধনিচয়ৈর্মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ ।
নিক্ষিপ্য জলমাত্রে তু মাসে মাধবসংজ্ঞিতে ॥ ৪৯ ॥
সৌবর্ণপাত্রে তাম্রে বা রৌপ্যে বা মৃন্ময়ে হপি বা ।
তোয়স্থং যোহর্চ্চয়েদ্দেবং শালগ্রামসমুদ্ভবং ॥ ৫০ ॥
প্রত্যহং বৈ মহাভাগে তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে ।
দাম্নাচারোপণং কৃত্বা শ্রীবিষ্ণোঃ চ সমর্পয়েৎ ॥ ৫১ ॥
বৈশাখ্যাং শ্রাবণে ভাদ্রে কর্ত্তব্যঞ্চ তদর্পণং ।

বৈশাখেচ তৃতীয়ায়াং জলমধ্যে বিশেষতঃ ॥ ৫২ ॥
অথবা মণ্ডপে কুর্য্যাৎ মণ্ডলে বাম্বুহদ্ধ্রজে ।
সুগন্ধচন্দনেনাঙ্গ সুপুষ্টাঙ্গো দিনে দিনে ॥ ৫৩ ॥
যথাপ্রযত্নতঃ কার্য্যঃ কৃশাঙ্গো নৈব পূজিতঃ ।
চন্দনাগুরুকস্তূরীকুষ্ঠং কুঙ্কুমরোচনা ॥ ৫৪ ॥
জটামাংসী বচা চৈব বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকন্তথা ।
এতৈর্গন্ধযুতৈশ্চাপি অঙ্গানি পরিলেপয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
ঘৃষ্টঞ্চ তুলসীকাষ্ঠং কর্পূরাগুরুযোগতঃ ।
অথবা কেশবৈর্যোজ্যং হরিচন্দনমুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥
অস্মিন্ কালে কৃষ্ণভক্ত্যা যে প্রপশ্যন্তি মানবাঃ ।
তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৫৭ ॥
সুগন্ধিমিশ্রিতৈস্তোয়ৈঃ স্নাপয়িত্বা জগদ্গুরুং ।
অথবা পুষ্পমধ্যে চ স্থাপয়েজ্জগদীশ্বরং ॥ ৫৮ ॥
বৃন্দাবনং তত্র কৃত্বা উপস্কৃতকলানিচ ।
বিষ্ণুভক্তেন যোগ্যেন ভোজয়েত্তদশেষতঃ ॥ ৫৯ ॥
নারিকেলফলং নীরং কোষঞ্চোদ্ধৃত্য দাপয়েৎ ।
কণ্টাফলঞ্চ পনসং কোষমুদ্ধৃত্য দীয়তে ॥ ৬০ ॥
যথা পঠেত্তথা দদ্যাৎ যথাশক্তিনিয়োগতঃ ।
দধ্না বিমিশ্রিতং চান্নং ঘৃতেনাপ্লুত্য দাপয়েৎ ॥ ৬১ ॥
পাচিতং পিষ্টকং ধাতুরষ্টাদশঘৃতেন চ ।
তৈলৈশ্চ তিলসং মিশ্রৈঃ ফলং শুদ্ধঞ্চ দাপয়েৎ ॥ ৬২ ॥
যদ্যদেবাত্মনঃ শ্রেয়স্তত্তদীশায় কল্পয়েৎ ।
দত্ত্বা নৈবেদ্যবস্ত্রাদীন্নাদদীত কথঞ্চন ॥ ৬৩ ॥
ত্যক্তব্যং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য তদ্ভক্তেভ্যো বিশেষতঃ ।
ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ সমাসেন মহেশ্বরি ।

গোপ্তব্যঞ্চ প্রযত্নেন স্বযোনিরিব পার্ব্বতি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপগুণবর্ণনশাস্ত্রবর্গে
বোঽধিকার ইহ চেদলমন্যপাঠৈঃ ।
তৎপ্রেমভাববলভক্তিবিলাসনাম—
হাসেষু চেৎ যদি রতিঃ কিমু কামিনীভিঃ ॥ ৬৫ ॥

তঞ্চেতসা বিভজতাং ব্রজবালকেন্দ্রং
বৃন্দাবনং ক্ষিতিতলং যমুনাজলঞ্চ ।
তল্লোকনাথপাদপঙ্কজধূলিভিশ্চেৎ
লিপ্তং বপুঃ কিল বৃথাগুরুচন্দনাদ্যৈঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াসিকে ।
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

সম্পূর্ণম